INDEX

3rd April, 1967 :

4th April, 1967 :

5th April, 1967 :

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

3rd April, 1967

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Monday, the 3rd April, 1967.

PRESENT

Shri Monindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, Dy. Minister and twenty one Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker— To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned— Short Notice Question. Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma— Short Notice Question No. 191.

Shri S. L. Singh— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 191.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) টি. আর. টি. ৩০০ নং জীপের চালক শ্রীগণেশ দেবকে উদয়পুর মহকুমা শাসক (জোন্যাল) গত ২০শে মার্চ কি শাস্তি দিয়াছেন ?	৫০ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে।
খ) শাস্তি দিয়া থাকিলে কোন আইনে, কি অপরাধে, কি ধরণের শাস্তি দিয়াছেন ?	অতিরিক্ত মাল বহন করার জন্য ১৯৩৯ ইং মোটর ভেহিকল আইনের ১২৩ ধারা মতে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।
গ) ঐ শাস্তির বিরুদ্ধে ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কাস ইউনিয়নের পক্ষ হইতে কি কোন প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে ?	হাঁ।
ঘ) ইহা কি সত্য যে, মোটর শ্রমিকটিকে মারপিট করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে মোটর শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিয়াছে, যাহা ধর্মঘটের রূপ লইতে পারে ?	না মারপিট করা হয় নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— সরকার এই ব্যাপারে কিরকম তদন্ত করেছেন, জানাবেন কি ?

Shri S. L Shingh— A preliminary enquiry was held by the Addl District Magistrate (Rev) at Udaipur in presence of the Secretary, Tripura Motor Workers Union. During enquiry the allegations were not fully proved. After that the Secretary of the Tripura Motor Workers Union met the D. M. & Collector and told him that he was not satisfied with the enquiry as the Addl. D. M. & Collector has not visited the place of incident. The Secretary has been assured that the D. M. & Collector would himself hold an enquiry on the spot. Notices have accordingly been issued to the Secretary and the Driver of TRT—300 Shri Ganesh Ch. Deb to submit a petition addressed to the D. M. & Collector by the aggrieved Driver (Sri Deb) to observe the formalities.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই তদন্তের ফলে মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ - এখন সেটা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা-- এনকোয়েরীর রেজাল্ট মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে জানান হয়েছে কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ— আইনের বিধি অনুসারে সমস্ত কিছুই গ্রহণ করা হইয়াছে।

Mr. Speaker— Starred Question. Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma— Starred Question No. 25.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য - অনারএবল স্পীকার, স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশচান নং ২৫।

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে কোন্ বিভাগে কোন স্কুল নূতন খোলা হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ স্কুল আপ-গ্রেড্ করা হইয়াছে ?	তালিকা সঙ্গে দেওয়া গেল।
(খ) কোন বে-সরকারী স্কুল কি এই সময়ে সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছে ; যদি করিয়া থাকে তাহার নাম।	১। কড়ইমুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২। রাম ঠাকুর পাঠশালা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়।
(গ) ঐ সকল স্কুলে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইতেছে ?	আবেদনগুলি বর্ত্তমানে পরীক্ষাধীন

Schools started/upgraded during Jan. & Feb., 1967

AMARPUR

Jr. Basic

1) Kamariakhala J. B. School, (Started)

Middle to Higher Sec.

1) Nutanbazar Higher Sec. School, (Upgraded)

BELONIA

Jr. Basic

1) Kukalia J. B. School.
2) Uttar Kanchannagar J. B. School — Started

Pry. / J. B to Sr. Basic

1) West Jolaibari Sr. Basic School. (Upgraded)

High to Higher Sec.

1) Belonia Girls' Higher Sec. School. (Upgraded)

KAILASHAHAR

Pry. / J. B. to Sr. Basic

1) Irani Sr. Basic School.
2) Rangauti Sr. Basic School — Upgraded.

SADAR—A

Jr. Basic

1) Bhati Abhoynagar J. B. School (Paschimpara). (Started)

Pry. / J. B. to Sr Basic

1) Bapuji Vidyamandir Sr. B. School. (Upgraded)
2) Aralia Sr. B. School (Upgraded)
3) Madhuban Sr. Basic School. (Upgraded)
4) Sakhicharan Vidyaniketan Jr. High School. (Upgraded)
5) Mariumnagar Catholic Sr. B. School. do Mission.

Middle / High to Higher Sec.

1) Pallimangal Higher Sec. School (Upgraded)
2) Taltala Higher Sec. School. do
3) S. D. Vidyaniketan (Private). do

SADAR—B

1) Begunbari J. B. School. (Started)

Pry. / J. B. to Sr. Basic

	School	
1)	Jampaijala Sr B. School.	Upgraded.
2)	Paschim Gakulnagar Sr. Basic School	
3)	Lalsingmura Sr Basic School.	
4)	Sutarmura Sr. Basic School.	
5)	Madhumala Sr. Basic School.	
6)	Gopalnagar Sr. Basic School.	
7)	Noagaon Sr. B. School.	

Middle to Higher Sec.

1) Charilam Higher Sec. School. (Upgraded).

Sabroom

Jr. Basic

1) North Doulbari J. B. School (Started)

2) Thaibongbari J. B. School do

Pry./J. B. to Sr. Basic

1) Samarendraganj Sr. Basic School (upgraded).

Dharmanagar

High to Higher Sec.

1) Kadamtala Higher Sec. School (upgraded).

Khowai

High to Higher Sec.

1. Khowai Girls' Higher Sec. School (upgraded).

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কলাগাছিয়া একটা বে-সরকারী নূতন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত স্কুলগুলি আপ-গ্রেডেড করা হয়েছে সেগুলিকে টিচার প্রভাইড করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত স্কুলগুলি আপগ্রেডেড করা হয়েছে সেগুলিতে রি-কনষ্ট্রাকশন গ্রাণ্ট মঞ্জুর করা হয়েছে কিনা অথবা রি-কনষ্ট্রাকশন করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভটাচার্য্য— নোটিশ চাই।

Mr. Speaker – Shri Aghore Deb Barma,

Shri Aghore Deb Barma— Starred Question No. 52.

Shri Krishnadas Bhattacherjee— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 52.

	Question	Reply.
1)	Whether it is a fact that the Accountant General, Assam & Nagaland has issued a notice to the Govt. of Tripura to discontinue the house-rent benefit so far enjoyed by the Government employees	No
2)	Whether the employees concerned have submitted representation to the authority concerned against the circular in question ?	No
3)	If so, what steps Government propose to take in the matter ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কর্মচারীদের হাউসরেন্টের ব্যাপারে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল থেকে কোন রকম সার্কুলার বা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— এই রকম কোন সার্কুলার এসেছে বলে আমার জানা নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কর্মচারীরা কিছুদিন আগে এই হাউসরেন্ট তাদের বেতন থেকে কর্তন দিতে হবে এই রকম একটা ইনষ্ট্রাকশন পেয়ে কর্মচারীদের পক্ষ থেকে দরখাস্ত করা হয়েছিল কিনা এটা যাতে না কাটা হয় সেজন্য ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য-- নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন প্রেস কর্মচারীরা কিছুদিন আগে এইরকম একটা দরখাস্ত করেছিল এবং জাগরণ পত্রিকায় বেরিয়েছিল এই সংবাদটি, এই সম্পর্কে খবর রাখেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে রিলেশনে প্রশ্ন করা হয়েছে মিনিষ্টাররা যদি এটা সম্পর্কে অবহিত না হয়ে আসেন এবং ডিমান্ড নোটিশ করতে থাকেন তা হলে কি প্রশ্ন করার কোন সার্থকতা থাকে কিনা ?

মিঃ স্পীকার— মিনিষ্টারের নোটিশ চাওয়ার রাইট আছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য আমাদের যে কোয়েশ্চানের আনসার জিজ্ঞাসা করা হয় সেগুলির উত্তর ডিপার্টমেন্ট থেকে না জেনে দেওযা সম্ভব নয়।

Mr. Speaker— Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Sbri Bidya Ch. Deb Barma Starred Question No. 27

Shri S. L. Singh— Hon'ble Speaker, Sir, starred question No. 27.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সিধাই থানার অন্তর্গত বিজয়নগর নিতাই কান্ত দাসকে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০/৫১১ ধারায় গ্রেপ্তার করিয়া চালান করিয়াছিল কি ; (জি, আর ৫৬০/৬৫ নম্বর),	হঁ্যা।
খ) যদি সত্য হয় তবে পুলিশ কোন্ তারিখে তাহার বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট দাখিল করে এবং কোন্ তারিখে আসামী বেকসুর খালাস পায় ;	তদন্তকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ২৬-১২-৬৫ ইংরেজী তারিখে চার্জসীট দাখিল করিয়াছিল কিন্তু ১৭-১২-৬৫ ইংরেজী তারিখে কোর্টের নির্দ্দেশমতে আসামী খালাস পায়।
গ) ইহা কি সত্য যে আসামী যাহার মালপত্র চুরি করিয়াছিল, তাহাকে আজও এই মালপত্র ফেরৎ দেওয়া হইতেছেনা।	হঁ্যা
ঘ) যদি তাহা সত্য হয় তবে উহার কারণ কি ?	মামলা এখনো বিচারাধীন থাকায় চুরি করা মালপত্র প্রকৃত মালীককে ফেরৎ দেওয়া সম্ভবপর নয়।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে মাত্র ৭।৮ দিনের মধ্যে হাকিমবাবু শ্রী এস, আর, চক্রবর্ত্তী ধৃতকান্ত দাসকে বিচার না করেই ছেড়ে দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ পূর্বেই বলা হয়েছে যে কোর্টের নির্দেশ মতে আসামী খালাস পায়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন আসামীর খালাস সম্পর্কে থানার পুলিশ কিছুই জানতে পারে নাই কেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে ১৭/১২/৬৭ তারিখে কোর্টের নির্দেশ মতে আসামী খালাস পায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে চার্জ দাখিল করা হয়েছিল তাতে কি কি উল্লেখ আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ নোটিশ চাই।

াচন্দ্র দেববর্মা -- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আসামী মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে আসামী খালাস পাওয়ার পর মামলা ঝুলন্ত অবস্থায় কি কারণে থাকতে পারে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— এখন আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। কারণ কোর্টের বিচারক ইহা অবগত আছে এবং সেই অনুসারেই উত্তর দেওয়া হয়েছে। এখন যদি উনি ইহাকে বিচার না বলেন তাহলে তিনি হায়ার কোর্টে আবেদন করতে পারেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন আসামীর নিকট কি কি মাল পাওয়া গিয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— সেটা চার্জ্জসীটের মধ্যেই উল্লেখ আছে। ইট লাইজ ইন দি কোর্ট। অতএব মাননীয় সদস্যেরা ইচ্ছা করলেই তার নকল কোর্ট থেকে আনতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে আসামীকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে সেই আসামী ছাড়া আরও কেউ এই কেইসে জড়িত আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—আসামীকে রেহাই দেওয়ার জন্য এস, আর, চক্রবর্তীকে কি শাস্তি দেওয়া হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— কোর্টে গিয়ে বিচার চাহিলেই শাস্তি দেওয়া হবে ।

Mr. Speaker— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma— Question No. 80

Shri Krishnadas Bhattacherjee— Hon'ble Speaker, Sir, question No. 80.

Question.	Reply.
1) Whether Primary and Jr. Basic School teachers are entitled to get Medical re-imbursment facilities ;	Yes.
2, If not, the reasons thereof ?	Does not arise

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এমপ্লয়ীদের মধ্যে কোন্ কোন্ ক্যাটাগরীর এমপ্লয়ীরা মেডিকাল রি ইম্বার্সমেন্ট পেয়ে থাকে ?

Mr. Speaker— Hon'ble Member, your question is not relevant to this starred question.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সব স্কুলের টিচাররা মেডিক্যাল রি ইম্বার্সমেন্ট পান কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য – প্রেসক্রাইবড ফর্মে দরখাস্ত করলে সেন্ট্রাল সার্ভিসেস মেডিক্যাল অ্যাটেনডেন্টস রুলস্ ১৯৪৪ এবং সাবসিকোয়েন্ট গভর্ণমেন্ট ডিসিশান অনুসারে যারা এলিজেবল তারা পান ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে সব টিচাররাই মেডিক্যাল রি-ইমবার্সমেন্ট পাওয়ার যোগ্য ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য— আইনে যারা এলিজিবল তারাই পাবেন ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন আইনে কি কি বিধান আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য – বিধানটা মাননীয় সদস্য পড়ে নিলেই পারেন ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—– মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে অনেক টিচার মেডিক্যাল রি-ইমবার্সমেন্টের সুযোগ পাচ্ছেন না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য— না পাওয়ার মত কোন কারণ নিশ্চয়ই ঘটেছে, যদি না.পেয়ে থাকেন।

Mr. Speaker.— Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma— Starred Question No. 36

Shri S.L. Singh— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 36.

প্রশ্ন	উত্তর
ক। মনু পুলিশ ষ্টেশনের ও, সি, শ্রীপল্টু রায়ের বিরুদ্ধে হোমগার্ড শ্রীসুধীররঞ্জন দত্তকে মারপিট করার কোন অভিযোগ সরকারের হস্তগত হইয়াছে কি ?	হঁা।
খ) যদি হস্তগত হইয়া থাকে, তবে এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?	বিষয়টি তদন্তক্রমে জানা গিয়াছে মারপিট করার অভিযোগ সত্য নহে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, শ্রীদত্তের স্ত্রী, শ্রীমতী শান্তিবালা দত্ত গত পাঁচই ডিসেম্বর চীফ কমিশনারের কাছে যে দরখাস্ত করেছিলেন, তার মর্ম কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা – মাননীয মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, দারোগা পল্টু রায, শ্রীদত্তকে মারায়, গত ১৮ই ডিসেম্বর তাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে মারপিট করার অভিযোগ সত্য নহে, অতএব এখানে হাসপাতালে যাওয়ার প্রশ্ন উঠেনা।

Mr. Speaker— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma – Starred Question No. 81.

Shri S. L. Singh— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 81.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Bus of Agartala—Udaipur Bus Service does not reach upto the Udaipur Bus Service Station ;	No such information is available.
2) If so, the reasons thereof ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে এইরকম কোন ইনফরমেশান এত পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। মাননীয় মেম্বার এটা কি করে জানলেন আমি বুঝতে পারলাম না। বৃষ্টি বা ফ্লাড হলে পরে হয়ত সেটা নদীর এপারে থাকে, হাউসে এই ব্যাপারে মেম্বাররা অনেকবার প্রশ্ন করেছিলেন এবং তার উত্তরে তা বলা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অস্বীকার করতে চান, উদয়পুরের জনসাধারণ এর পক্ষ থেকে এই বাস মোটর স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত না পৌঁছার দরুণ অথরিটির কাছে একটা দরখাস্ত করেছিলেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে এইরকম কোন ইনফর-মেশান আমাদের কাছে নেই যে বাস বন্ধ আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি আমার প্রশ্নটা ভাল করে পড়ে দেখবেন যে সেখানে বাস চলেনা এইরকম কথার কোন উল্লেখ নেই। বাস মোটরষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যায়না, সে কথাটাই উল্লেখ আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে—

শ্রীঅঘোর দেববর্মা – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আগরতলা টু উদয়পুর সার্ভিস্ বাসগুলি গোমতী নদীর ঘাট পার হয় কিনা, না নদীর এপারে থেকে যায় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে যদি ফ্লাড হয় তবে সেটা ঐপারে থাকে, তা না হলে পরে এ'পারে যায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খবর রাখেন যে বাস বরাবরই এপারে থাকে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ – আমি তার উত্তরে আগেই বলেছি যে ফ্লাড বা গাড়ী যদি বিকল না হয় তাহলে নদী পার হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, বাস বরাবরই এপারে থাকে এবং ডেইলি পত্রিকাগুলি যথাসময়ে মোটরষ্ট্যাণ্ড পৌঁছে না, এবং দুই-তিন দিনের কাগজ একসংগে তাদের বিলি করতে হয় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ— একথা সত্য নহে।

Mr. Speaker— There are seven Unstarred Questions No. 13, 63, 78, 21, 26, 30 & 35,

The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Questions.

CALLING ATTENTION.

Mr. Speaker— There is one Calling Attention given notice of by Shri Aghore Deb Barma on 29th March, 1967, to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day, the 3rd April, 1967. I would now call on the Hon'ble Minister in-charge of Food and Civil Supply Department to make a statement on—

"Acute shortage of flour resulting non availability of loaf etc. and the steps taken by the Government to meet the need of the Bakeries"

Shri S. L. Singh— Hon'ble Speaker Sir, I am not in a position to give answer just now, so I want time. There are so many notices of same nature, so I want to discuss all these questions on 4th April.

Mr. Speaker— Alright, he will make statement on the 4th April.

POINT OF ORDER.

Shri U. K. Roy— On point of order. If there are more than one Calling Attention notices of the same nature, can all the questions be admitted ?

Mr. Speaker— Speaker may admit, if he likes.

Shri U. K. Roy – This is not the thing. If the subject matter of all the questions is of same nature, that can not be admitted according rules. The Speaker is almighty in the House on doubt, but still his powers are not unlimitted, it is limited by the rules.

Mr. Speaker— Under which rules ? Will you please mention the number of the rule ?

Shri U. K. Roy – The same thing can not be discussed because it would be waste of time.

Mr. Speaker – I want to know the number of the rule I think, the Speaker can bracket all the questions together.

Shri U. K. Roy-- It is not question, it is the calling attention Questions may be bracketed together, but there is no convention of bracketing the Calling Attention.

Shri S. L. Singh-- Hon'ble Speaker, Sir, I want to know whether an Hon'ble Member can speak against the ruling of the Speaker ?

Mr. Speaker – No, he can not speak against the ruling of the Speaker. He must be abided by the ruling of the Speaker.

Shri U. K. Roy— Yes, but when something is going against the standing rule, that I think·· ···

Mr. Speaker— You can not cite any rule under which it can not be allowed.

Shri U K. Roy— I want to point out this thing that when questions of the same nature are asked by the different Members, there are rules and regulations to bracket them together against the name of the Members who have given notices, but not in case of Calling Attention notices.

Mr. Speaker— According to Indian Parliamentary procedure, Calling Attention notices also can be bracketed.

I have received one Calling Attention Notice from Shri Monoranjan Nath on the subject—

"the increase in price of rice in Dharmanagar and Kailasahar Sub-divisions."

I have given consent to the Motion of Shri Monoranjan Nath to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a Statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L Singh– Hon'ble Speaker Sir, all Calling Attentions are of same nature. So I request the Hon'ble Speaker to bracket it on the 4th.

Mr. Speaker— Yes, his Calling Attention Notice is bracketed with other Calling Attentions on the 4th.

Shri Ershad Ali Choudhury— Point of order. Whether Calling Attentions of same nature can be raised in the same sitting ?

Mr. Speaker— Yes, can be raised in the same sitting.

Shri Ershad Ali Choudhury – But in Rule 59(5) the provision is that 'Not more than one such matter shall be raised at the same sitting.

Mr. Speaker— Only one member cannot raise two Calling Attention on the same day. But different Members can raise.

Shri Ershad Ali Choudhury— But here it is written that not more than one such matter can be raised in the same sitting.

Mr. Speaker— But not by the same member.

PRESENTATION OF THE REPORTS OF THE COMMITTEES.

Mr Speaker – Next item in the List of Business is presentation of the Second Report of the Public Accounts Committee for 1966-67.

I would call on Hon'ble Upendra Kr. Roy, Chairman of the Public Accounts Committee to proceed to present before the House the Second Report of the Public Accounts Committee for 1966-67.

Shri U. K Roy— Mr Speaker, Sir, I beg to present before the House the Second Report of the Public Accounts Committee for 1966-67

Mr. Speaker— Members are requested to collect their copies from the Notice office.

Next item in the List of Business is the Presentation of the Second Report of the Committee on Estimates for 1966-67.

I would call on Hon'ble Sunil Ch. Datta, Chairman of the Committee on Estimates to proceed to present before the House the Second Report of the Committee on Estimates for 1966-67.

Shri Sunil Ch. Datta— Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the Second Report of the Committee on Estimates for 1966-67.

Mr. Speaker—Members are requested to collect their copies from the Notice office.

Next item in the list of Business is the Presentation of the Second Report of the Committee on Privileges.

I would call on Shri Debendra Kishore Choudhury authorised by Shri Umesh Lal Singh, Chairman, of the Committee on Privileges to proceed to present before the House the Second Report of the Committee on Privileges.

Shri Debendra Kishore Choudhury— Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the Second Report of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker— Members are requested to collect their copies from the Notice office.

Government Business (Financial)

Voting on Demands for Grants for 1967-68. (in B. C.)

Mr. Speaker - Next item in the List of Business is Voting on Demands for Grants for 1967-68. Today 7 demands viz Demand Nos. 26—Public works (including Road), 27—Capital outaly on public works, 28 Road & water Transport Schemes, 42—Capital outlay on Public works, 43—Capital outlay on other works, 24—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Non-commercial) and 40—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Non-Commercial) are to be disposed of.

Members have received the list of business along with the Appendix showing Demands to be moved Finance Minister and cut motion to be members. Now the Finance Minister will move the demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the cut motions to be moved and there will be discussion on the demands and the cut motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the demand No. 26, 27, 28, 42, 43, 24 & 40 together and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature; of course, I shall dispose of the demands separately.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demands Nos. 26—Public Works (including roads), 27—Capital Outlay on Public Works, 28—Road & Water Transport Schemes, 42—Capital Outlay on Public Works, 43—Capital Outlay on Other Works, 24—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-commercial) and 40—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) together.

Shri Krishnadas Bhattacherjee—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,51,42,000/— [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation

(Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 26—Public Works (including Roads).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,62,000/—, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Denand No 27—Capital Outlay on Public Works.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sun not exceeding Rs. 50, 000/—, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 28—Road and Water Transport Schemes

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,49,85,000/— [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 42—Capital Outlay on Public Works.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sun not exceeding Rs. 3,85,000/-, [inclusive of the sums specified in Cloumn 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 43 –Capital outlay on other works.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,86,000/-, [inclusive of the sums specified in Column

3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1967], be granted to defray the charges which come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 24—Irrigation, Navigation Embankment and Drainage works (Non Commercial).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,00,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1968 in respect of Demand No. 40—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Non-Commercial).

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬ এখানে পাব্লিক ওয়ার্কস (ইনক্লুডিং রোডস) তার মধ্যে ২.৫১.৪২,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে । এই প্রসঙ্গে আমার দুইটি কাট মোশান আছে--

i) Inadequacy of provision for repairs of buildings and communications ; and

ii) Inadequacy of provision of Minor works.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডের উপর বলার আগে, সামগ্রিকভাবে এই ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের বেতনে যে এ্যানামলীজ আছে, সেই সম্পর্কে কিছুটা বক্তব্য রাখতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যে কর্মচারীদের মধ্যে পে স্কেল সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্ত যে স্কেল রিভাইজ্‌ড হয় নাই, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একই পোস্টে চাকুরী করে, একথা আমি পূর্বেও বলেছি যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে এবং এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যেও একই পোস্টে কাজ করা সত্ত্বেও বেতনের তারতম্য থেকে গেছে। কাজেই যাতে সেগুলি অতি সত্বর দূর করা যায়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে যে ওয়ার্ক চার্জ এ্যাসিস্টেন্টের পে স্কেল এখন পর্য্যন্ত রিভিশান করা হচ্ছে না। এইগুলি যতশীঘ্র সম্ভব যাতে করা হয়, আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর এ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কে বা সিলেকশান ইত্যাদি ব্যাপারে এই ডিপার্টমেন্টে যে কি রকম পক্ষপাতিত্ব চলছে তার কতগুলি ঘটনা আমি উল্লেখ করব। যেমন কিছুক্ষণ আগে ইণ্ডিয়ান টেক্নিক্যাল কমার্শ্যাল ট্রেনিং কলেজে পনের জন ছাত্র পাঠান হবে, তার জন্য নোটিশ দেওয়া হল এবং সেখানে ছাত্ররা অনেক দরখাস্ত করল। একজন ছাত্র যখন দরখাস্ত করতে গেল, তখন ডিপার্টমেন্টের একজন এল. ডি. ক্লার্ক তাকে বল্লেন, দরখাস্ত দিয়ে কোন লাভ হবেনা, কারণ চীফ

মিনিষ্টারের রিকম্যাণ্ডেশান নিয়ে ২০ জন এসেছে, কিন্তু নেওয়া হবে মাত্র পনের জনকে, কাজেই দরখাস্ত করে লাভ নাই। আমরা অবশ্য অনেক সময় হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট' এর সমালোচনা করি, কিন্তু তাদের পক্ষে একদিকে হচ্ছে পদের উন্নতি করা, আরেকদিকে হচ্ছে চাকুরী রক্ষা করা। চাকুরী যদি রক্ষা করতে হয় বা পদের উন্নতির যদি আশা করতে হয়, তাহলে মিনিষ্টারদের সুপারিশ গ্রহণ না করে উপায় নাই, কাজেই এইভাবে হেড অব দি ডিপার্টমেণ্টে যারা আছেন, তারা যোগ্যতা বিচার বিবেচনা করে যে একটা লোককে চাকুরী দেবেন বা সিলেকশান করবেন সেটা তারা করতে পারছেন না।

মন্ত্রীদের তারা ভয় পান, মন্ত্রীর সুপারিশে যারা আসেন, তাদের যোগ্যতা থাকুক তাব নাই থাকুক, কোন প্রশ্ন নাই, মন্ত্রীর একটা সুপারিশ পেলেই তাদের একটা চাকুরীর ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর যারা এই ব্যাপারে খুব এফিসিয়েণ্ট বা যোগ্যতাসম্পন্ন, যাদের সিলেকশান করলে পরে আমাদের দেশের এবং দশ জনের কাজে লাগবে, এই সমস্ত লোক আজকে যে মন্ত্রীর রিকম্যাণ্ডেশান থেকে বঞ্চিত, তারা চাকুরীর সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না, এই হচ্ছে অবস্থা ; প্রত্যেক ডিভিশানে এই অবস্থা চলছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা জিনিষ লক্ষ্য করাব বিষয়, যারা গান্ধী টুপি মাথায় দেবে বা কংগ্রেস নির্বাচনে যারা অংশ গ্রহণ করবে তাদেরই শুধু চাকুরীতে গ্যারাণ্টি থাকল, শিক্ষা দীক্ষা, চাকুরীর উন্নতি, অগ্রগতি সমস্ত কিছুর সুযোগ সুবিধাই তারা পাবে। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে আজকে যারা বিভিন্ন মতের লোক আছেন, বিভিন্ন আদর্শ তাদের থাকতে পারে, তারা কোন সুযোগ সুবিধা পাবে না। অতএব রুলিং পার্টি যে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান, সেটা অনেকটা প্রশ্নের মতই হবে কাজেই এই যে নীতি সেটা বর্জন করা উচিত। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বি. পাল নামে একজন এ্যাসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার, ডিভিশান নাম্বার ১, অমরপুর, তিনি ডেপুটেশানে এখানে এসেছিলেন। উনার ডেপুটেশান এক্সপায়ার করে গেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের ডিপার্টমেণ্ট থেকে তাকে রিলীজ করে দওয়া হচ্ছে না, আবার ওয়েষ্ট বেঙ্গল সি, পি. ডব্লিউ থেকে তাকে ডিপুট করা হল। এখন কথা হচ্ছে যে ডেপুটেশানে একটা লোক এখানে এসেছে, তার টার্ম যদি এক্সপায়ার করে যায় তাহলে আমাদের এখান থেকে তাকে রিলীজ করে দেওয়া উচিত ; কিন্তু তা না হয়ে আমাদের এখানে থাকা অবস্থাতেই তাকে আবার সি, পি, ডব্লিউ থেকে পোষ্ট করা হল. আরেকটা হচ্ছে এ্যাসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার'এর যে পোষ্ট. ত্রিপুরার মধ্যে অনেকগুলি পোষ্ট ভ্যাকেণ্ট আছে, আমাদের এখানে বি.ই পাশ, অর্থাৎ ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে আসছে এমন অনেক লোক আছে কিন্তু তারা কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না ; আর তাদেরই যদি বাইরে থেকে ওয়েষ্ট বেংগল সি, পি, ডব্লিউ থেকে রিক্রুট করে পাঠায় তাহলে তাদের নেওয়া হয় ডিরেক্ট রিক্রুটমেণ্ট দেওয়া হয় না। অর্থাৎ আমাদের ত্রিপুরার যারা ছেলে, যারা এখান থেকে পাশ করেছে, তারা কোন সুযোগ সুবিধা পায় না কিন্তু বরাবরই বাইরে থেকে ডেপুটেশানে আনা হচ্ছে। বহু এ্যাসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারের পোষ্ট খালি পড়ে থাকা সত্বেও তাদের ঐসব পোষ্টে নেওয়া হচ্ছে না। আমি ঘটনা দিয়ে বলতে পারি যেমন টি. কে. নাথ, এই ভদ্রলোক আমাদের এখানে অনেকদিন ছিল।

[তাকে রিক্রুট করা হয়নি, তাকে কোন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হলনা, যখন নাকি সেই সি, পি ডব্লু থেকে রিক্রুট করা হল এবং ত্রিপুরাতে তাকে ডিপুটেশানে পাঠিয়ে দিলেন, তখন তাকে নেওয়া হল এবং এখনও সেই ভদ্রলোক এখানে আছেন। ঠিক তদরূপ মিনি রায় এবং দীলিপ রায় দুই জনই বি,ই, পাশ কিন্তু তাদেরকে এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ারের পোষ্টে নেওয়া হচ্ছেনা, তাদের ওভারসিয়ার করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই দুইজন যদি সি,পি ডব্লু থেকে আজকে রিক্রুট হত, তাহলে তারা এ্যাসিষ্টেন্ট হিসাবে কাজ করতে পারতেন। কথায় আছে যে গরু গোয়াল ঘরের কাছের ঘাস খায়না। এই হচ্ছে অবস্থা। আমাদের পয়সায় অর্থাৎ সরকারী টাকা পয়সায় তারা পাশ করে এসেছেন, কিন্তু তাকে এখানে এ্যাপয়েনমেন্ট দেওয়া হবেনা, বাইরে থেকে সি পি ডব্লু থেকে এ্যাপয়েনমেন্ট দিয়ে যখন পাঠায় তখন তাদের এখানে নেওয়া হয়, এর যে কি যৌক্তিকতা আছে আমি বুঝতে পাবিনা। আরেকটা হচ্ছে যে এই পি, ডব্লু ডিপার্টমেন্ট যেন একটা লুটের বাজার, যার যেমন খুশি লুট করে নিচ্ছে। আমরা অবশ্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বহু কোটি কোটি টাকা এই খাতে মঞ্জুর করেছি, মঞ্জুরীকৃত টাকা খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু যে হারে টাকা পয়সা খরচ করা হয়েছে, এবং যে হারে টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে সেই পরিমাণে ত্রিপুরার মধ্যে কমিউনিকেশনের বা রাস্তাঘাটের কোন উন্নতি হয়নি। এই সম্পর্কে বিধানসভায় বার বার আমরা উল্লেখ করেছি। তার কারণ রুলিং পার্টি তাদের কংগ্রেসী লোকদের পোষণ করছেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই কাজ করছেন। সুতরাং যে পরিমাণে টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে সেই পরিমাণে কাজ হচ্ছেনা। কুমারঘাটে সীমনা-কাতলা-মারা যে রাস্তাটি সেটা ব্ল্যাক টপিং হওয়ার কথা ছিল অনেক দিন আগে থেকেই। টাকা পয়সাও স্যাংশান হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেখানে কাজ হয় নাই। কুমারঘাটের অল্প একটু উত্তরে আপটু মোহনপুর যে জায়গাটি সেটা অনেক দিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। আমবাসা থেকে বগাফা পর্যন্ত যে রাস্তাটি হওয়ার কথা আমরা শুনতে পাই যে প্ল্যানের মধ্যে টাকা মঞ্জুরী ছিল। সেটা নাকি খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু রাস্তাটি এখন পর্যন্ত হয়নি অর্থাৎ যেভাবে রাস্তাটা হওয়া উচিত ছিল সেইভাবে হয়নি। এখন পর্যন্ত হাফডান অবস্থায় আছে। আমাদের আগরতলা শহরের উপর একটা মিউজিয়াম ঘর তৈরী করার কাজ অনেকদিন থেকে সুরু হয়েছে। কিন্তু কি কারণে জানিনা এটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই ধরণের দুইটা একটা ঘটনা নয়, অনেক ঘটনাই আছে দুর্গানগর টু কলমছড়া ভায়া ভেলাছড়া একটা রাস্তা হয়েছে, কিন্তু রাস্তা শেষ না হওয়ার আগেই পুলগুলি করে ফেলা হয়েছে। এখন সেই পুলগুলি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে কারণ পুলগুলি হয়েছিল এস,পি,টি। এখন প্রশ্ন হল যদি রাস্তা করার প্ল্যান না থাকে তবে এইভাবে পুলগুলি কেন করা হল ? যদি রাস্তা করতে হয়, তাহলে রাস্তাই করা উচিত ছিল। কিন্তু ৩/৪ বছরে, সম্ভবতঃ গত নির্ব্বাচনের আগে করানো হয়েছিল, আমার এলাকার খানিকটা অংশও পড়েছে। আমি সবসময়েই সেখানে যাতায়াত করি। কিন্তু সেখানে পুলগুলির কাছে সামান্য মাটি কাটা হয়েছে আর বাকী রাস্তাটা এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এই রাস্তাটি সম্পর্কে টি টি, সি, এর আমল থেকে আমি সাজেশন দিয়ে আসছি। আমি নিজেও একটা

প্ল্যান দিয়েছিলাম। অর্থাৎ দুর্গানগর থেকে কলমছড়া পর্য্যন্ত হওয়ার কথা। সেটা আধা-আধি করা হয়েছে। এই রাস্তা বুড়িগাংগের উপর, গঙ্গাডিয়ার কাছে কোন অবস্থাতেই থাকতে পারেনা। কারণ যখন ফ্লাড হয় তখন নদীর কাছে রাস্তায় যে মাটি থাকে সেগুলি কোন অবস্থাতেই থাকতে পারেনা। আমার প্ল্যান ছিল লালসিংমুড়া টু ভেলাছড়া এবং ভেলাছড়া টু কলমছড়া। এইভাবে যদি রাস্তা করানো হয় তাহলে বিরাট ব্রিজের দরকার হবেনা। জমির পরিমাণও কম হবে টাকা পয়সাও কম খরচ হত। কিন্তু এই রাস্তাটা আজ পর্যন্ত হাফডান অবস্থায় আছে। এইভাবে আরও অনেকগুলি জায়গা দেখি, যেমন বিশালগড় টু গোলাঘাটি। সেখানে রাস্তার মাটি কাটাই হয় নাই অথচ পুল কমপ্লিট হয়ে আছে। পুলটি সম্ভবত আবার মেরামত করবার সময় হযে এসেছে। অথচ রাস্তার কোন চিহ্নই নাই। অর্থাৎ এইভাবে টাকা পয়সা অপচয় হচ্ছে। ঠিক অপচয় না হলেও এই টাকাগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পকেটে যাচ্ছে। বিশালগড়ের ঘটনা আমি জানি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যখন যান তাদের বাড়ীতেই সবসময় উঠেন, যারা হাজার হাজার মন ধান-চালের কারবার করেন এবং তারাই রাস্তায় কাজ পায; অর্থাৎ তারা যদি সাত খুন করে তাহলেও তাদের কোন অন্যায় হবেনা। ইদানিং অমর চক্রবর্তী সুযোগ সুবিধা পেয়ে বড একটা কিছু হয়েছে। হয়ত এই বাজেটের অর্থে ত্রিপুরাতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কল্যাণে আরও দুয়েকজন অমর চক্রবর্তী হতে পারেন। এইভাবে আজকে কালাছড়া টু পদ্মবিল পর্যন্ত যে রাস্তা সেটা সম্পর্কে এই ত্রিপুরা বিধানসভায় আমরা বহুবার বলেছি। এইগুলি এক্স্টেনশান করা দরকার, সোলিং করা দরকার। বর্ষাকালে গাড়ী চলাচল করতে খুব কষ্ট হয়। যেসমস্ত রাস্তা বর্তমানে আছে সেগুলির উন্নতি করা দরকার। টাকা পয়সা বাজেটে আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ যেভাবে খরচ হওয়া দরকার ঠিক সেইভাবে হচ্ছেনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি অগ্রগতি করতে হয় তাহলে আজকে এই কমিউনিকেশন ইজ ওয়ান অব দি মোষ্ট ইমপোর্টেন্ট ওয়ার্ক কাজেই এইদিকে যে টাকাটা এখানে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে যদিও টাকাটা তুলনামূলকভাবে অনেক কম কিন্তু যদি এটাই ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করা হয় তাহলে এই টাকা দিয়েই বেশ কিছু উন্নতি করা যায়। কিন্তু রুলিং পার্টির দৃষ্টিভংগী হচ্ছে নিজের লোককে পোষণ করা। টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে দেওয়ার বহু ঘটনা আমি দেখেছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার যদি সামগ্রিক উন্নতি অগ্রগতি করতে হয়, তাহলে এই কম্যুনিকেশানের প্রয়োজন, কম্যুনিকেশান ইজ ওয়ান অব মোষ্ট ইমপোর্টেন্ট ওয়ার্ক কাজেই এই দিক দিয়ে চিন্তা রেখে যে টাকাটা এখানে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, সেটা তুলনায় কম, কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে যদি এটা কাজে লাগান যায়, তাহলে নিশ্চয়ই এই টাকা দিয়েও খানিকটা উন্নতি, অগ্রগতি করা যেত। কিন্তু রুলিং পার্টির সেই দৃষ্টিভংগী নাই। রুলিং পার্টির দৃষ্টিভংগী হচ্ছে নিজের খাতিরের লোককে কিছু পয়সা পাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়া, এইরকম বহু ঘটনা আছে। আরেকটা কথা হচ্ছে যে বর্তমানে যে সমস্ত রাস্তা আছে, যেমন আগরতলা টু আমতলি বা টাকারজলা একটা রাস্তা হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে বাস বা জীপ গাড়ী পর্য্যন্ত যাতায়াত করে, কিন্তু সামান্য একটু বৃষ্টি হলেই

সেই রাস্তা অচল হয়ে যায়। পূর্বে এই রাস্তাটা পাণ্ডববর্জিত এলাকা ছিল, বর্ত্তমানে সেই রাস্তা দিয়ে শহরের সংগে যোগাযোগ চলছে, কাজেই এই রাস্তাটা মেইনটেইন করা দরকার এবং এই রাস্তাটা ইম্প্রুভ করা দরকার। এইভাবে আজকে আমি বিভিন্ন জায়গার মধ্যে দেখতে পাই—যেমন কলসী টু শিলাছড়ি পর্য্যন্ত একটি রাস্তা জলেয়ার গোলমালের সময় করা হয়েছে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে, কিন্তু সেই রাস্তাটা নামে মাত্র মেইনটেইন করা হচ্ছে, সেই রাস্তায় জনসাধারণ চলাফেরা করবে বা সেখানে ট্রেফিক চলার মত কোন ব্যবস্থা এখনও হচ্ছে না। কোন কোন জায়গায় হয়ত ছড়া পার হয়ে যেতে হয়, কিন্তু সেগুলির উপর কোন পুল দেওয়া হচ্ছে না, এইভাবে যদি টাকা পয়সা খরচ করে, রাস্তা মেইনটেইন না করা হয় বা ইম্প্রুভ করা না হয় তাহলে এইভাবে রাস্তা করার যে কি যৌক্তিকতা, আমি বুঝি না। কাজেই যে রাস্তটা আমরা করব, সেই রাস্তাটা যাতে যথাযথভাবে মেইনটেইন করা হয়, সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি রাস্তার কথা আমি বলতে চাই—যেমন ত্রিপুরার মধ্যে আগরতলা টু আমতলি টু জম্পুইজলা টু উদয়পুর একটা ভাল রাস্তা করা যায়। রাজার আমল থেকে আবহমানকাল আমরা দেখে আসছি যে, ঐ রাস্তায় গরুর গাড়ী চলত। সেই রাস্তাটা যদি ভাল করে করা যেত তাহলে জম্পুই জলা টু উদয়পুর যাওয়া আরও সহজ ও সুবিধাজনক হত। আর বিশালগড় থেকে যে রাস্তাটা আপ টু গোলাঘাটি পর্য্যন্ত আছে, মাঝে মাঝে ব্লক ডেভলাপমেন্ট থেকে এই রাস্তায় সামান্য কিছু মাটি দেওয়া হয়, তাতে রাস্তার কোন ইমপ্রুভমেন্ট হয় না বরঞ্চ টাকা পয়সার অপচয় ঘটে। কাজেই রাস্তা যদি রাস্তার হিসাবে করতেই হয় তাহলে আলোচনা রাখতে গিয়ে আমি একথাই বলব যে পূর্বলক্ষ্মীপুর টু টাকারজলা স্কুল পর্যন্ত একটা রাস্তা করা যায়। পূর্বলক্ষ্মী বিল, কলকলিয়া, কাথালিয়া, ছনবেরিয়া টু টাকারজলা স্কুল এই রাস্তাটা, যদি করা যায় টিলার সাইডে, জমির কিনারে কিনারে রাস্তা যদি করান হয়, তাহলে জমিও বাঁচান যায়, রাস্তাও টিকসই হবে এবং খরচও কম পরবে, সেখানে বড় রকমের কোন পুল দিতে হবেনা। যেমন বিশালগড টু টাকারজলা, সে রাস্তা করতে হলে পরে বুড়িগাংগের উপর একটা বড পুল দিতে হবে, সেই রকম পুল এখানে এভয়েড করা যায়। অতএব এইভাবে যদি টিলার ধারে ধারে রাস্তা করা যায় তাহলে আশে পাশের অনেকগুলি গ্রামের লোকের যাতায়াতের সুবিধা হয়, রাস্তাও টিকসই হয়, অনেকগুলি পুলও এভয়েড করা যায়। ঠিক তদ্রূপ চড়িলাম টু তকসাপাড়া ভায়া সোনামুড়া একটি রাস্তা যদি করা যায়, বর্ত্তমানে যে রাস্তাটা আছে তার চেয়ে কম সময়ে পৌছান যায়, খুব অল্প খরচে এবং জনসাধারণের জমিও খুব বেশী পড়েনা। এইভাবে ত্রিপুরার মধ্যে অনেকগুলি রাস্তা করা যায়, যেমন বিশ্রামগঞ্জের পূর্ব্ব দিকে লংথড়াইছড়া, সেখান থেকে ইন্দ্রকুমার মচ্ছইমুড়া, জম্পইজলা পর্যন্ত যদি রাস্তা করা যেত, তাহলে সেখানে জনসাধারণের পক্ষে খুব সুবিধা হত। এইভাবে ত্রিপুরায় সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত বহু রাস্তাঘাট অল্প খরচে করা যেত। যদিও অনেক টাকা পয়সা খরচ করে ত্রিপুরায় অনেক রাস্তা করা হচ্ছে, ইদানীং ঐ রাস্তাগুলি মেইনটেইন করা হয় না, ফলে রাস্তাগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, কাজেই এই রাস্তাগুলি মেইনটেইন করা দরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আর একটা কাট মোশান হচ্ছে— Inadequacy of provision for repairs of minor works. অর্থাৎ ত্রিপুরার খাদ্যোদ্পাদন বাড়ানোর জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হল, সেই পরিকল্পনা মতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনেক টাকা পয়সা, বাজেটের ব্যয় বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হয়েছে, আজকের এই বাজেটের মধ্যেও এই বাবদ টাকা রাখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি রুলিং পার্টি ঠিক ঠিকই খাদ্যোৎপাদন বাড়াতে চান ও খাদ্য সংকট দূর করতে চান তাহলে আজকে এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ আরও বেশী রাখা প্রয়োজন ছিল। কারণ সারা ত্রিপুরার মধ্যে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত, প্রায় জায়গাতেই চাউলের দাম সিক্সটি আপ উঠেছে। এই যে খাদ্য সংকট, অন্ন সংকট, এটা যদি দূর করতে হয় তখনই মাইনর ইরিগেশানের কথা মনে রাখা দরকার। এই মাইনর ইরিগেশানে যে সমস্ত ছোট কাজগুলি হচ্ছে, এই কাজগুলি আরও বেশী করে করা দরকার। সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি শুধু একদিক থেকে হয়না, তার, রাস্তাঘাট, তার কনষ্ট্রাকশান সমস্ত দিক দিয়ে সামগ্রিক উন্নতি যদি করতে হয়, তাহলে মাইনর ওয়ার্কসের খাতে টাকার ব্যয় বরাদ্দ আরও বেশী রাখা দরকার ছিল।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Capital Outlay on Public Works Demand for Grant No. 27.

Mr. Speaker— There is no Cut Motion on this Demand. You have another Cut Motion on Demand for Grant No. 24— Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

Shri Aghore Deb Barma— "Inadequacy of provision for Irrigation Navigation, Embankment and Drainage Works" এই হচ্ছে কাট মোশান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,পি, ডব্ল্যু-ডি একটা বিরাট ডিপার্টমেন্ট, তার কার্য্য এবং আইটেমও অনেক বেশী। অবশ্য সবগুলির উপর কাট মোশান দেওয়া হয়নি, তবে যতদূর সম্ভব কম করে হলেও সমস্তগুলির উপরই আমি আলোচনা রাখতে চেষ্টা করব, তবে প্রথমে আমি কাট মোশান সম্পর্কে বলছি। এই যে নেভিগেশান ড্রেনেজ এবং এমবেঙ্কমেন্টে'এর কাজ, আমি পূর্বেও বলেছি যে আমাদের খাদ্যোৎপাদন যদি বাড়াতে হয়, তাহলে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে বাঁধ ইত্যাদি দেওয়া দরকার। যেমন দুর্গানগর, বিশালগড় বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, দুর্গানগর এলাকাতে বিরাট একটা ধানের মাঠ আছে, সামান্য একটু বৃষ্টি হলেই সেখানে ফ্লাড হয় ফ্লাডের জল জমির মধ্যে ঢুকে তার ফলে হাজার হাজার মণ ধান নষ্ট হয়ে যায়। রুলিং পার্টি এই সম্পর্কে ভাল করেই খোঁজখবর রাখেন, এবং আমাদের পক্ষ থেকে একথা বলা হয়েছে যে সেখানে গাংগাইলে একটা বাঁধ দেওয়া দরকার। সেখানে যদি বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হত, স্লুইস্ গেট করার ব্যবস্থা করা হত, তাহলে নিশ্চয়ই সে জমিগুলি ফ্লাডের হাত থেকে বাঁচান যেত, তাহলে হাজার হাজার মণ ধানও বাঁচান যেত।

তা ছাড়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশালগড়ের দক্ষিণ দিকে গোমতী নদী পর্য্যন্ত পাকিস্তানের কাছাকাছি বুড়ীগাঙ্গের দুইদিকে টিলা মত কতটা জায়গা আছে। টিলাও খুব শক্ত টিলা, প্রায় পাথরের মত মাটি। ঐ জায়গাটা দিয়ে জল তাড়াতাড়ি পাস্ করতে পারে না, জায়গাটা খুব সরু। কাজেই এটা কেটে নদীর মুখটা বড় করে দেওয়া দরকার। রামুন্নির আমল থেকেই একটা প্ল্যান হয়েছিল এই ব্যাপারে। এখনও কিছু কিছু কাজ হয়। এটা যেন একটা চিরস্থায়ী কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব সময়েই কাজ চলে। কিন্তু কোন উপকারে আসে না। কাজেই রুলিং পার্টির এটা উপলব্ধি করা দরকার যাতে জলটা তাড়াতাডি সরিয়ে দেওয়া যায় এইরকম ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা উচিত যাতে এই বিরাট অঞ্চলে ফসল রক্ষা করা যায়। একটা প্ল্যান বা স্কীম করে কাজটা করা উচিত। নতুবা মাঝে মাঝে কাজ করলে এতে কোন স্থায়ী ফল হবে না। এইভাবে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখা দেখা যায় যে গোমতী ভ্যালীর মধ্যেও এইরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে বাঁধ বা স্লুইস গেট করলে ফসল রক্ষা করা যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা সেটা করতে পারছি না যাও করা হচ্ছে, ফ্লাডের সময়ে সেগুলি রক্ষা . করা যায় না। প্রতি বছর ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে বহু ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই ফসলগুলি যদি আজকে রক্ষা করা যেত তাহলে ত্রিপুরার অভাব সামগ্রিক ভাবে না হলেও খানিকটা অন্ততঃ পূরণ হত এবং আমাদের উপকার হত। কিন্তু আমরা বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখি। যদি আজকে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপারে কৃষকদের সাহায্য করতেই হয় বা খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হয় তাহলে বর্ত্তমান রুলিং পার্টির নীতি থাকা উচিত এইভাবে বাঁধ বা স্লুইস গেট ইত্যাদি দিয়ে ফসলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা। সেজন্য নানা রকম কাজ স্কীমের মাধ্যমে করা দরকার। কিন্তু বর্ত্তমানে যে টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে এটা একটা মামুলী ধরণের অর্থাৎ ফর্মালিটি মেন্টেন করার মত। লোক দেখানোর মত যদি হয় তাহলে এইভাবে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো চলবে না। ইরিগেশন এর মধ্যে যে সমস্ত হয়ে গেছে সেগুলি দেখা গেছে যে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হয় নাই। অর্থাৎ আমাদের যে সমস্ত টেকনিসিয়ান আছে, যারা একসপার্ট আছে, থিওরী এর এক্সপেরিয়েন্স দুইটি পৃথক জিনিষ। .তারা যদি মনে করে থাকেন যে আমরা বিদ্বান আমরা যা বলি তাই ঠিক তাহলে এটা খুব ভাল লক্ষণ নয়। কেন এই কথা আমি বলছি? তার কারণ হল আমাদের এষ্টিমেট কমিটির মিটিং-এ মেম্বার হিসাবে আমি দেখেছি যে সমস্ত জায়গাতে ইরিগেশনের মাধ্যমে বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেখানে বাস্তবের সংগে সামঞ্জস্য না রেখে বাঁধ দেওয়ার ফলে সেই বাঁধ ব্যর্থ হয়েছে। তারা বাঁধ দিয়ে সমস্ত কৃষকদের বলে যে তোমরা খাল কেটে বাঁধ থেকে জল নেওয়ার ব্যবস্থা কর। কিন্তু যেখানে বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটা জমির থেকে নিচু। সুতরাং কৃষকরা বাঁধ থেকে কি করে জল নিয়ে যাবে? .এমন বহু ঘটনা আছে। কাঞ্চনমালা বাজারের এবং সেকেরকুটের বাজারের মাঝখানে যে বাঁধটা সেখানে সম্ভবতঃ ৪১ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। বহুদিন হল বাঁধ দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন পর্যান্ত তা থেকে খাল কেটে জমিতে আর জল নিয়ে যাওয়া হল না। এদিকে বাঁধ নষ্ট হওয়ার পথে চলেছে। এটা কোন কাজেই লাগলো না। এইভাবে একটা দুইটা নয়

বহু বাঁধ ভেঙে গেছে বা পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। অর্থাৎ বাজেটের টাকাগুলি অপচয় হচ্ছে। কাজেই এই দিক দিয়ে আমার সাজেশান হল বাঁধ থেকে যাতে ক্ষেতে জল যায় সেই ব্যবস্থা করা উচিত এবং এই ব্যাপারে স্থানীয় কৃষকদের সংগে আলোচনা করা উচিত বাঁধ দেওয়ার আগে। একটি ঘটনার কথা বলছি। রাধানগরে চিচিমাছড়ার উপর যখন ইঞ্জিনিয়াররা সাইট সিলেক্শন করে তখন কৃষকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে এইভাবে যদি আপনারা বাঁধ দেন তাহলে এটা টিকবে না, জলে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তখন ইঞ্জিনিয়াররা নাকি বলেছিলেন তোমরা কৃষক, তোমাদের এই ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নাই, এইগুলি চিন্তার জন্য আমরাই আছি। কিন্তু শেস পর্য্যন্ত ঐ কৃষকের কথাই লাগলো। দুই বছর যেতে না যেতেই বাধের কোন অস্তিত্ব সেখানে রইল না। কাজেই স্থানীয লোকের অভিজ্ঞতা আছে কোন্ নদীর জলের গতি কিরকম এই মূল্যবান পরামর্শগুলি কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া দরকার। যাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করব তাদের পরামর্শ নেওয়া দরকার। কিভাবে কাজ করলে, কোথায় বাঁধ দিলে তাদের লাভ হবে এইগুলি পরামর্শ করা উচিত মনে করি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে অনেক বলার আছে, তবে মোটামোটিভাবে সংক্ষেপে কয়েকটি জিনিষ উল্লেখ করতে চাই। যেমন ওয়াটার সাপ্লাই। অবশ্য জানিনা কেন এই অবস্থা ঘটেছে। জনসাধারণের বহুদিনের দাবী-দাওয়া এখানে ওয়াটার সাপ্লাই হোক। এখন ওয়াটার সাপ্লাই এর বিশুদ্ধ জল আগরতলার জনসাধারণ পাচ্ছে এটা খুব ভাল কথা কিন্তু এই জল সাপ্লাই করতে গিয়ে হোল টাউনটাকে যেন একটা উত্তলার মত অবস্থা করে তুলেছে। রাস্তাঘাটে জলের অপচয় হচ্ছে। কেন এই কথা বলছি? এই আগরতলাতে যে পাইপ বসানো হয়েছে এইরকম পাইপ সর্বত্রই বসানো হয়েছে কলকাতা বা ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরেও কিন্তু আগরতলার মত কোথাও এইরকম আছে কিনা আমি জানি না। কেন যে এই অবস্থাটা হয়. কারণ আমাদের যারা টেকনিসিয়ান তাদের দিয়েই এই কাজ করানো হয়েছে, করার পরেও কেন যে এই অবস্থা হয় আজকে মনে হয় যেন এটা একটা ফ্লাড হচ্ছে। বর্ষায়, শীতে সব সময়েই কলের জল উঠে। কলের জল যখন সাপ্লাই করা হয় তখন বিস্তর জল উঠে। ফ্লাড হয়ে যায়। একবার কিছু কন্‌ক্রিট সেখানে সুড়কির গুড়া ঢেলে দেওয়া হল, আবার জল পেয়ে সেইরকম হয়ে যায়। অর্থাৎ সারা সহরে রাস্তাঘাট প্রায় উত্তলার মত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং জলগুলি যাতে প্রত্যেক আগরতলার বাড়ীতে যাওযার ব্যবস্থা করা হয় তার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা দরকার।

ফলে কি হচ্ছে, বর্তমানে যে জলের ষ্টক, সেই পরিমাণ সাপ্লাই হচ্ছেনা, যে পাইপগুলি আছে সেই পাইপগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে এবং বিস্তর জল নষ্ট হচ্ছে। জলের কারেন্ট বা ফোর্স বেশী, থাকায় এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। আগরতলা শহরের বহু নাগরিক বাড়ীতে জল নেওযার জন্য হাজার হাজার দরখাস্ত করে রেখেছেন কিন্তু কখন যে তাদের দেওয়া হবে, কেন এখনও দেওয়া হচ্ছেনা তা আমি বুঝতে পারছিনা। যদি তাড়াতাড়ি বাড়িতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে ওয়াটার

কারেন্টের যে ফোর্স সেটা অনেকাংশে কমত, পাইপ নষ্ট কম হত এবং অনেক মানুষ উপকৃত হত। আজকে আমি বুঝিনা এই যে অবস্থা এটাকে কি অপদার্থতাই বলবনা আমাদের আগরতলার সয়েলের দোষই বলব, না এই অবস্থার জন্য কন্ট্রাক্টার বাবুরাই দায়ী ? আমি আশা করব এই বিষয়ে রুলিং পার্টি নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবেন, কেন এই বিশুদ্ধ জল সরবরাহের নামে আগরতলা শহরকে একটা উৎলা করার ব্যবস্থা চলছে, এই গলদ কোথায় সেগুলি বের করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক্যাপিটেল আউট এখানে অনেক কিছু আইটেম আছে, আমি বিস্তারিতভাবে বলবনা, কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয়, যে মহারাজার আমলে যে স্মৃতি মন্দির, দুই তিন কানির উপর, আধাআধি করা আছে, এটার কনস্ট্রাকশানের জন্য পি. ডব্লু, ডি খাতে ব্যয় বরাদ্দ যদি রাখা হত, তাহলে নিশ্চয়ই আজকে সেই পরিত্যক্ত যে মন্দির সেটাকে সংস্কার করা যেত এবং সংস্কার করে সেখানে লাইব্রেরী বা রবীন্দ্রসদন করা যেত বা শহরের জনসাধারণের যে কোন একটা কাজে লাগান যেত। বাজেট প্ল্যান এবং নন-প্ল্যানে বহু টাকা ব্যয় বরাদ্দ আমরা রেখেছি, কিন্তু এই পরিত্যক্ত জায়গাটার সংস্কারের জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হয় নাই, আমি মনে করি সেই দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কাটমোশানগুলি এখানে রেখেছি, তার পক্ষে আমি আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছি। আজকে আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই, পি, ডব্লু- ডি খাতে যে অর্থের ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, ত্রিপুরার অনগ্রসরতার কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে এই খাতে আরও বেশী টাকা রাখা উচিত ছিল। তদুপরি আরেকটা কথা হচ্ছে যে, যে টাকাগুলি বাজেটে রাখা হয়, সেই টাকাগুলি যদি ঠিক ঠিক মত ব্যয় করা হত, তাহলে হয়ত কিছুটা সমস্যা সমাধান হত। ত্রিপুরার যে বিভিন্ন সমস্যা, বর্ডার সমস্যা সেগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে, এই সমস্ত রাস্তাঘাটের প্রতি বিশেষ করে বর্ডারের যে সব রাস্তা সেগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সাব্রুম থেকে আপটু জলেয়া যে রাস্তা, ত্রিপুরায় যদি কোন আক্রমণ ঘটে, তাহলে সেই রাস্তায় সৈন্য চলাচল করতে হয়, কিন্তু সেই রাস্তা মেইনটেইন করা হচ্ছে না। যখন জরুরী অবস্থা দেখা দেয় তখন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় পুল নাই ইত্যাদি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। গোমতী নদীর যে পুল সেটা বহুদিন আগে থেকে আরম্ভ হয়েছিল, এখন পর্যন্তও সেটা শেষ হচ্ছে না. কবে যে শেষ হবে তার কোন ঠিক নাই, তার টার্গেট টাইম বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কাজ চলছে। এইভাবে মুহুরীপুর কাকলিয়াবাটির জন্য অন্য একটা পুল ধরা হয়েছিল, এইভাবে বহু পুল প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ধরা হয়েছে, কিন্তু কোনটাই করা হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনা থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকে তৃতীয় পরিকল্পনায় এইগুলি ট্রেন্সফার করা হচ্ছে, কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে করা হচ্ছে না। আজকে ত্রিপুরার মধ্যে যদি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হয়, তাহলে রাস্তাঘাটের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করা দরকার। কোন জায়গায় হয়ত রাস্তা আছে কিন্তু পুল নাই, আবার কোন জায়গায় পুল আছে রাস্তা নাই, এই যে একটা অবস্থা এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। মুহুরিপুর কাকলিয়াঘাট, মনু নদীর উপর পুল ইমিডিয়েট হওয়া দরকার যাতে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সব সময় মেইনটেইন

করা যায় এবং গ্যারেন্টি হয় মানুষের যাতায়াতের পক্ষে। আর গোমতী নদীর উপর, অমরপুর বিভাগের কাঁউমারা ঘাট, সেখানে একটা পুল হওয়া খুবই দরকার এবং নূতন বাজারের মধ্যে আপ টু জলেয়া যাওয়ার রাস্তায় যে পুলটার দরকার, সেটা ইমিডিয়েট শুরু করা দরকার। কারণ এটা বর্ডার রক্ষা করার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদিও আমরা বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখি ঠিক ঠিক ভাবে সেগুলি করা হচ্ছে না, কেন যে হচ্ছে না এই সম্পর্কে রুলিং পার্টির মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা বলতে পারেন। আজকে যদি রুলিং পার্টি শুধু ফরমালিটি মেইনটেইন করা এবং মন্ত্রী হওয়া বা মন্ত্রী গদির মধ্যে বসে আমাদের যে সমস্ত এক্সপার্ট বাবুরা ফাইলপত্র নিয়ে আসেন সেইগুলির উপর দস্তখত করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কোন কথা নাই। এক অমর চক্রবর্তীর জায়গায় হয়ত আরও অনেক অমর চক্রবর্তীর সৃষ্টি হবে, ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি বা অগ্রগতির এটা সহায়ক হবে না কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত আমি এই অনুরোধ রাখব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে, তারা যেন এই দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করেন। আর যদি এই নীতির, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না করা হয়, তাহলে আমি বলতে বাধ্য অন্যান্য প্রদেশের মত, উনাদেরও মহাপ্রস্থানের পথে যেতে হবে, তার জন্য উনারা যেন প্রস্তুত থাকেন। এতে উনাদের হয়ত কিছু লাভ কিন্তু সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরার জনসাধারণের লাভ হবে না যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, অগ্রগতি হবে না। যদি ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি করতে হয়, তাহলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা দরকার, এবং আমি সেই দিকে অনুরোধ রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা, আপনি আপনার কাট মোশান মোভ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশনটা হচ্ছে 'বন্যা নিরোধে সরকারী ব্যর্থতা।' আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন বিভাগের দিকে তাকাইয়া দেখলে দেখতে পাই যে, যেভাবে আজকে খাদ্যের দর বাড়তে শুরু করেছে, আজকে সংবাদপত্রের দিকে দেখলে আমরা এইটাই দেখতে পাই যে ৬৫ টাকার উপরে চাউলের দর উঠেছে। এটা কেন হচ্ছে? আজকে দেশে যে খাদ্য সংকট, এই সংকট আজকে দেখা দেওয়ার কারণ কি? আমরা দেখি প্রত্যেক বিভাগে প্রতি বৎসরে এবং প্রতি প্ল্যানে যে সমস্ত নদীগুলি দিয়ে বন্যা হচ্ছে এবং এই বন্যাগুলি ঠিক ঠিক মত নিরোধ করতে না পারায় কৃষকের যে সমস্ত জমিতে ফসল ফলানো হয় সে সমস্ত জমিগুলি বন্যায় নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে তার খাদ্য উৎপাদন অনেকটা ব্যাহত হয়। আমরা দেখেছি খোয়াইয়ে গতবার এইরকম বন্যায় বহু জমির ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অথচ সেখানে বন্যা নিরোধের কি পরিকল্পনা করা দরকার তা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা জানি না। আমরা দেখেছি কমলপুরে কল্যাণপুরেও এই অবস্থা। অথচ আমরা বাজেটে দেখেছি, ব্যয়-বরাদ্দে দেখি, প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়, খরচও করা হয়। অথচ সেই বন্যা নিরোধ করা সম্ভব হয়নি। কাজেই আমি এখানে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এই কথা এই হাউসে রাখতে চাই যে আজকে দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান এবং এই বন্যা নিরোধ করে যাতে এই কৃষককে এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়, এই প্রাকৃতিক

দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করা যায় সেই ব্যবস্থা আজকে রাখা দরকার এবং এইখানে যে পরিমাণ অর্থ আজকে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, সেটা আরও বৃদ্ধি করার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে প্রস্তাব রাখছি।

Mr. Speaker : -- Now I call on the Hon'ble Member Shri Promode Rn. Dasgupta to participate in the debate.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয় ডিম্যাণ্ড ফর অ্যান্ড নং ২৬, ২৭, ২৮ ৪২, ৪৩, ২৪ এ ও ৪০ এর সমর্থনে এবং কাটমোশনের বিরুদ্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বক্তব্য রাখার পূর্বে আমার মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু যে কথাটি বলে শেষ করেছিলেন সেই কথাটা বলেই আমি শুরু করছি, সেটা হচ্ছে মহাপ্রস্থানের পথে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মহাপ্রস্থানের পথে কে, কোন্ দল যাচ্ছে এবারকার নির্বাচনেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। শুধু মহাপ্রস্থানের পথেই নয় তাদের সমাধিও রচনা হয়েছে এবং সেটা কেন হয়েছে, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে জনসাধারণের সামনে কোন গঠনমূলক প্রমাণ তারা দিতে পারেননি এবং জনতাই তাদের রায় দিয়েছে এবং তাই এক শ্রেণীর পাগলা জীবের মত তারা চীৎকার করছেন, যা তা বলছেন। লোক বিশেষের নাম করে তারা দেখাতে চান যে যেন তারাই নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে এই অমর চক্রবর্ত্তী নির্বাচনে জয়লাভ করেছে এই কথার অর্থ হচ্ছে এই ত্রিপুরার ৬ লক্ষ ভোটারকে অপমানিত করা। কারণ ত্রিপুরার ভোটার আমি বিশেষ করে জানি তারা সচেতন এবং সচেতনাকেই তারা ভোট দিয়েছেন এবং আজকে কারো কথামত তারা ভোট দেননি এবং মানুষের উপর যে এই যে অ্যাস্পাইরেশন সেটাকে কোন মতেই তারা সমর্থন করতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় নির্বাচনে হেরে গেলেই যে এইসব অশালীন মন্তব্য এবং জনতার প্রতি যে আক্রমণতা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রথম হচ্ছে —

Inadequacy of provision for repairs of buildings and communications; সেখানে আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিরোধীদলের দৃষ্টি আকর্ষণ করব প্রতিটি খাতে। সেসব খাতে যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় তাহলে আমরা দেখছি যে যেখানে পাবলিক ওয়ার্কসে গতবার ছিল ২,২৯ লক্ষ টাকা সেখানে এবার হয়েছে ২,৫১,৪০,০০০ টাকা এবং প্রতিটি খাতেই, ২৭ নম্বরে দেখা যাচ্ছে যেখানে ছিল ৪৬ হাজার টাকা সেখানে হয়েছে ২,৬২,০০০ টাকা। ২৮ নম্বরে যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে এবার ৫০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। ৪০ নম্বর খাতে যেখানে গতবার ছিল ৬ লক্ষ টাকা এবার হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা। ৪৩ নম্বরে যেখানে গতবার ছিল ৫০,০০০ টাকা এবার হয়েছে ৩,৮৫,০০০ টাকা। অতএব প্রভিশনের ইন-এডিকোয়েসী কখনও হয়নি। সেই দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে প্রথমেই আমি কয়েকটি প্রশ্ন যা উনি রেখেছেন তার উত্তর আমি দিচ্ছি। পে-স্কেল এর যে অ্যানোমেলি যদি টেকনিক্যাল কারণে থাকে, থাকতে পারে এবং আমরাও মনে করি যে পে-স্কেলের অ্যানোমেলিজ থাকা

উচিত নয় এবং সেই দিক দিয়ে ডিপার্টমেন্ট কনচার্ণড চেষ্টা করছে এবং সেটাকে আমরাও সমর্থন করছি এবং ওয়ার্ক চার্জের পে স্কেল হওয়া উচিত সেটাও আমরা বিরোধিতা করিনি এবং এগুলিকেও রিকমেণ্ড করে পাঠানো হয়েছে, দিল্লী থেকে অ্যাপ্রোভাল আসলেই যথাসময়ে তা হবে। অতএব সেই দিকে আমরা কোন কিছুই করিনি কিংবা করার চেষ্টা করিনি সেটা ঠিক নয়। তারপর আক্রমণ হয়েছে অ্যাপয়েন্টমেন্টের বেলায় এবং চিফ মিনিষ্টার যাদের নাম পাঠান শুধু তারাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পান। দুঃখের বিষয় যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ খবর না রেখেই অনেক অভিযোগ দিলেন। সি,পি,ডব্লিউ, ডি, ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার ২৫ পার্সেন্টের বেশী ডিরেক্ট অ্যাপয়েন্ট বা প্রমোশন দিতে পারেন না। অতএব সেই জিনিষটা যদি জানা থাকে তাহলে এই অভিযোগটা আনা যায়। কিন্তু সি, পি, ডব্লিউ, ডি, এর মাধ্যমে প্রমোশন এবং রিক্রুটমেন্টের যে ব্যবস্থা আছে সেটাকে অস্বীকার করার কিংবা সেটাকে বাধা দেবার কোন উপায় নাই। কারণ আমাদের ত্রিপুরা সরকার ২৫ পারসেন্টের বেশী করতে পারেন না। কংগ্রেস বা কংগ্রেসের কাজ করছে যারা তারাই কাজ পায় আর অন্যেরা কাজ পায়না এই যে অভিযোগ তারা করছেন যদি চ্যালেঞ্জ করেন তাহলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি কারো নাম বলা ঠিক হবে মনে করিনা। তাহলেও আমার কাছে কাগজপত্র আছে যে বিশালগড়ে যে রাস্তার কাজ পেয়েছে সে প্রকাশ্যে যুক্তফ্রন্টের কর্মী হিসাবে নির্বাচনে কাজ করেছে। সরকার কাজকর্ম কোন দল দেখে দেয়না। লোয়েষ্ট কোটেশান যার হবে তাকেই কাজ দেওয়া হয়। লোয়েষ্ট কোটেশানের উপর ভিত্তি করেই কাজ দেওয়া হয়।

অতএব যদি উনার কোন বন্ধু বান্ধব লোয়েষ্ট কোটেশান না দেন, তার জন্য যদি কোন কাজ না পেয়ে থাকেন তার জন্য উনাদের এই অপপ্রচার করা উচিত নয়। কতগুলি নিয়মের মধ্য দিয়ে পি, ডব্লু ডিপার্টমেন্টকে চলতে হয়, সেটা হচ্ছে সি,পি ডব্লু কোড, অতএব সেটা পড়ে এখানে সব কিছু বলা উচিত ছিল। কাজেই এই যে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের যে বক্তব্য উনারা এখানে রেখেছেন, সেটা ধোপে টিকে না। কারণ সেখানে তারা দেখাতে পারছেন না কোথায় সে অবস্থা হয়েছিল। তারপর আরেকটা কথা বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তাঘাট হয় না। সত্যই একথা স্বীকার করতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তার অভাব আছে, কিন্তু একদিনেই এই রাস্তার প্রয়োজন শেষ করা যাবেনা। কিন্তু কাজ যে হয়নি তা নয়। আস্তে আস্তে কাজ করা হচ্ছে এবং যদি উনারা একবার বাজেটের পেছনের দিকে দৃষ্টি রাখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন সত্যই কাজ হচ্ছে কিনা। একটা উদাহরণ উনারা দিয়েছেন কলাছড়ি পদ্মবিলের ১৭ মাইল রাস্তা, উনারা বলেছেন সেখানে কোন টাকা বাজেটে ধরা হয় নাই, কিন্তু আমি সেখানে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই রাস্তার জন্য টাকা ধরা হয়েছে এবং সেটা প্রশস্ত করার জন্য টাকা ধরা হয়েছে, ৩,১৬,০০০ টাকা ধরা হয়েছে. অতএব টাকা ধরা হয় নি এই রকম একটা অভিযোগ করা ঠিক নয়। এই একটি অভিযোগ দিয়েই আমি প্রমাণ করতে চাই যে তাদের প্রত্যেকটি অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। দ্বিতীয় হচ্ছে আগরতলা টু খোয়াই টু মোহনপুরের রাস্তা, সেই রাস্তার জন্য টাকা ধরা হয়েছে, তবে আড়াই মাইল রাস্তা এখনও

হয় নাই, কেন হয় নাই সেটা সম্বন্ধে বক্তব্য অবশ্য আমারও আছে, তবে সরকার থেকে এই কাজ আটক করে রাখা হয় নাই এটা ঠিক, অন্য কোন কারণে এই কাজটা আটক হয়ে আছে, কাজেই এটা আমাদেরও দাবী সেটা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। আজকে রাস্তার কাজ সম্পর্কে আলোচনা রাখতে গিয়ে উনারা বলেছেন যে কাজ হয়নি, সেটা ঠিক নয়, তার শুধু একটি উদাহরণ আমি দিচ্ছি। ১৯৫৬-৫৭ সালে আমাদের ত্রিপুরায় মোট রাস্তা ছিল ৭৭০ মাইল, কিন্তু আমরা ১৯৬২-৬৩ সালে সেখানে ২,১১২ মাইল রাস্তার কাজ করেছি, কাজেই কাজ হচ্ছে, তবে রাস্তার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে এবং সেই দিক থেকে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা অনুভব করি যে ত্রিপুরায় রাস্তার প্রয়োজন কারণ ত্রিপুরায় হেভি ইন্ডাষ্ট্রি নাই এবং ত্রিপুরার যে স্মল ইন্ডাষ্ট্রি সেগুলি হচ্ছে কৃষি ভিত্তিক এবং যে সমস্ত ইন্ডাষ্ট্রি নূতন করে গড়ে উঠবে তাও কৃষি ভিত্তিক। কাজেই গ্রামের মধ্য দিয়ে রাস্তা গড়ে উঠার প্রয়োজনীয়তা আছে, যাতে গ্রামের যে প্রডিউস আছে সেটা যাতে কৃষক অল্প খরচে ঠিক সময়ে এবং মিডল ম্যানের মারফত না গিয়ে, সরাসরি যারা কনজিমার, তাদের কাছে বিক্রী করতে পারে এবং উপযুক্ত দাম পায়, তার জন্য রাস্তার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং ত্রিপুরার রাস্তা যদি উন্নত করা না যায় তাহলে ইণ্ডাষ্ট্রি ব্যাহত হবে। প্রত্যেকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বিশেষ করে তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্দ্দেশ ছিল যে প্রত্যেকটি পাকা রাস্তা থেকে সাড়ে চার মাইল দূরে এবং ভিলেজ রোড থেকে দেড় মাইল থেকে দুই মাইল দূরে সমস্ত গ্রাম থাকতে হবে, সে কথাটা আবার আমাদিগকে বলতে হচ্ছে এবং অনুরোধ করব যে এই সমন্ধে একটা সার্ভে করা হউক আমরা আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পেরেছি কিনা? তৃতীয় হচ্ছে আমাদের ইনএ্যাক্সেসবল এরীয়া যেগুলি আছে সেই ইনএ্যাক্সেসএবল এরীয়ার সাথে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে এবং তার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে এবং তার জন্য সরকার ভিলেজ রোড খাতে টাকা রেখেছেন। আমি অনুরোধ রাখব সেই দিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। তারপর এই ব্যাপারে বলতে গিয়ে আমি একটা জিনিষের দিকে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মারফত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব যে আমরা সবসময় লক্ষ্য করছি ত্রিপুরায় কনট্রাক্টার এবং পি, ডব্লু, ডি'র মধ্যে যে একটা বিরোধ সেই বিরোধ যেটা আরবিট্রেশানে যায়, সেটা মাসের পর মাস পড়ে থাকে, তার কোন সুরাহা হয়না এবং তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, মীমাংসার ভার অর্থাৎ আরবিট্রেটার হচ্ছেন প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনীয়ার, এই যে ব্যবস্থা, আমার মনে হয় সেটা দূর করা উচিত এবং একটা ইণ্ডিপেনডেন্ট বডির হাতে সেটা দেওয়া উচিত যাতে এই আরবিট্রেশানের কাজ খুব তাড়াতাড়ি হয়, তা না হলে আমরা দেখছি যে কনট্রাক্টারদের মধ্যে বিশেষ করে বড় বড় কনট্রাক্টারদের মধ্যে একটা অসন্তোষ থেকে যাচ্ছে যার ফলে তারা কাজে এগুচ্ছে না। আমরা একথা এষ্টিমেট কমিটি এবং পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি প্রভৃতি কমিটির মধ্যে আলাপ আলোচনা করেছি, সেখানে রিপোর্টে আমাদের রিকম্যাণ্ডেশানও রেখেছি, অতএব আমি আবেদন রাখছি যাতে তাড়াতাড়ি এইসব আরবিট্রেশান কেস নিষ্পত্তি হয় তার জন্য একটা ইণ্ডিপেণ্ড মেশিনারী সেট আপ করা প্রয়োজন। তারপর আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আগরতলা থেকে সীমনা পর্যন্ত যে রাস্তা, সেই রাস্তার ১১

মাইল থেকে ১৩ মাইল পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা আছে, সেটা মেটালিং বা পীচ করা হয়নি, .সটা যেন ত্বরান্বিত করা হয়, যা কিছু ডিফিকালটীজ থাকুক না কেন, এটাকে আটক করে রাখার কোন অর্থ হয়না। টি, টি, সি'র আমলে এই রাস্তা ব্ল্যাক টপিং করার কথা ছিল, সেটা আজ পর্য্যন্ত শেষ হয়নি, আমি আবেদন রাখব যে অনতিবিলম্বে এই আগরতলা থেকে ১৭ মাইল পোষ্ট পর্য্যন্ত যে রাস্তা সেটা যেন অনতিবিলম্বে শেষ করা হয় এবং প্রয়োজন হলে মাষ্টার প্ল্যানে সেই জায়গা টুকু শেষ করান হয়। কারণ পথের পাশে যেসব ইট রাখা হয়েছে. সেগুলি পাঁচ ছয় বছর যাবত এক জায়গায় পড়ে থাকার জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তার সাথে সাথে আমি আবার আমার নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটারদের এবং নাগরিকদের পক্ষ থেকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি যে এবার আমি একটা জিনিষ দেখতে পেলাম যে ১৭ মাইল পোষ্ট পর্যন্ত, ব্ল্যাক টপিং অব আগরতলা সীমনা রোড, কালাছড়া টু সীমনা তারজন্য ৬,৯৬,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। তবে আমার আবেদন সেটা যেন দুয়েক বছরের মধ্যেই কম্‌প্লিট হয়ে যায়। মাইনর ওয়ার্কস এবং বিল্ডিং কমিউনিকেশনের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে কিছুই হচ্ছেনা। এখানে দালান হচ্ছে না, সেখানে দালান হচ্ছে না। আবার কয়েকদিন আগে তার একটি কাট মোশনে তারা বলেছিলেন যে শুধু দালানের পর দালান হচ্ছে, অন্য কোন কাজই হচ্ছে না। অতএব এটা সেলফ কন্ট্রাডিক্টরী। বিল্ডিং হচ্ছে না আবার যখন বিল্ডিং হল তখন বলতে হবে যে শুধু বিল্ডিং হচ্ছে আর কোন কিছু হচ্ছে না। এই ডেস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম সেটাকে কেউ সমর্থন করতে পারেনা। আপনারা যদি বাজেটের দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে বাজেটের প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকার মত বিল্ডিং প্রভৃতির খাতে রাখা হয়েছে এবং সেদিকে বিল্ডিং হয়নি একথা সত্য বলে মনে হয় না। কি কলেজে, কি স্কুলে সেগুলি করা হচ্ছে এবং সেগুলি সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও বিল্ডিং করার প্রভিশন করা হবে। তবে রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে। রোম একদিনে হয় নি এবং আজকে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি একদিনে হবে না। তাহলে আলাউদ্দিনের ম্যাজিক ল্যান্ টার্ণের মত হতে হবে। এছাড়া ত্রিপুরাকে এক বছরে সামগ্রিকভাবে উন্নত করা সম্ভব নয়। গোমতীর পুল হয়নি। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু নির্বাচনে জেতার পর বোধ হয় আর ওদিকে যান নি। আমি দুয়েকদিন আগে উদয়পুর গিয়েছিলাম এবং তাতে দেখলাম যে গোমতীর ব্রীজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু গাডী দিয়ে গোমতীর উপর দিয়ে যেতে পারবেন সেই অ্যাস্যুরেন্স আমি তাকে দিতে পারি। তারপর গোমতীর এ পাশে সব সময় বাস থাকে ও পাশে যায় না একথাও ঠিক নয়। আমি যখন গেলাম তখন ত দেখলাম দুয়েকটা বাস পার হয়ে গেল। অতএব পার হয় না সেটা ঠিক নয়। তবে তিনি যদি ১১টা বা ১২টার সময় রাত্রে গিয়ে বলেন যে মাঝি কোথায়, মাল্লা কোথায় তাহলে পার হতে অসুবিধা হতে পারে।

তারপর তিনি একটা কথা বলেছেন যে এইসব শিক্ষিত যে ইঞ্জিনীয়ারগণ এবং শিক্ষিত যে কর্মচারীগণ তাদের সাংঘাতিক মনোভাব কৃষকদের প্রতি, এইরকম অভিযোগ করেছেন কারণ তারা কৃষকদের কাছ থেকে

বুদ্ধি নেয় নি। তাই অনেক বাঁধ বা রাস্তা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এটা সবাই জানে যে থিওরী এণ্ড প্র্যাক্‌টিস মাষ্ট গো টুগেদার। তবে আমার মনে হয় ত্রিপুরাতে যে সব বাঁধ হয়েছে সেই সব বাঁধের মধ্যে অনেকগুলি বাঁধ যে আন-ইউটিলাইজড হয়ে পড়ে আছে তার অর্থ এই নয় যে বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে এই যে বিরোধী দলের লোকেরা সাধারণত গ্রামের লোককে বলে যে বাঁধ দিলে কি হবে তোমাদের নালা পর্যন্ত সরকার কেটে দেবে। তাদের নালা কাটতে নিষেধ করা হয়। এই যে উস্‌কানি এই উস্‌কানিকে কেহ সমর্থন করতে পারেনা। আমার মনে হয় যদি কোন দল বা যদি কোন ব্যক্তি যদি কোন ডেষ্ট্রাকটিভ পথ দেখায় আর তিনি যদি রাশিয়া চীনে থাকতেন তাহলে হয়ত তাকে গুলির মুখে প্রাণ দিতে হত। কারণ ফসল উৎপাদনে বাঁধা দেওয়ার কারো শক্তি নাই। কিন্তু আমি জানি বাঁধা দেওয়া হচ্ছে যার জন্য অনেক সময় বাঁধ আন ইউটিলাইজড থেকে যাচ্ছে। তাই আমি অনুরোধ করব বিরোধী দলের সদস্যদিগকে যে যেখানে যত বাঁধ হয়েছে সেই বাঁধগুলির জল যাতে কৃষক নিয়ে যায় নালা কেটে তার জন্য সকলের সাথে যেন সহযোগিতা করেন। তবে তার সাথে সাথে এই কথাটা সত্যি যে অনেক সময় দেখা যায় যে বাঁধ কিংবা যে ওয়াল দিয়েছে সেই ওয়াল অনেক সময় কেটে যায়, অনেক সময় অনেক কৃষকের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে না। কৃষক তার অতীতের বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের অতীতের অভিজ্ঞতায় জানে এই মাটির নীচে কি আছে এবং কতদিনের মাটি এবং কি তার অবস্থা এবং সেই সম্পর্কে তার সাথে সহযোগিতা আমার মনে হয় ইঞ্জিনীয়ারদের করা উচিত। তবে সেটা বলতে গিয়ে আমি এই কথা বলবনা যে বাঁধ হয়নি। অনেক বাঁধ হয়েছে এবং অনেক বাঁধ টিকেছে এবং আরও বাঁধ টিকবে। তার সাথে সাথে আমি আর একট অনুরোধ রাখছি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে ইরিগেশন মিনিষ্টারের কাছে। সেই অনুরোধ হচ্ছে যে কালোওয়ারী বাঁধ, মনতলা কলোনীর বাঁধ, কৈলাসপুরের বাঁধ, বুড়ীগাবরীর এবং ফকিরমারা থেকে সাতডুবিয়া পর্যন্ত এবং আরো ছোট ছোট জায়গায় যদি কয়েকটা বাঁধ দেন আমার মোহনপুর কেন্দ্রে, যেখান থেকে আমি নির্বাচিত হয়ে এসেছি তাহলে আমি বলতে পারি আমার এলাকায় ফেয়ার প্রাইস সপের কোন প্রয়োজন হবে না। কারণ কৃষক তার উৎপাদনের জন্য রীতিমত জল পায়না। এই জন্য মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে হাউসের সামনে আমি অনুরোধ রাখছি। রাখছি এইজন্য যে এই বাঁধগুলি যদি হয় শুধু আমার এলাকায় কেন আমার ধারণা প্রতিটি এলাকায়—

Mr. Speaker— The House stands adjourned till 2 p.m. The member speaking will have the floor.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand For grant No. 24 এ মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোরবাবু ও অভিরামবাবু কতগুলি Cut motion রেখেছেন। এই Cut motion এর সমালোচনা করতে গিয়ে আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব বাজেটের শেস পৃষ্ঠায়। আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি Diversion Schemesএ— ৩,১৩,০০০; Lift Irrigation Schemesএ—

১৫,০০০/- ; Tankএ ১৫,০০০/- ; Reclamation Schemesএ ৮,০০,০০০/- আর Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Non-commercial) এ আছে—9,00,000/= অতএব টাকার যেখানে অভাব নেই সেখানে "Inadequacy of Provision"—অর্থাৎ টাকার অভাব এই কথাটা বলা উচিত নয়। তারপর আর একটি Cut motion রাখা হয়েছে। সেটি হলো "বন্যা নিরোধে সরকারী ব্যর্থতা।" এখানে যদি আপনারা একটু লক্ষ্য করেন তাহলে আপনারা দেখবেন যে Raising and widening of Haora and Katakhal Embankment, protection of Khowai Town from Flood, তারপরে Monu river এই সবগুলিই আছে এবং কার্যকরী হচ্ছে। তবে বছর বছর কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং শহরকে রক্ষা করার জন্য এবং কৃষক যাতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেই উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়েই কংগ্রেস সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কৃষককে শুধু জমিই দেওয়া হবে না তাদের উৎপাদন যাতে বাড়ে তারজন্য তাকে সমস্ত রকম সাহায্য দিতে সরকার শপথ নিয়েছে এবং তাকেই বাস্তবে রূপায়িত করা হচ্ছে। সেটাকে রূপায়িত করতে গিয়েই সরকার আজকে বন্যা নিরোধের খাতে এবং minor irrigation এর খাতে টাকা রেখেছে এবং কার্য্যকরী করা হচ্ছে। তবে এখানে মাননীয় Speaker মহোদয়, আমার একটি আবেদন যে একটি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে সব বাঁধ হয় এই Irrigation Project এ সেগুলি যখন নষ্ট হয়ে যায় বা Partly damage হয় তখন সেগুলিকে repair করবে। কারণ সেখানে দেখা যায় Irrigation Department তার Projectকে complete করেই তার দায়িত্ব খালাস হয়ে যায়। আবার যখন Development Departmentকে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তাদের কাছ থেকে শুনা যায় যে এ বিষয়ে তাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই। তাই আমি মাননীয় Speaker মহোদয়ের মাধ্যমে আবেদন রাখব যাতে এই repairing এর দায়িত্ব শুধু repairing এর দায়িত্ব নয়, জনসাধারণ খাল কেটে যে জল নেয় তার Utilisingএর দায়িত্ব যেন প্রত্যেকটি blockকে দেওয়া হয়। নতুবা একটা dead lock সৃষ্টি হয়। এই dead lockকে দূর করতেই হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের Estimate Committee Reportএর মধ্যে সেটা বেড়িয়ে এসেছে। আর একটি কথা হচ্ছে যে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার সাথে সাথে Minor Irrigation Scheme এর দায়িত্ব নিতে হবে। এই আবেদনটুকু আমি মাননীয় Speaker মহোদয়ের মাধ্যমে রাখছি। কেননা এই Irrigation scheme এর খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাকে কার্য্যকরী করার জন্য সরকারের যে প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতা আছে তার উপর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে Dead lock of bottle neck এর সৃষ্টি হচ্ছে তা দূর করার জন্য আমি House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— Now I call on Hon'ble member Shri Kshitish Ch. Das to participate in the Debate.

শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র দাশ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের থেকে যে cut-motion আনা হয়েছে, আমি তার বিরোধিতা করছি। তাঁরা যে বলেছেন P. W. Dর টাকা লুটের মাল, একথার উত্তরে বলতে চাই যে P.W.D কোনও কাজ করবার আগে কাজের tender call করা হয় এবং যার tender lowest হয় তাকে কাজের ভার দেওযা হয। অতএব কাজ সবই আইন অনুসারে করা হয়ে থাকে। সুতরাং P. W. D. টাকা যে লুটের টাকা বলা হয়েছে, তার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। তারপর চাকুরীর ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে Chief Minister এর recommendation-এ চাকুরী হয়, recommendation না থাকলে চাকুরী হয় না। কিন্তু আমি জানি যে কোন চাকুরীতে লোক নিযুক্ত করার পূর্ব্বে একটি বোর্ডের কাছে interview দিতে হয। ঐ বোর্ড প্রশ্ন করে তার চাকুরীর উপযুক্ততা নির্দ্ধারণ করেন, তবেই চাকুরী হয়। অতএব Chief Minister এর recommendation ছাড়া চাকুরী হয় না, একথারও কোন যুক্তি নাই। বিরোধিতা করতে হবে বলেই এসব কথার অবতারণা করা হয়েছে, বাস্তবের সঙ্গে cut motion এর বিরোধিতা করে এবং main demandএর প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker— Now I call on Shri Nishi Kanta Sarker to participate in the discussion.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটের যে ডিমাণ্ড নং ২৬, ২৭, ২৮, ৪২, ২৪ ও ৪০ এখানে রেখেছেন সেগুলিকে আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি ; আর বিরোধী পক্ষের যে cut motionগুলি প্রায় প্রত্যেকেই ২।১টি রেখেছেন তার বিরোধিতা করছি। cut motion আনতে হয় তাই তারা এনেছেন বক্তৃতার সুযোগের জন্য। তারা যে বক্তৃতা দেন, তার কোন সামঞ্জস্য আছে বলে আমি মনে করি না। একবার বলেন রাস্তা হয় নাই, আবার বলেন পুল হয় নাই রাস্তা হয়েছে। অতএব এসব কথার মধ্যে কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। তারা বলেন যে পূর্ত্ত-বিভাগে কো কাজই হয় না, কিছুই হয় না, খালি লুটের ব্যাপার। কখনও বলেন কাজ হয়, কিন্তু বর্ষায় রাস্তা, পুল সব ভেঙ্গে যায়। আবার বলেন অসংখ্য দালান কোঠা তৈরী হচ্ছে, অথচ এদিকে বলেন কাজ কিছুই হচ্ছে না। আমাদের পূর্ত্ত বিভাগ দুরূহ কাজ করছেন— অসম্ভব কাজ করেছেন আমি বলব। ওরা তো জলেয়া যাননি, আমি গিয়েছি।

তখন মনু বগাফা, আমবাসা ও অমরপুরে রাস্তা হয়নি। কি দায়িত্ব নিয়ে যে আমাদের পূর্ত্ত বিভাগ কাজ করেছেন, তা দেখলে সত্যিই তাদের প্রশংসা না করে পারা যায়না। বাহাত্তর বাড়ী থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত যখন রাস্তা হয়, তখন মাননীয় সদস্যেরা আদিবাসীদিগকে উস্কানী দিয়েছেন যে "তোমরা রাস্তা করিওনা, রাস্তা করলে পড়ে বাঙ্গালরা এখানে বসতি স্থাপন করবে।

(Interruption) Executive Engineerদের নিকট এই রকম কথা বলা হয়েছিল। আমাদের দেশের ছেলেরা চাকুরী পায় না, রুশ দেশের ছেলেরা চাকুরী পায়। তার উত্তরে আমি বলছি যে আমাদের দেশের ছেলেরা চাকুরী পায় যোগ্যতা অনুসারে। এ তথ্য উনারা জানেন না, তাই এরকম কথা বলেন। অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি এই কথা বলব যে ত্রিপুরার যে সব ছেলেরা অভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসেন, তাদের যেন এখানে চাকুরী দেওয়া হয়। কারণ তারা এই রাজ্যের অধিবাসী, এখানকার সমস্যা তারা ভাল জানেন। এ জায়গায় মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এখানে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, অথচ কাজ কিছুই হচ্ছেনা, এই যে তাঁর বক্তব্য, তাতে আমি কোন যৌক্তিকতা খুজে পাচ্ছিনা। এখানে লৌহ, সিমেন্ট, পাথর ইত্যাদি জিনিষ বাহির হইতে আমদানী করতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে অমরপুর, ডম্বুরনগর প্রভৃতি স্থান হইতেও যথা সম্ভব পাথর সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই সকল নানা রকম সমস্যার ভিতর দিয়েও প্রচুর রাস্তা ঘাট এখানে তৈরী হচ্ছে। আগরতলা হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত বহু ছোট ছোট কাঠের পুল ও কালবার্ট আছে, সেগুলি ২।৩ বৎসর ব্যবহারের পরই নষ্ট হযে যায়। আমি মাননীয় পূর্ত্ত মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ করব যে ঐ পুল ও কালবার্টগুলি আস্তে আস্তে বদল করিয়া তার জায়গায় যেন পাকা পুলের ব্যবস্থা করা হয়। আমি উদয়পুরের গর্জি হইতে মহারাণী পর্য্যন্ত একটি রাস্তা করার জন্যও এখানে অনুরোধ করব। এই রাস্তার খুব বিশেষ প্রয়োজন, কারণ ঐ এলেকায় বেশ সংখ্যক আদিবাসী বাস করে। কাজেই গর্জি হইতে উত্তর মহারাণী পর্য্যন্ত একটি রাস্তার কাজ হাতে নিতে আমি অনুরোধ করব। কারণ অমরপুর থেকে, নূতন বাজার থেকে যে লোকজন মহারাণীতে আসে, তাদের গর্জি হয়ে বিলোনীয়া ইত্যাদি জায়গায় যেতে সুবিধা হবে। সেটা আদিবাসী অঞ্চল, ঐখানে কৃষক বেশী বাস করে, ঐ রাস্তা হইলে লোকজনের চলাফেরার খুব সুবিধা হবে। ধুবাইছড়ি থেকে নখড়াই পর্য্যন্ত একটা রাস্তা করার Plan বোধ হয় আছে, ঐটার Survey বোধ হয় হয়ে গেছে। ঐ রাস্তাটি যাতে তাড়াতাড়ি করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করব। কারণ নদীগুলি আমাদের উদয়পুর ডিভিসনকে এইভাবে ভাগ করে নিয়েছে যে ব্রজেন্দ্রনগর, নখড়াই ইজরা ইত্যাদি অঞ্চলের লোকেরা কোন সময়ে গাড়ী ঘোড়ার সুযোগ পায়না। কাজেই এই রাস্তাটিও যাতে শীঘ্র করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করব। গ্রামাঞ্চলে যেসব রাস্তা তৈরী করা হয়েছে সেগুলি বড় রাস্তার সঙ্গে যদি যোগাযোগ না থাকে, তা হলে আজকে এই খাদ্য সমস্যার দিনে মালপত্র আদান-প্রদান এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের যোগাযোগের পক্ষে অসুবিধা হবে। কাজেই প্রথমে হল রাস্তা, রাস্তা না থাকিলে ডাক্তার, কর্মচারী সকলের পক্ষেই যাতায়াতের অসুবিধা হয়। অবস্থার উন্নতির জন্য রাস্তা প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। গোমতী নদীর উপর যে পুল তৈরী হচ্ছে, তা মাননীয় সদস্যরা কিছুদিন আগেও দেখে এসেছেন। কারণ একটা Procession বের করতে হবে, গ্রামে গ্রামে প্রচার করা হচ্ছে ঋণ মুকুব করব, দাদন মুকুব করব, তোমরা দস্তখত দাও। উনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন পুলের কাজ কতটুকু হচ্ছে অথচ এখানে বলছেন পুলের কাজ হচ্ছেনা। এ সম্পর্কে আমার একটা গল্প মনে পড়েছে—

আমি বাজারে যাচ্ছি—একজন বললে যে তাহলে আমার জন্য ১২টি কলা এনো, পুজো দেব। আমি কলা আনার পর সে বলল কয়টা কলা এনেছ? আমি বললাম ৩ হালি। এমনি সে রেগে বলল—আমি ১২টা কলা আনতে বলেছি, আর তুমি ৩ হালি কলা এনেছ। তুমি খাবে না আমি খাব? আমি বললাম ৩ হালিতে কয়টা কলা হয়। বলল, তার খবর আমি কি জানি? তাই এখানে যে Cut-motion রেখেছেন আমি তার বিরোধীতায করছি এবং আমি যে কটি রাস্তার কথা উল্লেখ করেছি, আশাকরি এদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয দৃষ্টি রাখবেন। আমি খুব আশান্বিত যে Minor Irrigation এর সব কাজ হচ্ছে, হীরাপুর ও মহারাণীর এই দুটো কাজ, যার কথা আমি বলেছি তা যদি হয়ে যায় তাহলে জনসাধারণ খুব উপকৃত হবে। আর একটি কথা আমি বলতে চাই যে মহারাণীতে একটি কলোনী ছিল, সেটা নদীতে ভেঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে, ঐ কলোনীবাসীকে রক্ষা করার জন্য যাতে একটু দৃষ্টি দেওয়া হয়, সেজন্য আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব। Minor Irrigation সম্বন্ধে আমি আলাপ করে দেখেছি যে উনারা নাকি ১০ হাজার টাকার নীচে হলে কোন কাজ হাতে নেন না। এসম্বন্ধে আমি বিস্তারিত জানিনা। আমি দেখেছি ব্লকের মাধ্যমে ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে কৃষির কাজে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। এখানে আমি মহারাণী ছড়া সম্বন্ধে বলব যে এই ছড়া ত্রিভুমা থেকে এসে গোমতী নদীতে পড়েছে। এই মহারাণী ছড়া গভীর হতে হতে জমির সারাংশ মহারাণী ছড়ায় টেনে নিয়ে যায়। আমি আবেদন করছি মহারাণীছড়ার জল যাতে রক্ষা করা যায় সেইরকম একটা ব্যবস্থা করা যেন হয়। আর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে পূর্ত্ত বিভাগের tender এবং তাদের কাজের ক্রটীর কারণ সম্বন্ধে আমি কিছু বলব। আমি দেখেছি যে একটা tender ৩/৪ বার বা ৫ বার ডাকা হয়। তার কারণ জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, তারা বলেন যে খুব উচ্চ rate দেওয়া হয়, তার জন্য আমাদের বার বার tender call করতে হয় তাই আমি বলছি যে P.W.D এর যে schedule rate আছে তা যেন পরিবর্ত্তন করা হয়। আগে জিনিষপত্রের দাম যে রকম ছিল এখন বাঁশ থেকে আরম্ভ করে লোহালক্কর ইত্যাদির দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে তখনকার rateএ তারা এখন কাজ করতে পারেনা, তাই তারা বেশী rate দেয়, যাহা নাকি Executive Engineer এর ক্ষমতার বাহিরে থাকে। সেজন্য কাজ করতে অনেক দেরী হয়ে যায়। সেজন্য আমি অনুরোধ করছি যাতে এই কাজগুলি তাড়াতাড়ি হয় সেইদিকে কর্ত্তৃপক্ষ যেন নজর দেন। ত্রিপুরাকে যদি খাদ্যে স্বাবলম্বী করতে হয় তাহা হইলে Minor Irrigation এর উন্নতি করতে হবে তারা যেমন বড় বড় কাজগুলি করবে, তেমনি গ্রাম থেকে কৃষকদের আবেদন আসলেও তাদের সাড়া দিতে হবে। কিছুদিন আগে দক্ষিণ মহারাণীর নাইচ্ছা ছড়া, ত্রিভুমা ছড়া প্রভৃতি এলাকায় কৃষকেরা এই রকম কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তার কাজ এখন পর্য্যন্ত হচ্ছেনা। এই কাজগুলি Minor Irrigation এর মারফতে করলে ভাল হয় বলে আমি মনে করি। তার কারণ B.D.O এর উপর ভার দেওয়া থাকে, কিন্তু B.D.Oর অধীনে কোন Engineer নাই, তাই Engineer এর নিকট আসতে হয়, ইত্যাদি ব্যাপারে এই কাজের দেরী হয়

এবং তার sanction নিতেও বহু সময় লাগে। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আবেদন রাখছি আমাদের ছোট ছোট বাঁধগুলি, ছড়াগুলি যেন Minor Irrigation Dept. এর মারফতে হয়। যেমন চন্দ্রপুর ত্রিপুরেশ্বরী কলোণীর কাছে সোনাইছড়ি নামে একটি ছড়া আছে, এটা করতে বোধ হয় বেশী টাকা লাগবেনা, এটার বোধ হয় Surveyও হয়েছে তিন চার বৎসর হল, কিন্তু এই কাজটি এখনো হচ্ছে না। এটা যদি হয় তবে চন্দ্রপুরের কয়েক শত একর ভূমিতে জলসেচ করা যাবে। আমার এলাকা সম্বন্ধে যে কয়েকটা demand এনেছি তার প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আমি অনুরোধ করব প্রত্যেকটি Sub-Division এ Minor Irrigation এর কাজ এবং ছোট ছোট ব্যবস্থাগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে খুব তাড়াতাড়ি যেন করা হয়। কতগুলি Block এবং পঞ্চায়েতের কাজ P. W. D. নেয় না। Blockএর মাধ্যমে করতে গেলে P. W. D. যে Estimate করে দেয়, সেটা একটা সীমাবদ্ধ Estimate। যখন B. D. O. রা tender call করে তখন বেশী রেইট দেওয়া হয়, কিন্তু B D. O এর সেই ক্ষমতা থাকেনা। ফলে পঞ্চায়েতের ঘর তৈরী ইত্যাদি কোন কাজই হচ্ছেনা। তারজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আবেদন করছি P. W. D. হয় Blockএর কাজগুলি হাতে নিক, আর না হয় B. D. O. এর ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হউক। তা না হলে Blockএর কোন কাজ হবেনা। কারণ সেই কাজ estimateএর বাহিরে, B.D.O.রা তাই কোন কাজ করতে পারেনা। আমি বাজেটের মধ্যে পূর্ত্তবিভাগের খ তে উদয়পুরের বিশেষ কোন কাজ দেখতে পাচ্ছিনা। আমি আবেদন করছি যে উদয়পুর টাউন রোড্ আরও improve করা দরকার। বর্ষার সময় নদীর যে অবস্থা হয় সেই সময় আমরা বিপদ আশঙ্কা করি। প্রত্যেক বর্ষার সময় জগন্নাথ দিঘীর পাশ দিয়ে নদী যেভাবে সামনাসামনি এসে যায় তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। অতএব যাতে নদীর জল এভাবে ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য আমি আবেদন রাখছি। উদয়পুরকে নদীতে তিন চার ভাগ করে দিয়েছে। তাই রাস্তাঘাট যতক্ষণ উন্নতি করতে না পারা যায় ততক্ষণ কৃষকও কৃষির দিক দিয়ে উন্নতি হতে পারে না। আমি আমার মহারাণীর কথা বলছি। ১০ টাকা ধানের মণ হলেও আমাদের ৭ টাকা বিক্রি করতে হয়। আর অন্য জিনিষ ৫ টাকা মণ হলেও ৭ টাকা দিয়ে কিনতে হয়। তাই দুই দিক দিয়ে কৃষকদের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। পূর্ত্ত বিভাগ অনেক কাজ করছে এবং প্রত্যেকটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তবুও আমি আবেদন রাখব আমার উদয়পুরের রাস্তাঘাট এবং উদয়পুর টাউনকে যেন নদী থেকে রক্ষা করা হয়। আর একটা বিষয় আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে রাখছি যে ভিতরা ছড়া নামক একটি ছড়া ব্রজেন্দ্রনগর মাঠের মাঝামাঝি দিয়ে ঘুরে ফিরে গিয়েছে। সেখানে বাঁধ দিয়ে বা স্লুইজ-গেইট করে কিছু করা যাবে বলে আমার মনে হয় না। তবে সেখানে যদি Pump System যে রকম গঙ্গাছড়াতে pump দেওয়া হয়েছে, সেই রকম pump

system করা দরকার। এত বড় একটা ছড়া Control করতে পারবে বলে আমি মনে করিনা। বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হবে যে Engineer রা inspection করতে যায় অথচ রাস্তাঘাট তৈরী হচ্ছেনা। কারণ তারা বলেন যে ঐ সব জায়গায় রাস্তাঘাট করলে বর্ষায় তা ভেঙ্গে বা ধ্বস পড়ে যাবে। আমি তো আর Engineer বা technician নই। তবে আমার নিজের ধারণা হ'ল এই বিষয়ে কিছু করা যাবেনা। তবে সেসব জায়গায় যদি Pump System করা যায়—যেমন গণ্ডাছড়াতে একটা Pump বসানো হয়েছে, সেখানে আরও একটা বড় Pump দরকার। এই বিষয়ে আমি S.D.O.র কাছে আবেদন করেছি সেখানে যাতে একটা বড় Pump দেওয়া হয়। তাছাড়া ব্রজেন্দ্রনগরের জমিন বেশ ভাল, তাতে ভাল ফসল হয়। সেখানে ঘুংরাই ছড়া, দেওয়ান ছড়া, ও পিত্রাছড়া আছে। তাই সেখানে যদি Pump System চালু করা যায় তবে ভাল হয়। কেননা আমি দেখেছি ঐখানকার কৃষকেরা তাদের জমিতে জমিতে জল নেওয়ার জন্য মাঠের মাঝে মাঝে নালা ইত্যাদি কেটেছে। তাই আমার আবেদন হ'ল সরকার যেন ঐদিকে একটু লক্ষ্য রাখেন। পূর্ত্ত বিভাগের Minor Irrigation তাদের কাজ করে চলছে। আর আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি যে কাজের প্রধান অন্তরায় হ'ল ইট। এই ইট বোধ হয় আমাদের এখানে কম তৈরী হয়। কাজেই আমার কথা হল' যেন প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়, তাহলে আমাদের পরিকল্পনার কাজগুলি তাড়াতাড়ি ও ভালভাবে হবে বলে আমি মনে করি। আমার আর একটা কথা হ'ল PWDর Scheduleটা পরিবর্ত্তন করতে হবে, তা না হ'লে আমাদের কাজের দেরী হবেই কেননা আমি জানি ভদ্রার নীলঘাটি ছড়ার বাঁধের জন্য ৫/৭ বার Tender Call করা হয়েছে। তাছাড়া সুখসাগর জলার Sluice Gate এর জন্য Tender নিতে ৫/৬ মাস কেটে গেছে। এভাবে কাজের ভীষণ বিঘ্ন হয়। এসব কারণে PWD Scheduleটা পরিবর্ত্তন করা দরকার। এই বলে আমি মূল প্রস্তাবের সমর্থনে এবং ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Aghore Deb Barma—অধ্যক্ষ মহোদয়, Education & Finance Minister Houseএর মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমাচ্ছেন—এতে হাউসকে অপমান করা হয়েছে। কেননা হাউসের মধ্যে ঘুমাবার কোন নিয়ম নেই। তিনি অনেকক্ষণ ধরে হাউসের মধ্যে ঘুমাচ্ছেন এতে হাউসকে অপমান করা হয়েছে।

(Noise)

Mr. Speaker— Next I call on Shri Sunil Chandra Dutta to participate in the debate.

Shri Sunil Ch. Dutta— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় demand No. 26, 27, 28, 42, 43, 24 & 40 আমাদের সামনে রেখেছেন, এই হাউসের অনুমোদনের জন্য। বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু তার উপর কয়েকটি ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। আমি মাননীয়

অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সমর্থন করি এবং এর উপরে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করছি। মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্মা তার ছাঁটাই প্রস্তাবের সমর্থনে বলেছেন যে (i) Inadequacy of provision for repairs of buildings and communication (ii) Inadequacy of provision of minors works. তবে বাজেট বরাদ্দ যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে মাননীয় সদস্য যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তা সম্পূর্ণ বিপরীত। মাননীয় সদস্য যদি ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটের ৩৩৮ পৃষ্ঠা দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে B-Repairs (Building) এ ছিল ১৭,৪০,০০০ আর budget estimate for 1967-68 এ আছে ১৬,০০ ০০০। কাজেই এটাকে কম বলা উচিৎ নয় Communicationএ ৬৬-৬৭তে বরাদ্দ ছিল ৪০.০০,০০০৲ পরবর্ত্তি কালে তা সংশোধন করে ৫০,১৬,২০০ করা হয়েছে। আমরা চলতি বৎসরে ব্যয় বরাদ্দ ধরেছি ৫০,০০,০০০ Communicationএ বাজেটের ৩৩৯ পাতায় ১৯৬৬-৬৭তে ধরা হয়েছিল ২,৫০,০০০ revised estimateএ সেটা বাড়িয়ে ৭,৪৭,০০০ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা ১৯৬৭-৬৮তে ধরেছি ৬,০০,০০০। ঠিক প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে মাননীয় সদস্য যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তা যুক্তি সংগত নয়। এবং যে বক্তব্য হাউসের সামনে পেশ করেছেন তার সাথে আমি একমত নই। তবে এই সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে যে পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তাঘাট ছিলনা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে internal commiunication খুব একটা ছিলনা। মহারাজার যে আয় ছিল তার দ্বারা internal commiunication করা সব সময় সম্ভব ছিলনা। চাকলা রোসনাবাদের জমিদারী হইতে যে আয় হইত তার দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন ব্যাবস্থার খরচ মিটানো হইত।

ত্রিপুরা রাজ্যে তখন আমরা দেখেছি Sub-Division হইতে সদরের যে যোগাযোগ ছিল সেটা ছিল British India র মধ্য দিয়ে। খোয়াই, কৈলাসহর, ধর্মনগর, কমলপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সরকারী কর্মচারীরা আগরতলায় আসতে হলে আসতে হত British Indiaর উপর দিয়ে। ঐ রকমভাবে বিলোনীয়া, সাব্রুম প্রভৃতি অঞ্চলের কর্মচারীরাও আসত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্পদিনের মধ্যে আমাদের পূর্ত্তবিভাগ intrenal যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২০ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকটি Sub-Divisionএর সঙ্গে আগরতলা শহরের যোগাযোগ সাধিত হয়েছে, রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে। এ পর্য্যন্ত যতটুকু হয়েছে, সেই উন্নতির দ্বারা জনসাধারণ সকল রকম সুযোগ সুবিধা এবং আমাদের Transportএর সকল রকম সুবিধা হয়েছে। প্রতিবৎসরই আমরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করি। এখন পর্য্যন্ত আগরতলা আসাম রোড যেটাকে ত্রিপুরার Life Line বলা হয় সেই রাস্তার অবস্থা আমরা কি দেখি? এই রাস্তার গত ৫/৬ বৎসর যাবত বিশেষ কোন improvement হয়েছে বলে মনে করি না। যদিও ঐ রাস্তার দায়িত্ব পূর্ত্ত-বিভাগ গ্রহণ করেছে কিন্তু maintainance এর অবস্থা সত্যিই দুঃখজনক। Test repair যেখানে হয় সেখানে দেখি test repair অত্যন্ত অসংগতভাবে করা হয় এমন কি পুরাতন যে রাস্তা তার সঙ্গে সঙ্গতি না

রেখে grade না মিলিয়েই test repair করা হয়। যে রাস্তাকে কয়েক বৎসর যাবত চেষ্টা করে double way road গড়ে তোলা হয়েছে, সেই রাস্তা repair এর এই অবস্থা সত্যই দুঃখের কথা। রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য পূর্ত্ত বিভাগ যে কৃতিত্বের দাবী করেন এবং তার জন্য আমরা পূর্ত্ত বিভাগের কর্ম্মচারীদের ধন্যবাদ দিতে পারি। আবার, খারাপ অবস্থা আমরা যেখানে দেখি সেখানে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের দুঃখ লাঘবের জন্য বলতে বাধ্য হই। আমার নিজের চোখে যেটুকু পড়েছে তাতে আমি বলতে পারি বর্ত্তমানে repair এর ব্যবস্থা খুবই ত্রুটীপূর্ণ। আসাম—আগরতলা road repair এর ব্যবস্থাও সুষ্ঠ নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মারফতে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যাতে এই রাস্তা repair এর প্রতি পূর্ত্ত বিভাগ সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

আরেকটি কথা Council এর আমল থেকে আমি বলছিলাম যে ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের যোগযোগ, এই আসাম—আগরতলা রোডের উপরেই নির্ভর করে। বিমান পথ ছাড়া দেশের যুদ্ধ বিগ্রহের সময়, যথা – পাকিস্তানের সাথে ভারতবর্ষ যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরে তখন দেখেছি যে বিমান পথ আমাদের পরিত্যাগ করতে হয়েছে। বিমান আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে একমাত্র এই পথে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ—

Mr. Speaker— I will draw the attention of the Hon'ble Leader of the House that there is only one Minister in the House and other Ministers have left the House.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister)—They may be in the Lobby Hall, লবিতে জলটল খেতে হয় কিনা।

Mr **Speaker**— They can leave one by one.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—এবারকার পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি যে আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ আনার জন্য এই আসাম—আগরতলা রোডের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। আমি বিধান সভার প্রথম হইতেই বক্তব্য রেখেছি যে আমাদের আরেকটি রাস্তা করার কথা ছিল, সেটি 2nd planএ start করা হয়। আগরতলা—খোয়াই, খোয়াই—কমলপুর, কমলপুর - কৈলাশহর, কৈলাশহর – ধর্মনগর। আগরতলা—খোয়াই রাস্তার কাজ কিছুটা হয়েছে এবং ঐদিকে কৈলাশহর হইতে ধর্ম্মনগর রাস্তাটিও হয়েছে। কিন্তু খোয়াই—কমলপুর ও কমলপুর—কৈলাশহর এই রাস্তাগুলির কাজ না হওয়ায় আশ্চর্য্য হইতে হয়। 2nd planএ কাজ আরম্ভ হয়েছে, 3rd plan চলে গেছে, বর্ত্তমানে 4th plan। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য কাজ এইসব রাস্তার হয়নি। দেশ যখন বিপন্ন হবে, আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রায় ৩ দিকে পাকিস্থান পরিবেষ্টিত এবং পাকিস্থান আমাদের মিত্র রাজ্য নয়—এ প্রমাণ আমরা পেয়েছি। দুঃখ হয় এই জন্য যে পাকিস্তান এবং চীন সমরাস্ত্র নিয়ে উৎপেতে বসে আছে আর আমাদের communication এর এই অবস্থা। সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরেকটু ভাল হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। প্রশ্ন উঠতে পারে যে দেশ রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের।

এই সকল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু রাস্তাঘাটের সুযোগ সুবিধা না থাকলে দেশ রক্ষা করা যায় না। আমি বিধান সভায় বলেছিলাম এই রাস্তাটি দ্রুত সম্পন্ন হওয়া দরকার। মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এই সকল রাস্তা ২য় পরিকল্পনায় আরম্ভ হয়েছিল, ৩য় পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেছে ৪র্থ পরিকল্পনায় যেন সম্পন্ন হয়। ছোট ছোট আরো অনেক রাস্তা আছে, যথা— আগরতলা—সীমনা রাস্তা। দীর্ঘদিন যাবত এই রাস্তার কাজ শেষ হয়নি। তারপর খোয়াই—তেলিয়ামুড়া রাস্তাও অসমাপ্ত। ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। পূর্ত্ত বিভাগ অনেক রাস্তার পিচের কাজ করেছেন। কিন্তু খোয়াই—তেলিয়ামুড়া রাস্তাটি আজও অবহেলিত। আমি জানতে পারলাম যে contractor-রা মাল নিতে অসুবিধা বোধ করেন যেহেতু চেব্রি পুল হয়নি। চেব্রির উপর অস্থায়ী পুল প্রত্যেক বৎসরই হয়। Contractor রা ইচ্ছে করলে ঐ সময় মাল নিয়ে যেতে পাবেন। দীর্ঘদিন যাবৎ আমি এই বিভাগেব কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ করে আসছিলাম। তিনি আমাকে আশ্বাসও দিয়েছিলেন এই কাজ সম্পন্ন হবে। এবং চলতি আর্থিক বৎসরেই হবে। কিন্তু দুঃখেব বিষয় আজ পর্যান্ত এ রাস্তায় পীচের কাজ আরম্ভ হয়নি। অনেক সময় শুনি খোয়াইতে মাল নিতে contractor-দেব বেশী খরচ পরে যায়। রাস্তাঘাট আমরা তৈয়ার করি জনসাধারণের সুবিধার জন্য। Contractor-রা সব জেনেশুনেই লাভ হবে কিনা তা বুঝেই tender দেন। কিন্তু কাজ যদি তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না করেন তার জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি এ কথা বলব যে পূর্ত্ত বিভাগ যেন জনসাধারণের স্বার্থ থেকে contractor-এর স্বার্থ বড় করে না দেখেন। জনসাধারণের উপর এবং জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরি। সুতরাং জনসাধারণের স্বার্থে যাতে এ সমস্ত কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে পূর্ত্ত বিভাগকে সজাগ করে দেওয়ার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। Minor irrigation সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে, যে minor irrigation এবং flood embankment সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা বলেছেন তার কোন সারবত্তা নেই। কারণ বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ আছে তাতে আমরা দেখি যে সমগ্র ত্রিপুরার দিকে দৃষ্টি রেখেই এই provision করা হয়েছে, কোন Sub-division-কেই অবহেলার চোখে দেখা হয়নি। এখানে demand No. 24 যদি দেখি তাহলে দেখব যে বাজেটের ৩১৯ পাতায় maintenance of embankment of Agartala এই খাতে চলতি বৎসবের জন্য ৮৩,০০০৲ এবং আগামী বৎসরের জন্য ১,০০,০০০৲ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। Maintenance of repairs of spurs and embankment at Beloniaএ খাতে আছে চলতি বৎসরে ৩,২০০ এবং আগামী বৎসরে ১০,০০০। সোনামুড়ার জন্য চলতি বৎসরে ধরা হয়েছে ২০,০০০ এবং আগামী বৎসরে ২০,০০০, গোমতী নদীর flood protection কাজের জন্য চলতি বৎসরে ১৫,০০০ এবং আগামীতে ২০,০০০, maintenance of Minor Irrigation Schemes-এ চলতি বৎসরে ৮৫,০০০৲ এবং আগামী বৎসরে ১,০০,০০০। Maintenance of embankment around Khowai Town এই খাতে ধরা হয়েছে চলতি বৎসরে ২৩,০০০

আগামী বৎসরে ৩৪,০০০ টাকা, Miantenance of spurs at Baishnabpur এখাতে চলতি বৎসরে কোন টাকা রাখা সম্ভব হয়নি, আগামী বৎসরের জন্য রাখা হয়েছে ৫,০০০ টাকা, Maintenance of spurs at Udaipur, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে Udaipurএ কোন কাজ হয় না। কিন্তু চলতি বৎসরে খরচ হয়েছে ২৪,০০০৲ এবং আগামী বৎসরের জন্য রয়েছে ৩০,০০০ টাকা, for miantenance of spurs in the river of Khowai town চলতি বৎসরে খরচ হয়েছে ৪০,০০০৲ আর আগামী বৎসরের জন্য রয়েছে ৮,০০০,। কাজেই ব্যয় বরাদ্দ যে কম সে কথাটা ঠিক নয়। ত্রিপুরার যে সমস্ত জায়গায় flood হয় সেই সমস্ত জায়গায় flood Protection এর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে একটা কথা হচ্ছে যে খোয়াই, ধর্মনগর, কৈলাশহর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রত্যেক বৎসরই flood হয়। জনসাধারণ বিপন্ন হয়, বহু ধন সম্পত্তি ও ঘর বাড়ী নষ্ট হয় flood Protection measure সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞরা এখানে এসে বিভিন্ন নদী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছে। বন্যা নিরোধ সম্পর্কে স্থায়ী ব্যবস্থা করা দরকার। এবং সে স্থায়ী সমাধান ত্রিপুরার খোয়াইতে করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি না। খোয়াই নদীটি আমাদের ত্রিপুরা ছেড়ে পাকিস্তানে পড়েছেন। আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখব যে কেন্দ্রীয় সরকার যেন ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় যে flood হয় তারফলে পূর্ব বাংলাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে, যাতে তারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে, বন্যা নিরোধের স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ টাকার ধন সম্পত্তির ক্ষতি থেকে ত্রিপুরার জনসাধারণকে রক্ষা করেন।

Minor Irrigation সম্পর্কে আমার আরেকটু বক্তব্য আছে। খোয়াই, কমলপুর ইত্যাদি জায়গায় ছড়ায় বাঁধ দিয়ে আমরা যে জল পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম তার অধিকাংশই বিফল হয়েছে। কমলপুর মহকুমায় করতি ছড়াতে, খুলছড়ি ছড়াতে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, দুর্ভাগ্য বশতঃ গত কয়েক বৎসরের মধ্যেও জল পাওয়া যায়নি। তার কারণ যে যে জায়গায় বাঁধ দেওয়া হয়েছে এবং যে কাজ করা দরকার ছিল তা করা হয়নি। জনসাধারণের পক্ষ থেকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় জনসাধারণ যেন তাদের মান্য করেন। জনসাধারণ তাতে রাজী আছে, তারা তাতে উৎসাহী। বিশেষ করে বর্ত্তমানে ফসলের দাম খুব বেশী। সুতরাং যাতে অধিক ফসল উৎপন্ন করতে পারেন সেইদিকে তারা খুবই আগ্রহী। কিন্তু জমিতে জল পাওয়ার ব্যবস্থা করে না দিলে কিভাবে সেখানে চায করা হবে। সুতরাং এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া দরকার। Lift irrigation scheme আমরা দেখেছি। জুলাইছড়া ও সুরমাছড়াতে lift irrigation ব্যবস্থা আছে। এই সকল lift irrigation দ্বারা এক একর জমিতেও জল দেওয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই এ খরচের কি দরকার আছে, যে scheme এর দ্বারা আমার দেশের কৃষক উপকৃত হয়না, ফসল হয়না। সুতরাং এ সমস্ত scheme বাদ দিয়ে কৃষকরা যাতে জল পেতে পারে সেই দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। অনুরূপ ভাবে খোয়াই মহকুমাতেও যে কয়েকটি scheme নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে

কয়েকটিতে জল পাওয়া যায় এবং কয়েকটিতে জল পাওয়া যায়না। খোয়াই মহকুমাতে ৪০০।৫০০ টাকা খরচ করে tube well করলে অনেক জায়গায় tube well গুলিতে জল overflow হয় যার দ্বারা কয়েক একর জমিতে জলসেচ করা যায়। সুতরাং এই মহকুমাতে minor scheme বাদ দিয়ে শুধু overflow tube wellএর ব্যবস্থা করা হয়, এই headএ যত টাকা আছে, তা যদি overflow tube wellএর দিকে divert করা হয় তাহলে খোয়াই মহকুমা আর একটি মহকুমাকে সারা বছর ধরে সাহায্য করতে পারে। জমি উর্ব্বর আকাশের দিকে জলের জন্য চেয়ে না থেকেই পরিশ্রমী কৃষকেরা ফসল করতে পারবে। এমনিতেই Khowai surplus sub-divn.। যদি তাহাদিগকে Irrigationএর এই সমস্ত সুবিধা দেওয়া যায়, তবে তারা প্রচুর ফসল উৎপাদন করতে পারবে এবং অন্য একটি মহকুমাকে স্বচ্ছন্দে খাওয়াতে পারবে কাজেই গতানুগতিক পন্থায় minor irrigation schemeকে implementation না করে natural যে resource রয়ে গেছে ত্রিপুরাতে বিশেষ করে Khowai sub-divn.এ তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য যাতে Irrigation depttকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। অনেক সময় দেখা যায় যে বোরিং করার পর pipe না রাখলেও চলে এবং বাঁধ দিয়ে বা নালা ইত্যাদি কেটে দিলেই মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আপনা আপনিই জল উঠে। যেখানে এই system রয়েছে, সেখানে তা বহাল রাখা উচিত। ত্রিপুরায় বর্ত্তমান খাদ্য সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী অধিক খাদ্য শস্য ফলানোর জন্য সচেষ্ট। কাজেই আমি অনুরোধ রাখব যাতে খোয়াই এ overflow tube well এর ব্যবস্থাটি যেন পরীক্ষা করে দেখা হয়। Chebri থেকে Kalyanpur Asharambari পর্যন্ত সমস্ত জায়গাতে overflow tube well হয় এবং সক্ষম কৃষক যারা আছেন তারা নিজেদের খরচে overflow tube well করেন। আর দরিদ্র কৃষক যেখানে আছেন, সেখানে minor irrigation করার সরকারী প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— Now I call on Hon'ble Chief Minister to give reply.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত ডিমাণ্ডগুলির সমর্থন করছি এবং বিরোধী সদস্যগণ কর্তৃক আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমতঃ তারা যে সব cut motion এনেছেন তার প্রথমটিতে তাদের বক্তব্য হ'ল— "রাস্তা আছে পুল নাই, পুল আছে রাস্তা নাই।" এ হ'ল সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাস্তা করতে হলে যে পুলেরও প্রয়োজন আছে, মাননীয় সদস্যরা তা হয়তো জানেন না। রাস্তা করার সময় প্রথমে temporary পুল করতে হয় যাতে যাতায়াতের অসুবিধা না হয়। আর এই temporary পুলগুলি temporary রাস্তার জন্যই করা হয়ে থাকে। তারপরে বলা হয়েছে যে দুর্গানগর থেকে কলমছড়া পর্যন্ত রাস্তাটি হয়নি। মাননীয় সদস্য বোধ হয় ঐ অঞ্চলে যাননি। এই রাস্তাগুলি একটা plan work তার কতগুলি stage আছে। যেমন jungle cutting up-rooting, earth cutting এই কাজগুলি stage by stage হয়। সেভাবে সেখানে কাজ চলছে। এটাকে যদি তিনি রাস্তার কাজ না বলে থাকেন, তবে তিনি যা খুশী তা বলতে পারেন— কেননা উনার বলার স্বাধীনতা আছে। তারপরে

বলা হয়েছে, কর্ম্মচারীরা নাকি মন্ত্রীদের ভয় করেন। যারা অসৎ কর্মচারী তারা যদি ভীত হন তবে আমি আনন্দিত হব। আমি জানি কর্মচারীদের একটা service conduct rules আছে। সেই অনুসারে তারা যদি চলেন, তাহলে ভয় পাওয়ার কোন কারণ তাদের নাই। অতএব এখানে একথা বলার অর্থ হ'ল মন্ত্রীমণ্ডলীকে অপবাদ দেওয়া। কেনন। তারা মনে করছেন যে এই Assembly Houseটা তাদের একটা প্রচারের হাতিয়ার। কারণ তাদের দর্শন হ'ল legal and illegal work should go together এবং সেভাবে তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই public works deptt. এর কার্য্যকারীতার দিকে লক্ষ্য রেখে তারা এসব বলছেন না, শুধু দলগত প্রচারের জন্যই এসব বলে যাচ্ছেন। তারপরে বলা হয়েছে কর্ম্মচারীদের স্থায়ীত্ব সম্পর্কে। ত্রিপুরা রাজ্যে যেসব কর্মচারী কাজ করছেন তারা আইনুগভাবে স্থায়ী হচ্ছেন, আর যারা হতে পারেন না তারা হন না। এই হাউসেই বলা হয়েছে যে শতকরা ৮০ জন কর্ম্মচারীকে স্থায়ী করা হবে, provided they should be confirmed according to the seniority. অতএব মাননীয় সদস্যকে এই সমস্ত rules ও circulars গুলির কথা চিন্তা করতে বলব। আমার মনে হয় তারা যেটা সত্য তার অর্ধেক বলেন, বাকীটা গোপন করে রাখেন পার্টির প্রচারের জন্য। আরও বলেছেন যে উচ্চপদে গান্ধীটুপিওয়ালা লোকেরা চাকুরী পান। সুতরাং ত্রিপুরাতে যত কর্ম্মচারী আছেন, সবাই গান্ধীটুপিওয়ালা। এ উত্তম কথা। যদি তারা মনে করেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের গান্ধীটুপি বা গান্ধী Philosophy গ্রহণ করা বে-আইনী তবে তা তাদের দর্শন অনুযায়ী সেটা বে-আইনী হতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি মানবতার যে দর্শন, তাহ'ল গান্ধী দর্শন অনুসারে কাজ করেন, তবে তারা আমার নমস্য। তারপরে বলা হয়েছে যে Chief Minister নাকি কর্ম্মচারীদের কাছে list পাঠিয়ে দেন কোন L.D. নাকি তাদের কাছে বলেছেন? আমি বলব যে সেই L.D. কি তাদের মনগড়া L.D. না অপবাদ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। তারপর বলা হয়েছে Asstt. Engineer যারা তারা এখানে কোন প্রকার কাজ পান নাই। এটাও সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তার কারণ হল এই মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন, টেরিটরিয়েল Medical & Engineer দিগকে Central Service অন্তর্ভুক্ত করার যে resolution হয় তখন মাননীয় সদস্যরাও সেটা করেছিলেন, হয়ত তাদের মনে নেই। কারণ ঘটনার যে প্রবাহ সেই প্রবাহ আজ তাদের গায়ে লেগেছে। আমরা এখন ২৫% Promotion দেই এবং ২৫% direct recruit করি। অতএব আর 50% CPWD করে। অতএব যে কথা বলা হয়েছে তা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। মাননীয় সদস্যেরা এর support এ কতগুলো কথা বলেছেন যে কৈলাশহর থেকে কমলপুরের যে রাস্তা খোয়াই থেকে কমলপুরের রাস্তা, মাননীয় সদস্য জানেন তার allignment নিয়ে নানা রকম কথা হয়। কেউ বলেছেন যে bridge বর্জ্জন করে কতটুকু চলা যায়, আবার আর একটি মত হলো যে নদীকে avoid করে চলা যায়। এখন কথা হলো যে আমরা কতগুলি Allignment করেছি, সেই অনুসারে কার্য্যও আরম্ভ হবে। তার যে ওয়ার্ক সেটা Completed হয়েছে। তার পরে বলা হয়েছে যে black

topping. মাননীয় সদস্য জানেন যে black topping এর কাজ আরম্ভ হয়েছে। 66-67 এর black topping এর কাজ হয়ে গেছে। 67-68 এর কাজ চলছে। Contractor সমন্ধে বলা হয়েছে যে তারা জনসাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করেন না। কিন্তু মাননীয় সদস্য এ সম্পর্কে কোন নজির বা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন নাই যদি কোন দৃষ্টান্ত থাকে তা উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় সদস্য বোধ হয় অবগত আছেন যে Contractor সম্বন্ধে কতগুলি arbitrations are lying with the Govt. যেটা আইন মত না হবে সেটা সরকার গ্রহণ করবেনা। যেটা আইন মত হবে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা কাজ করে যাই এবং করব। আমরা জনসাধারণের স্বর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে রাস্তা-ঘাট, বাঁধ irrigation, flood protection ইত্যাদি কার্য্য আরম্ভ করেছি এবং করে যাবো। অনুরোধ-উপরোধের উপর নির্ভর করে কোন কার্য্য করার কোন কারণ নেই এবং করতেও পারবনা। জনসাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে টেণ্ডার কল করা হয়। এবং আইনানুগ হলে টেণ্ডারগুলি গ্রহণ করা হয়। টেণ্ডারের কাজের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ না হলে শাস্তি দেওয়া হয়। যদি কোন Particular case আমাকে দেখাতে পারেন তাহলে I shall take step against that. তারপর চেবরী ব্রীজ সম্পর্কে বলা হয়েছে। ব্রীজের কাজ আরম্ভ করেই শেষ করা যায়না। চেবরী ব্রীজ খুব বড় ব্রীজ। তারজন্য টেণ্ডার ডাকা হয়েছে। সেই টেণ্ডার accepted হলে কাজ আরম্ভ করার জন্য বলে দেওয়া হয়েছে। অমরপুর ফুলচড়িতেও একটা স্কীম আছে। আর অমরপুর-কুলাই ধোলাই Schemeগুলি আব ওয়ার্কিং ইন প্রপারচেনেল। অতএব এই কাজগুলি পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আর একটা কথা বলা হয়েছে Schedule rate সম্পর্কে। আমাদের Schedule rate 1·4.67 থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা হয়েছে। Mr. Paul সম্পর্কে একটা কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছে Eng. Paul Senior most. He is not Senior most. তার চেয়েও Senior লোক এখানে আছে। যেই মাত্র Substitute পাওয়া যাবে তখনই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু Substitute না পাওয়া পর্যন্ত তাকে ছাড়া হবেনা। কারণ We shall require man to fillup this post. সুতরাং তাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া যায়না জনস্বার্থের খাতিরে, P,W,D work আমরা নষ্ট করতে পারিনা। মহারাণী ছড়া, হীরাপুর. লক্ষীপুর, এইসব জায়গায় flood protection Scheme এর কাজ দেওয়া হচ্ছে। তারমধ্যে লক্ষীপুর এর হীরাপুরের Scheme under Survey. আর একটি কথা বলা হয়েছে যে দামছড়া কলোনী corosion এর সম্মুখীন। তা যদি হয় তাহলে সেখানে corosion protection এর কাজ পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দেখা হবে। তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে minor irrigation এর যা কাজ হয় সবই repair works. এই দায়ীত্ব ব্লকের আওতারে। আর একজন সদস্য বলেছেন যে ব্লকের আওতারে দিলে এই কাজগুলির Sanction বং technical অথবা utilisation certificalte sanction নিতে অসুবিধা হয় এবং দেরী হয়। আমি মাননীয় সদস্য কে বলব যে এ সম্পর্কে pros &

cons, মেরিট ডিমেরিটশ দেখে জনস্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা যদ্দুর সম্ভব এই কাজগুলি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করব। আর পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার সময় তাদের হাতে minor irrigation কাজটা দেওয়া যায় কিনা এসম্পর্কে একজন সদস্য বলেছেন। আমরা এই পরীক্ষা নিরিক্ষা করে দেখব সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলে কিনা। আমবাসা ঘোড়াকাপা রোড্ সম্পর্কে একটা কথা বলেছেন। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য ঐ রোডে যান নি। আমাদের কাজের phase থাক। সেই অনুসারে কাজ করে যাই এবং সেই কাজ অনুসারে phase গুলি নির্দ্ধারিত হয়। কাজের যে মোড় সেই অনুসারে তারা কাজ করে যান। যদি সেই রোডে particular কোন phaseএ কাজ হচ্ছে না তা দেখিয়ে দিতে পারেন তবে We must enquire about it. কারণ we are fully responsible for this state. কোন কাজের যদি ক্ষতি হয় এবং তা যদি মাননীয় সদস্য দেখিয়ে দিতে পারেন তাহলে we should enquire into and take action against it. ত্রিপুরায় public works এর কাজের জন্য including roads এখানে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ২৫০৪২০০০ টাকা, Capital outlay on public works ২৬২৭০০ টাকা, Road water & transport scheme ৫২৭০০ টাকা, Capital outlay on public works Rs. 14985000, Irrigation Navigation, & Embankment—৩৮৫০০০ টাকা, irrigation, Navigation & Embankment & Capital outlay ৭৫০০০০ টাকা। আশাকরি এই হাউস P.W.Dর এই ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করিবেন যাতে আমাদের ত্রিপুরার উন্নতির কাজ সুষ্ঠভাবে করা যায়। এই ব্যয় বরাদ্দে শুধু building এর জন্য টাকা চাওয়া হয় নাই, এরমধ্যে রয়েছে ত্রিপুরার protection of erosion, embankment, flood protection এবং সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য building construction, যে সমস্ত রাস্তা Militaryদের পক্ষেও করা কষ্ট সাধ্য সেইসব রাস্তার জন্যও ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। পূর্ব্বে যেখানে P.W.D budget ছিল মাত্র ৫০০০০০৲ আজকে সেখানে ২৫০৪২০০০৲ ধরা হইয়েছে। অতএব দ্রুতগতিতে তার শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। Irrigation embankment থেকে আরম্ভ করে electricity পর্য্যন্ত বিরাট কাজের দায়ীত্ব ত্রিপুরার উন্নতির জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং এই বিরাট কাজের মধ্যে যদি কোথাও Omission Commission হয় তার particular instance দেখিয়ে দিতে পারেন তাহলে for the benifit of the people of Tripura we shall take all eforts for action against it. এই আশা আমি তাদেরে দিতে পারব। তাই আমি অনুরোধ করব যে শুধু বিরোধীতার জন্যই তারা যেন বিরোধীতা না করেন। আমাদের সঙ্গে সহযোগীতার ভিত্তিতে কাজ করে যান যাতে সত্যিকারে ত্রিপুরার উন্নতি করা যায়।

তারপর এই Irrigation Process এর মধ্যে আছে lift irrigation, ছোট ছোট বাঁধ আছে Tube well আছে। অতএব পরীক্ষা নিরিক্ষার ভিতর দিয়ে যখন যে জায়গায় যা প্রয়োজন হয় সেটাকে সে জায়গাতে গ্রহণ করা দরকার এবং তারই ভিত্তিতে এই Department এ Executive Engineer যারা আছেন এবং S. D. O. আছেন এবং P. E. আছেন তারা তা দেখে তার

Scheme কে Sanctioned করে দিয়ে সমস্ত Technical Sanction দিয়ে দেন। সেই অনুসারে Administrative Sanction দিয়ে থাকেন। অতএব সেই কার্য্যের Technical Power অর্থাৎ ক্ষমতা তারা রাখেন। সেই অনুসারে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। অতএব তার মধ্যে যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি কোন মানুষের দৃষ্টি গোচর হয় তাহলে দেখিয়ে দিলে পরে, আমি বিশ্বাস করি, যে সমস্ত কর্ম্মচারীরা সেই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তারা সেই ত্রুটিকে সংশোধন করে নিয়ে যেতে পারবেন। কোন কাজ করতে গেলেই data collect করতে হয়। অতএব সেই data collect করতে গেলে পরে —ত্রিপুরায় এমন কোন Data Collective Organisation ছিল না, সেটা আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে। তাই আজকে, যারা দেশের উন্নতি চায় তারা যেন সেই data collection করে সেই সমস্ত কর্ম্মচারীকে দিয়ে দেন তাহলে minor irrigation ই বলুন, large scheme ই বলুন এবং reclamation scheme ই বলুন, সমস্তগুলিকে আমরা উন্নত করতে পারব। তাই আমি সহযোগিতা কামনা করি তাদের কাছে এবং তারা যেন এই Demand এর মঞ্জুরী দেন।

Mr Speaker— The Debate on Demand Nos 26, 27, 28, 42, 43, 24 & 40 are over. Now I am putting the Demand to vote separately. Of course I shall first put to vote the cut motion relating to the aforesaid Demand.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy of Provision for repairs of buildings and communications.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices –'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

I think Noes have it ; Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy of Provision of Minor Works.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—"Ayes"

As many as are of Contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'.

I think, Noes have it, Noes have it, Noes have it,

The motion is lost.

Now the question before the House is that the Demand for grant No 26 moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 2,51,42,000/- [inclusive of the sums specified in columns 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 26 public works (including Roads)

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No Voice

I think Ayes have it, 'Ayes have it,' 'Ayes have it.'

The Demand is passed.

There is no cut motion on Demand No. 27.

Now the question before the House is that the demand for grant No. 27 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 2,62000/- [inclusive of the sums specified in columns 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967] be granted to defrary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 27. Capital outlay on public works.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes

Voices—'Ayes

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No Voice

I think, Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it.

The Demand is passed.

There is no cut motion on Demand No. 28.

Now the question before the House is that the Demand for grant No. 28 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 50,000/- [inclusive of the sums specified in cloumns 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 28 Road and Water Transport Schemes.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No voice

I think, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it,

Ayes have it.

The Demand is passed.

There is no cut motion on Demand No. 42

Now the question before the House is that the Demand for grant No. 42 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 1,49,85,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 42 capital outlay on public works.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No Voice

I think, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

'Ayes' have it.

The Demand is passed.

There is no cut motion on Demand for grant No. 43.

Now the question before the House is that the Demand for grant No. 43 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 3,85,000/-

[inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come is course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 43 capital outlay on other works.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No Voice

I think, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy of Provision for Navigation, Embankment and Darinage works.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

I think, 'Noes' have it 'Noes' have it.

'Noes' have it,

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced to Re 1/- to Discuss on "বন্যা নিরোধে সরকারী ব্যর্থতা"।

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.'

Voices—,Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices--'Noes'

I think Noes have it, 'Noes' have it, 'Noes have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is that the Demand for grant No. 24

moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 6,86,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Accounts) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 24—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Non-Commercial).

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion please say 'Noes'

No Voice

I think, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

There is no cut motion on Demand for grant No. 40

Now the question before the House is that the demand for grant No. 40 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 7,00,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 40—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Non-Commercial.)

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No Voice

I thank, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

The House stands adjourn till 11 A. M. on Tuesday the 4th April, 1967.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Unstarred Question No. 13 By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Questions	Reply
ক) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে, কাহাকে কাহাকে জীপের টি, আর, টি লাইসেন্স ও ট্রাকের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং জীপের লাইসেন্স কোন কোন রুটের জন্য উহা মঞ্জুর করা হইয়াছে ?	অত্র সঙ্গে "ক" চিহ্নিত তপছিলে লিপিবদ্ধ করা হইল।
খ) ১৯৬৬ সালে যাহারা টি, আর, টি, লাইসেন্স ও ট্রাকের লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করেন তাহাদের মধ্যে কে কে এ লাইসেন্স পাইয়াছেন ?	যাহারা গাড়ী খরিদ করিয়া পারমিটের আবেদন করিয়াছেন তাহাদের সকলকে পারমিট দেওয়া হইয়াছে। অত্র সঙ্গে "খ" চিহ্নিত তপছিলে তাহাদের নাম দেওয়া গেল।
গ) ঐ লাইসেন্স মঞ্জুর করার ভিত্তি কি ?	১৯৩৯ ইং সনের মোটর যান সংক্রান্ত আইনের "চতুর্থ অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয়াদি ও ত্রিপুরা মোটর যান সংক্রান্ত ১৯৫৪ ইং সনের আইনে লিখিত সংশ্লিষ্ট ধারা মতে পারমিট দেওয়া হইয়াছে।

তপশিল (খ)

Jeep (Contract Carriage).

Name of owner of the Vehicle	Name of Route
1. Shri Dhirendra Kumar Dhar, Kamalpur.	Northern Zone of Tripura.
2. Shri Rajendra Nath Choudhury, Teliamura.	Northern Zone of Tripura.
3. Shri Samarendra Kumar Deb, Kanchanpur.	Northern Zone of Tripura.
4. Shri Santi Bidhan Roy, Agartala.	Northern Zone of Tripura.
5. Shri Sukesh Chandra Dam, Kunjaban, Agartala.	South Zone of Tripura.

Trucks (Public Carrier)

Owner of the Vehicle.

1. Shri Shyama Charan Saha, Agartala.
2. Shri Satya Gopal Saha & Bidhubhusan Saha, Town Pratapgarh.
3. M/S. Planter's Airways (P) Ltd., Agartala.
4. M/S. S. Nahata & Sons, Banamalipur.
5. Shri Ratan Chand Chhaganmall, Agartala.
6. Shri Narayan Saha, Sibnagar.
7. Shri Binoy Bhusan Deb. 89, Motorstand Road, Agartala.
8. Shri Santi Bhusan Deb, Sibnagar, Agartala.
9. Shri Ratan Deb Barma, Agartala.
10. M/S. Prasanna Kumar Saha & Sons, 128, Motor Stand Road, Agartala.

তপশিল (খ)

TRUCKS (PUBLIC CARRIER)

Sarbashri –

1. Pranab Nath Bhattacharjee, Ramnagar Road No. 6.
2. Debendra Ch. Saha, Sibnagar, Agartala.
3. Sandhya Rani Debi, W/o Amarchand Bhowmik, Motor Stand, Agartala.
4. Sarojini Bala Paul, W/o. L. Sarat Ch. Paul, Gangail Road, Agartala.
5. Surjyakanta Paul & Brothers, Agartala.
6. Sudhir Ch. Sarkar, N. S. Road, Agartala.
7. Narayan Ch. Das, 112, H. G. Bassak Road, Agartala.
8. Lal Mohan Saha & Sudhamoy Banik, Belonia.
9. Santi Bhusan Paul & Braja Krishna Paul, N. S. Road, Agartala.
10. Bana Behari Chandra & Binoy Behari Dutta, Dharmanagar.
11. Srimati Kiran Bala Saha, W/o. Tarak Ch. Saha, Agartala.
12. M/S. Lakhiram Priya Vill. S. Krishnanagar, Agartala.
13. M. N. Norrottam Kishore Deb Barma, Agartala.
14. Paresh Ch. Chakraborty, Badarghat.
15. Milan Rani Saha, W/o. Shri Krishna Ch. Saha, Sibnagar.
16. Jogendra Ch. Banik, H. G. Basak Road, Agartala.
17. Ananta Bijoy Deb Barma, Thakurpalli Road, Agartala.
18. Sashimohan Saha, Udaipur.
19. M/S. Radha Gobinda Bhandar, Motor Stand Road, Agartala.
20. Dinabandhu Boidya, Belonia.
21. Amulya Ch. Das, College Road, Agartala.
22. M/S. Sheeparshad Bhagwat Prosad, Agartala.
23. Subodh Ranjan Bhowmik, Town Pratapgarh.
24. Srimati Rambai W/o. Dwaraka Prasad Arya, Agartala.
25. Nilkanta Saha, Sonamura. Tripura.
26. Srimati Chhabi Saha W/o. Nagendra Chandra Saha, College Tilla.
27. Hiran Kr. Bhattacharjee, Mantribari Road, Agartala.

28. Pramode Ranjan Paul, Chittaranjan Road, Agartala.
29. Dhaneswar Lal Sharma, Motor Stand, Agartala.
30. Chitta Ranjan Sen, Dharmanagar.
31. Anil Chandra Paul, Mohanpur, Tripura.
32. Chamalal Rampuria 132, Motor Stand, Agartala.
33. Bisweswar Rabidas, Ramnagar.
34. Sailendra Chandra Nath, New Ashoka Restrurent, Agartala.
35. Dhirendra Kr. Dey, Dharmanagar.
36. M/S. Saha Brothers, Agartala.
37. Himangshu Bardhan, Joynagar, Agartala.
38. M/S. Akhil Chandra Ghosh, Agrartala.
39. Bisweswar Lal Choudhury, Agartala.
40. M/S. Tripura Spun Pipe Co. Agartala.
41. Subhas Chandra Podder, Khoshbagan, Agartala.
42. Makhanlal Saha, Central Road, Agartala.
43. Umesh Chandra Deb, Shibnagar.
44. Nani Gopal Bhattacharjee, Banamalipur.
45. Jitendralal Choudhury Shibnagar, Agartala
46. Shishir Kumar Paul, Ambassa, Tripura.
47. Rabindra Chandra Paul, Chittaranjan Road, Agartala.
48. Arati Rani Saha W/o. Satya Gopal Saha, Town Pratapgarh.
49. M/S. Brajendra Lal Saha & Nanilal Saha, Belonia.
50 Ashutosh Bhattacharjee, Gandhigram, Tripura.
51. M/S. Ratanchand Chhaganmall, Agartala.
52. M/S. Planters Airways (P) Ltd.
53. Radha Mohon Singha, Dhaleswar, Agartala,

Jeeps (Contract Carriages) & Taxi (Contract Carriages)

Sarbashri :

1. Sunil Kumar Choudhury, Khowai, Tripura.
2. Anil Kumar Das, Banamalipur, Agartala.
3. Bholanath Dutta, Monubazar, Tripura.
4. Raicharan Saha, Udaipur, Tripura.
5. Sachindra Kumar Bardhan Roy, Joynagar, Agartala.
6. Barun Kumar Saha, Sonamura, Tripura.
7. Tambi Singh, Rajbari, Dharmanagar, Tripura.
8. Rajendrajit Singh, Dhaleswar, Agartala.
9. Mrinalkanti Singh, Dhaleswar, Agartala.
10. Ramakanta Deb, Teliamura, Tripura.
11. Rabi Chandra Deb Rangkhal, Teliamura, Tripura.
12. M/S. Kamal Stores Supply, Sakuntala Road, Agartala.
13. Shrimati Bakul Rani Paul, W/O. Rabindra Chandra Paul, Shibnagar.
14. Sanat Kumar Choudhury, Khowai, Trtpura.
15. Ramananda Reang, Vill. Allaichar, Manpathar, Tripura.
16. Chunilal Barman Agartala.
17. Upendra Saha, Belonia, Tripura.
18. Bakul Rani Saha, C/O. Niranjan Saha, Sonamura, Tripura.
19. Srimati Laksmi Rani Saha, W/O Tejeswar Saha, Krishnanagar, Agartala.
20. Srimati Sova Rani Ghosh, W/O. Chandra Kumar Ghosh, Dhaleswar.
21. Md. Mask Mia, Advocate, Sonamura, Tripura.
22. A. B. Paul, Sonamura, Tripura.
23. Sailesh Ranjan Roy, Agartala.
24. Monoranjan Banik, Motor Stand Road, Agartala.
25. Iswar Chandra Dutta, Vill. Kalipur, Paitarbazar, Kailasahar.
26. Radhamohan Singh, Dhaleswar, Agartala.
27. Kripesh Chandra Purkayastha, Nagichhara, Tripura.
28. Monoranjan Dhar, Lake Road Agartala.
29. Jamini Mohan Deb Nath, Banamalipur, Agartala.
30. Paresh Chândra Chakraborty, Radhakishorepur, Tripura.

Unstarred Question No. 21 by Shri Abhiram Deb Barma

প্রশ্ন

ক) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কোন্ সমবায় সমিতিকে সরকার হইতে কতটা ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

ক) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কোন সমবায় সমিতিকে সরকার হইতে ঋণ দেওয়া হয় নাই।

প্রশ্ন

খ) যাহারা ঋণের জন্য আবেদন করিয়া ঋণ পান নাই তাহাদের নাম।

উত্তর

খ) দুইটি সমবায় সমিতি :—

১) মেলাঘর উদ্বাস্তু সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ।

এবং

২) নরসিংগড় সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ মৎসচাষ কল্পে কৃষি বিভাগে ঋণ প্রার্থনা করিয়াছে।

প্রশ্ন

গ) কি কি কারণে তাহাদের ঋণ দেওয়া হইতেছে না?

উত্তর

গ) কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ঋণের সর্ত্তাদির অনুমোদন না পাওয়ায়, ঋণ প্রদান সম্ভবপর হয় নাই।

Unstarred Question No. 26 by Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

a) সরকার এই বছর (Nov, .1966 to Feb, 1967) কোন বিভাগ (Sub-Divison) হইতে কত মেট্রিক টন আমন ধান এবং চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন?

উত্তর

মাত্র ৪৪ মেট্রিক টন আমন ধান বিলনীয়া বিভাগ হইতে এই বৎসর (Nov, 66 to Feb, 67) সংগ্রহ হইয়াছে।

প্রশ্ন

b) কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মাধ্যমে উহা সংগ্রহ করা হইয়াছে?

উত্তর

এই ধান বিলনীয়া প্রাইমারী মারকেটিং কোপারেটিভ সোসাইটী এবং শ্রীমনীন্দ্র লাল সাহা, বিলনীয়া মারফত সংগ্রহ করা হইয়াছে।

c) আমন ধান এবং চাউল সংগ্রহের জন্য সরকার নির্দ্ধারিত দর কি ?	ধান— টাঃ ৪৬·৫০ পয়সা প্রতি কুইন্টল। চাউল টাঃ ৭৮·৫০ পয়সা প্রতি কুইন্টল।
d) গত বছরের তুলনায় এই আমন ধান ও চাউল সংগ্রহের পরিমাণ বেশী না কম ?	গত বছবের তুলনায় কম।
e) যদি কম হইয়া থাকে তবে তাহাব কাবণ কি ?	সারা রাজ্যে খোলা বাজারে ধান ও চাউলের দর ভাবত সরকার নির্দ্ধারিত ধান ও চাউল সংগ্রহের দর হইতে অনেক বেশী থাকায় এই বছব সংগ্রহ কম হইয়াছে।

Unstarred Question No 30 by Shri Abhiram Deb Barma

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ১৯৩৭ সনেব জানুয়াবী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে মুখ্য মন্ত্রীর তহবিল (Chief Minister's Discretionary Fund) হইতে কোন টাকা বিলি করা হইয়াছে কি ?	হাঁ৷
খ) যদি বিলি করা হইয়া থাকে তবে যাহাদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে তাহাদেব নাম ও সাহায্যের পরিমাণ	এতৎ সংগীয় তালিকায় দ্রষ্টব্য।

"খ" প্রশ্নের উত্তর

ক্রমিক নং	নাম	টাকার পরিমাণ
জানুয়ারী মাস		
১।	ত্রিপুরা আদিবাসী মহিলা সমিতি	১০০ টাকা
২।	শ্রীননী গোপাল দাশগুপ্ত	২০০ ,,
৩।	শ্রীসোনাচাঁদ গোস্বামী	১০০ ,,
৪।	শ্রীসুবল গোস্বামী	১০০ ,,
৫।	শ্রীরাখাল চন্দ্র দে	১০০ ,,
৬।	সচিব, সুর-বিতান, বিলোনিয়া	৩০২ ,,
৭।	শ্রীধ্রুব দত্ত	৫০ ,,
৮।	প্রধান শিক্ষক, নেতাজী স্কুল	২০০ ,,
৯।	শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র	১০০ ,,
১০।	শ্রীসুব্রত রঞ্জন রায়	৭৫ ,,
১১।	শ্রীচন্দন রায়	৭৫ ,,
১২।	,, প্রদীপ গণচৌধুরী	৭৫ ,,
১৩।	,, বনমালী বৈষ্ণব	২৫ ,,
১৪।	,, বসন্ত কুমার সেন	২৫ ,,
১৫।	,, যোগেশ চন্দ্র সাহা	২৫ ,,
১৬।	,, সীতানাথ সেন	২৫ ,,
১৭।	,, যতীন্দ্র মজুমদার	৫০ ,,
১৮।	,, সুধীর কুমার চক্রবর্ত্তী	১০০ ,,
১৯।	,, আলী আকবর	৫০ ,,
২০।	,, নিকুঞ্জ বিহারী মজুমদার	১০০ ,,
২১।	,, রমজান আলী	১৫ ,,
২২।	,, অতীন্দ্র চন্দ্র সরকার	১৫ ,,
২৩।	,, সুরেশ চন্দ্র মল্ল বর্মন	১০০ ,,
২৪।	,, গিরীশ চন্দ্র দাস	১০ ,,
২৫।	,, ভুপেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১০০ ,,

ক্রমিক নং	নাম	টাকার পরিমাণ
২৬।	শ্রীরুদ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১০০ টাকা
২৭।	শ্রীমতী কণিকা সিংহ	১০০ ,,
২৮।	শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা	২৫ ,,
২৯।	,, বিষ্ণুপদ দেববর্ম্মা	৫০ ,,
৩০।	,, বলরাম ভৌমিক	৫০ ,,
৩১।	,, কাশীনাথ বণিক	২৫ ,,
৩২।	,, তুলসী দেব	২৫ ,,
৩৩।	,, বিনোদ বিহারী দেবনাথ	২৫ ,,
৩৪। ৩৫।	শ্রীমতী উজ্জলা সিংহ শ্রীমতী ইরাণী সিংহ }	১০০ ,,
৩৬।	শ্রীমতী সুরবালা সূত্রধর	১৫ ,,
৩৭।	,, কমলা দেবী	২৫ ,,
৩৮।	শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য	১০০ ,,
৩৯।	শ্রীমতী সুরুচিবালা দত্ত	২৫ ,,
৪০।	শ্রীরমণী মোহন দেবনাথ	৩০ ,,
৪১।	শ্রীমতী সন্তোষপ্রভা মজুমদার	৩০ ,,
৪২।	,, অঞ্জলী ভট্টাচার্য্য	১০০ ,,
৪৩।	শ্রীবলরাম দেববর্ম্মা	১০০ ,,
৪৪।	শ্রীধাম দাস	১৫ ,,
৪৫।	শ্রীগোপাল চন্দ্র বর্দ্ধন	২৫ ,,
৪৬।	,, গোপাল চন্দ্র মজুমদার	২৫ ,,
৪৭।	মোঃ আবু তাহের	১৫ ,,
৪৮।	শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা	৩০০ ,,
৪৯।	শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র ভরদ্বাজ	৫০ ,,
৫০।	,, চন্দ্রমোহন দেবনাথ	২৫ ,,
৫১।	,, হরিদাস আচার্য্য	১০০ ,,
৫২।	,, সুরেশ চন্দ্র সাহা	১০ ,,
৫৩। ৫৪। ৫৫।	,, প্রদীপরঞ্জন সাহা ,, শিখা সাহা ,, সুদীপ সাহা }	১০০ ,,

ক্রমিক নং	নাম	টাকার পরিমাণ
৫৬।	শ্রীরাকেশ চন্দ্র দে	২৫ টাকা
৫৭।	শ্রীমতী আশালতা রায়	৩০ ”
৫৮।	” মঞ্জরী দেবী	২৫ ”
৫৯।	” চিকণী দেবী	১৫ ”
৬০।	” কল্পনারাণী চক্রবর্ত্তী	১০০ ”
৬১।	শ্রীশুভ-চন্দ্র দেববর্ম্মা	২৫ ”
৬২।	” মাধব চন্দ্র দেববর্ম্মা	৩০ ”
৬৩।	শ্রীমতী গীতারাণী ধর	৫০ ”
৬৪।	” মীনারাণী সাহা	২৫ ”
৬৫।	শ্রীবিজয়কুমার রায়	১০ ”
৬৬।	শ্রীমতী কিরণবালা দাস	২৫ ”
৬৭।	শ্রীনকুলেশ্বর চক্রবর্ত্তী	৫০ ”
৬৮।	” উপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	২৫ ”
৬৯।	” বন্দিয়া কাউল	২৫ ”
৭০।	” হিরণ্ময় নন্দী মজুমদার	২৫ ”
৭১।	” নবকিশোর চৌধুরী	২০০ ”
৭২।	শ্রীমতী কিরণবালা দেবী	২৫ ”
৭৩।	” সুশীলা বালা মালাকার	৫০ ”
৭৪।	শ্রীউমাচরণ দাস	১০০ ”
৭৫।	” লালমোহন দাস	১০০ ”
৭৬।	” সখীচরণ সাহা	১০০ ”
	মোট—জানুয়ারী :	৪,৭৬৭ টাকা

ফেব্রুয়ারী মাস

ক্রমিক নং	নাম	টাকার পরিমাণ
৭৭।	শ্রীসুকুমার দত্ত	১০০ ”
৭৮।	” সুনীল চন্দ্র দত্ত	৫০ ”
৭৯।	” রাজেন্দ্র চন্দ্র বণিক	২৫ ”
৮০।	” সুধীর কুমার দাস	২৫ ”
	মোট—ফেব্রুয়ারী :	২০০ টাকা

মোট—জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী : ৪,৯৬৭ টাকা

Unstarred Question No. 35 by Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষির বরাদ্দ হইতে এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতীয়দের বরাদ্দ হইতে কোন টিন (C.I. sheets) বিলি বণ্টন করা হইয়াছে কি ?	না
খ) যদি বণ্টন করা হইয়া থাকে তবে কাহাদের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে তাহাদেব নাম (বিভাগ অনুসারে) ;	প্রশ্ন উঠেনা।
গ) কোন্ নীতি অনুসরণ করিয়া এই টিন বিলি করা হইয়াছে ?	প্রশ্ন উঠেনা।

Unstarred Question No. 63 by Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION	ANSWER
ক) ১৯৬৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর এবং ১৯৬৭ সালের ১২ই জানুয়ারীর মধ্যে কোন বিভাগে কত নন্-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে ?	a) Non-Judicial Stamps are not sold to any Departments, Stamps are supplied to the Stamp Vendors for Sale to the Public.
খ) ইহার মধ্যে আট আনা দামের ষ্টাম্প কত এবং চার আনা দামের ষ্টাম্প কত ?	b) Does not arise.
গ) অন্য সময়ের তুলনায় যদি এই ষ্টাম্প বিক্রয় বাড়িয়া থাকে তাহার কারণ কি ?	c) Does not arise.

Unstarred Question No. 78 by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION	REPLY
ক) ১৯৬০-৬১ হইতে ১৯৬৬ ৬৭ পর্য্যন্ত প্রতি বছর ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কত টন চাউল এবং কত টন আটা পাইয়াছেন ? খ) মোট কত টন করিয়া বরাদ্দ হইয়াছিল ?	সঙ্গীয় ষ্টেটমেণ্টে দেওয়া হইল।
গ) চাউল আমদানীর পরিমাণ যদি কমিয়া থাকে, তাহার কারণ কি ?	এই রাজ্যের চাউল আমদানীর জন্য ভারত সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়। ভারত সরকারের নিকট দেশের ঘাটতি মিটাইবার মত প্রয়োজনীয় চাউল না থাকায় চাহিদা মত চাউল বরাদ্দ করিতে পারে না। এই কারণে ১৯৬৫-৬৬ হইতে চাউলের বরাদ্দ কমিয়াছে।
ঘ) চাউল আমদানী বাড়াইবার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?	চাউলের বরাদ্দ ও সরবরাহের ব্যাপারে ভারত সরকারের নিকট সণির্বন্ধ অনুরোধ জানান হইতেছে।

Statement Laid in Reply to Unstarred Question No. 78.

Part (a) of the question

Year	Rice (M. T.)	Wheat (M. T.)
1960-61	11,300	550
1961-62	13,600	800
1962-63	26,000	900
1963-64	32,500	900
1964-65	29,274	1,600
1965-66	21,380	4,300
1966-67	18,200	9,250
	1,52,254	18,300

Part (b) of the question

Year	Rice (M. T.)	Wheat (M, T.)
1960-61	11,300	550
1961-62	13,600	800
1962-63	29,995	900
1963-64	28,500	900
1964-65	40,300	1,600
1965-66	12,000	4,800
1966-67	17,700	9,250
	1,53,395	18,800

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly Assembled under the Provision of the Government of Union Territories Act, 1963.

April, 4, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 4th April, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmic, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Minister, Deputy Speaker and twenty one members.

QUESTION

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred questions. Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Starred Question No. 7.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker, Sir, starred question No. 7.

QUESTION	ANSWER
(ক) সদর মনতলা কলোনার উদ্বাস্তু শ্রীশচীন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য, ললিত দে, মোহনলাল সাহা, সুধীর চন্দ্র সাহা এবং বীরেন্দ্র সাহাকে যে জমিতে সরকার পুনর্ব্বাসন দিয়াছেন তাহা মনতলা চা বাগান কর্ত্তপক্ষ নিজেদের বলিয়া দাবী করিতেছেন ইহা সরকার অবগত আছেন কি ?	Materials are under collection.
(খ) যদি অবগত থাকেন তবে ঐ সম্পর্কে তাহারা কি করিতেছেন ?	
(গ) ঐ জমি বিকুইজিসন করিয়া উদ্বাস্তুদের দেওয়ার কথা তাহারা চিন্তা করিয়াছেন কি ?	

Shri Aghore Deb Barma :—Supplementary.

Mr. Speaker :—No supplementary can be asked on the question the reply of which is under collection. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 91.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 91.

QUESTION	ANSWER
Whether the service conditions of Nurses differ from that of West Bengal in matters of allowances, uniforms, messings, washings etc.	Yes.
2. if so, what steps are being taken to bring them at per with that of West Bengal ?	Government of India have already been moved to accord sanction of the allowances.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন্ কোন্ ক্যাটাগরীর নার্স'রা এই সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই নার্স'দের মধ্যে এক সেকশন যারা পুরাণো তারা পাচ্ছেন আর বাকী যারা নূতন হয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই পাচ্ছেন না। তবে আমি না দেখে ঠিক বলতে পারব না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন হাসপাতালে অক্সিলিয়ারী নার্স আছে বা মিডওয়াইফ আছে, এদের মধ্যে কোন্ কোন্ ক্যাটাগরীর নার্স পাচ্ছে না, আর কোন্ কোন্ ক্যাটাগরীর পাচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—কতজন নার্স পাচ্ছে আর কতজন পাচ্ছে না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Starred question No. 109.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, starred question No. 109.

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is fact that Motor Workers' Union of Tripura has made representation to the Labour Department, Government of Tripura for introducing Pay Scale, Provident Fund for the Motor Workers ;	1. No.
2. if so, the step taken ?	2. Does not arise.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে মোটর ওয়ার্কাস ইউনিয়নের কোন রিপ্রেজেন্‌টেশন তাদের মালিকপক্ষকে দিয়েছিল কিনা এবং তার কপি লেবার ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তার কপি লেবার ডিপাটমেন্টকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা : —যদি কপি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই কপিতে কি ছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—সেই কপিতে তারা বিভিন্ন দাবীদাওয়া উত্থাপন করেছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—তাদের দাবী কি কি ছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তাদের দাবীর মধ্যে শ্রমিকের বেতনের হার সংশোধন করা, নিয়োগ পত্র দান, কার্যকাল নির্ধারণ, ওভারটাইমের নিয়মকানুন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চালু করা ইত্যাদি দাবী ছিল।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—সরকার এই সমস্ত দাবীর ব্যাপারে কি চিন্তা করছেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই নিয়ে একটা ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয় এবং সেই চুক্তিতে কতগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরার মোটর ড্রাইভারের বর্তমানে কত বেতন পান সেই সম্বন্ধে কোন তদন্ত করেছেন কিনা সেই রিপ্রেজেন্টেশনের ভিত্তিতে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিফারেন্ট ক্যাটাগরীর মোটর ড্রাইভার আছে, লরীর একরকম, বাসের একরকম হয়; জীপের একরকম হয়। সমস্তকে এক হারে দেওয়া চলে না, বিভিন্ন হার প্রচলিত আছে এবং সেই প্রচলিত নিয়ম কানুন অনুসারেই সেটা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন বর্ত্তমানে ত্রিপুরার জীবনযাত্রার যে মান, সেই মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বেতন দেওয়া হচ্ছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—ড্রাইভারদের চাকুরী হচ্ছে ইণ্ডিভিজুয়েল মালিকদের সঙ্গে, বর্ত্তমানে তাদের মালিকরা যে হারে তাদের বেতন দেয় সেটাই তার বেতন বলে গণ্য করা হচ্ছে, তাদের বেতনের মধ্যে কোন ইউনিফরমিটি এসেছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যে বেতন ড্রাইভার পাচ্ছে, ত্রিপুরার যে জীবন যাত্রার মান, সেই মানের সংগে সঙ্গতি আছে কিনা, সেই সম্বন্ধে আমি পজিটিভ রিপ্লাই চাচ্ছি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—এই সম্পর্কে কোন ডাটা আমার কাছে নেই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, ত্রিপুরায় যে একটি শ্রম দপ্তর আছে, সেই দায়িত্ব তার আছে কিনা যে ত্রিপুরার ড্রাইভারদের কে কত বেতন পাচ্ছে তা ত্রিপুরার জীবন যাত্রার মানের সঙ্গে সঙ্গতি কিনা সেটা নিরুপন করা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে এবং সেই ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে যেটা মেনে নেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তারা মাসিক বেতন যেটা চেয়েছে—২৫০ টাকা সেটা মালিক পক্ষ দিতে চাচ্ছেন না বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য যেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে সেটাকে উন্নত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তারা বলেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত ১৯।১১।৬৬ইং, তারিখে ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬ তারিখে সেগুলি ফ্যাইন্যালাইজ করার কথা ছিল কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—এই সম্বন্ধে নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—এই ত্রিপুরায় কজন মোটর ওয়ার্কার্স আছে, টোট্যাল নাম্বার দিতে পারেন কি ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—কন্সিলিয়েশান কি হয়েছিল, ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রিলেশানে যে প্রশ্ন আনা হয়, মাননীয় মন্ত্রীরা যদি প্রস্তুত না হয়ে আসেন, সবটাই ডিমাণ্ড নোটিশ, নোটিশ চাই বলতে থাকেন, তাহলে এইভাবে সাপ্লিমেন্টারী বা স্টার্ড কোয়েশ্চান করার কি স্বার্থকতা থাকতে পারে আমি বুঝি না।

মি: স্পীকার :—It appears that they are not prepared for the answer.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—সব প্রশ্ন এন্টিসিপেট করা সম্ভবপর নয়। আস্তে আস্তে ইনভলভ হলে পরে আমরা মোর ইনফরমেশান কালেক্ট করে দিতে পারব।

Shri Aghore Deb Barma :—These are most relevant questoins. সংশ্লিষ্ট কোয়েশ্চানের সঙ্গে যে সমস্ত সাপ্লিমেন্টারী আছে সেগুলি এখানে করা হচ্ছে, সেগুলি না জানার কোন কারণ নাই।

Shri S. L. Shingh :—Hon'ble Speaker Sir, we are giving answer as far as practicable, they can not force to have the answer.

Mr. Speaker :—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Question No. 65.

Shri S. L. Shingh :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 65.

Question—	**Answer—**
(ক) ১৯৬৭ সালে আগরতলায় পরিকল্পনা মেলায় (Exhibition) কি কোন কার্নিভল খোলার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল ?	না
(খ) যদি দেওয়া হইয়া থাকে তবে কাহাকে দেওয়া হইয়াছে ?	প্রশ্ন উঠে না।
(গ) এ বাবদে সরকারের কত আয় হইয়াছে ?	ঐ
(ঘ) এই ধরণের জুয়া খেলায় উৎসাহ দেওয়াই কি সরকারী নীতি ?	ঐ
(ঙ) ১৯৬৬-৬৭ সালে জুয়া বাবদ কোন বিভাগে সরকার কত টাকা আয় হইয়াছে ?	কিছুই না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, চিলড্রেন পার্কে একৃজিবিশান চলা কালীন সেখানে কার্নিভ্যাল বা জুয়া খেলা হয়েছিল কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে কার্নিভ্যাল বা জুয়া খেলা হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান উইদ আউট পার্মিশানে সেখানে জুয়া খেলা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে কার্নিভ্যাল বা জুয়া খেলা সেখানে হয় নাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— চতুর্থ পরিকল্পনায় এই জুয়াখেলার জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—জুয়া খেলা হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন শিশু পার্কে যে একজিবিশান হয়েছিল, সেখানে কি কি ঘটনা ঘটেছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—শিশু পার্কে অনেক কিছু হয়েছিল। অনেকে গান করেছিল, কেউ আনন্দ উপভোগ করেছিল, নানা ধরণের খেলা খেলেছিল, অনেক কিছু সেখানে হয়েছিল, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন।

শ্রীঅভিরামদেববর্মা :— এইগুলির মধ্যে, সেখানে কি জুয়া খেলাও হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে জুয়া খেলা হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অসত্য কথা বলেছেন, কারণ শিশু পার্কে একৃজিবিশানে জুয়া খেলা হয়েছে এবং সেখানে কার্নিভ্যাল খোলা হয়েছিল এবং সেখানে সারা রাত্রি ধরে হৈ চৈ হয়েছিল।

Mr. Speaker :—The accurancy of a statement can not be challanged. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 93.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 93

QUESTION	ANSWER
1. Whether the Government has any scheme to construct a Town Hall at Agartala.	The Agartala Municipality has got a scheme to construct a Town Hall in the Children-Park.

2. If so, what steps taken in the matter ?	The work will be undertaken from 1968-69

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই স্কীম কোন ইয়ারে হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—স্কীমটি ১৯৬৮-৬৯' এর। ১৯৬৮-৬৯' এ খরচ করা হবে ৫০ হাজর টাকা এবং ১৯৬৯—৭০' এ ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হবে, এই দুই বছরের ফেজিং হয়েছে, এই দুই বছরে মোট এক লক্ষ টাকা খরচ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—অনারবেল স্পীকার স্যার, থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is fact that the peasants are to pay the revenue for the years 1370 1371, 1372 & 1373 B. S. at a time where final settlement has been completed.	. No. The Government is considering the question of allowing instalment to the peasants instead of paying arrear land revenue at a time. Legal aspect of thing is under scrutiny,

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ল্যাণ্ড রেভিন্যু এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টের ১ ধারা মতে রেমিশান দেওয়া চলে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—রেমিশান দেওয়া চলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন ফ্লাড, ড্রট হয়, যেখানে ইকনমিক কণ্ডিশান কলাপ্‌স করে সেই সমস্ত জায়গায় রেমিশান দেওয়ার বিধান আছে, কিন্তু 34 of the Act shall be incorporated in and form part of the settlement register of the village, and sueh rates shall take effect from the beginning of the year next after the date of final publication of the table of revenue rates under section 34 of the Act.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশ গুপ্ত :—রুলস ৩২'তে এমন কোন প্রভিশান আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কালেক্টার রেমিশনের জন্য ষ্টেট অর্ডার দিতে পারেন যতদিন না ফাইন্যাল এ্যানাউন্সমেন্ট হয়।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ফাইন্যাল এ্যানাউন্সমেণ্ট না হলে, ওল্ড রেটে সেটা গ্রহণ করার পদ্ধতি আছে। ফাইন্যাল এনাউন্সমেণ্ট না হলে পরে এনহ্যান্সড রেটে ধার্য্য করা হয় না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ফাইন্যাল অ্যানাউন্সমেণ্ট মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রেভিনিউ রেমিশন দেওয়া কিংবা সাসপেনসান দেওয়া, মাননীর অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেই কথাই বলছি সেটা সম্বন্ধে ফাইন্যাল ডিসিশান করবার আগে রুল ৩২ মতে কালেক্টার স্টে অর্ডার দিতে পারেন। সেই অর্ডার দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—বলা হয়েছে যে The Government is considering the question of allowing instalment to the peasants instead of paying arrear land revenue at a time. Legal aspect of thing is under scuitiny, সেই অনুসারে সেটা এখনও রিয়েলাইজড্ হয় নাই। যে যে ক্ষেত্রে দিতে পারে না লোক সেই সেই ক্ষেত্রে এখনও রিয়েলাইজড্ হয় নাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ইহা কি সত্য যে অনেক জায়গায় রিয়েলাইজেশন করবার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—চাপ দেওয়া হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন চাপ দেওয়া হয়েছে বলে আমার কাছে তথ্য নাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে নোটিশ সাধারণ কৃষকের পক্ষে চাপেরই— সামিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—চাপের সামিল নয়। কারণ তাদের জমি বা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কোন জায়গায় ক্রোক করা হয় নাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশ গুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যখন ১৩৭০ সাল থেকে সেটেলমেণ্ট আরম্ভ হল তখন থেকে রেভিনিউ কালেকশন করা সরকার থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। যখনই ফাইন্যাল সেটেলমেণ্ট হয়ে গেল তখনই গভর্ণমেণ্ট ৭০ সাল থেকে ৭৩ সাল পর্য্যন্ত খাজনা আদায়ের জন্য নোটিশ দিয়েছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে কালেক্টার ইমিডিয়েট স্টে অর্ডার দিতে পারেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখনি যা দেওয়ার দরকার সেটাই করা হচ্ছে এবং দেখা যায় মাননীয় সদস্যও বলছেন যে চার বৎসর পর্য্যন্ত রিয়েলাইজড্ হয়নি এবং সেখানে ফাইন্যাল সেটেলমেন্ট শেষ হয়ে গিয়েছে সেই জায়গাতেও আমরা রিয়েলাইজ করিনি। অতএব তাদের উপর চাপ দেওয়া মোটেই হয় নাই। চাপের প্রশ্ন আসে না। সেজন্যই আমাদের জমাবন্দী করতে হয়। আমাদের ৮৭২টা জমাবন্দী আছে। তার মধ্যে যে রকম জমাবন্দী রয়েছে যারা পারেন তারা দিয়েছেন। আর যারা পারেন নাই তাদের উপর কোন আইন প্রয়োগ করা হয় নাই এই ব্যাপারে।

শ্রীপ্রবোধ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমি বলছি যে চার বৎসর সরকারই নেয় নাই। চাপ দেওয়া হয়েছে এই কথা বলিনাই। সরকার না নেওয়ার জন্যই তো তাদের উপর চাপ পড়েছে। চার বৎসর একসংগে খাজানা দিতে হবে বলেই তাদের উপর চাপ পড়েছে। একসংগে বর্ধিত হারে খাজানার যে চাপ কৃষকের উপর পড়েছে, সেটার কোন ডিসিশান না হওয়া পর্য্যন্ত কালেক্টর তা স্টে অর্ডার করবেন কিনা। এই হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলাই হয়েছে যে ইনষ্টলমেন্টে নেওয়া হবে এবং সেটা আণ্ডার কনসিডারেশন। লিগেল অ্যাসপেক্টস্ আর ষ্টিল আণ্ডার স্ক্রুটিনি এবং যদি কোন কিছু ফল করে আমাদের তাহলেগ ভর্ণমেন্ট অব ইন্‌ডিয়াকে তা রেফার করতে হবে।

শ্রীপ্রবোধ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সেই কনসিডারেশন আছে ইন্‌ষ্টলমেন্টে নেবেন কিনা। কিন্তু রুল ৩২ মতে ক্লিয়ারলী প্রভিশন আছে যে কালেক্টর সেই অর্ডার করতে পারে এবং সেই প্রশ্নটা আমি হাউসের সামনে রাখছি যে রুল ৩২ এখানে অ্যাপ্লাই করা হবে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—এটা বিচার বিবেচনা করে দেখা হবে। আগেই বলা হয়েছে যদি রুলস্ থাকে তাহলে যাতে কৃষকদের উপর চাপ না পড়ে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই খাজানা আদায়ের জন্য আজ পর্য্যন্ত কতগুলি কৃষকের উপর সংশিত নোটিশ জারী হয়েছে।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করেন যে তাদের বকেয়া খাজানা দেবার আর্থিক ক্ষমতা নাই।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আগেই বলা হয়েছে, যারা দিতে পারে না কতগুলি কণ্ডিশন আছে সেই কণ্ডিশনের মধ্যে দিয়ে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখি এবং সেই সমস্ত ক্ষেত্রে মুকুব করার বিধান আছে। অতএব সেই দিকে সরকার চিন্তা করছেন।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে যেখানে কৃষকরা তফশীল কাছারীতে সন সন খাজানা দিত সেখান থেকে এক সনের বা দুই সনের খাজানা নিতে রিফিউজ করছে এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে ১৩৭০ থেকে ১৩৭৩ পর্য্যন্ত কোন খাজনা নেওয়া হচ্ছে না। তারপরে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তারপরে আমরা কি করব তাও হাউসে বলা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সদর উত্তর সার্কেলের সার্কল অফিসার খাজানা আদায়ের জন্য গরু বাছুর ক্রোক করার হুমকী দিচ্ছেন কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে খাজানা আদায় সম্পর্কে জোতের সংস্লিষ্ট যে বাড়তি জমি তার জন্য নজরানা ও আদায় করা হয় কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইনানুগ যা আছে তাই গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :-মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ত্রিপুরার অধিকাংশ লোকের ফসল বন্যায় এবং খরায় নষ্ট করেছে বলে তাদের খাজানা সরকার মকুব করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে আমরা ইনষ্টলমেন্টে খাজানা আদায় করব।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—আমার বক্তব্য এটা নয়। মকুব করতে রাজি আছেন কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে ইনষ্টলমেন্টে আদায় করার কথা আমরা চিন্তা করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—আদায়ের কথা নয়, মকুব করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমরা ইনষ্টলমেন্টে আদায় করব বার বার বলছি।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 74.

Shri S. L. Shingh :—Hon'ble Speaker, Sir, starred question No. 74.

Question	Answer.
ক) এপেকস মারকেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ সম্পর্কে একটি আদেশ প্রসঙ্গে প্রাক্তন চীফ কমিশনার এম, সি, মুখার্জি সমবায় দপ্তরের রেজিষ্ট্রার শ্রীপি, কে দেববর্ম্মা সম্পর্কে কি কোন বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ?	হ্যাঁ
খ) যদি কোন মন্তব্য করিয়া থাকেন তবে তাহার বয়ান কি ?	সঙ্গীয় কাগজে দ্রষ্টব্য
গ) এই মন্তব্য যদি উক্ত অফিসারের কার্য্য কলাপের বিরুদ্ধে হইয়া থাকে তবে সরকার তাহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা করিবে কি ?	আইনোরূপ কার্য্য গ্রহণ করা হবে।

ANNEXURE

"Finally the Registrar of Co-operative Societies submitted that under Section 8 of the Bombay Co-operative Societies Act his decision was final in the matter of the continuance of ı Society and so probably this appeal was not admissible. With all respects to the Registrar of Co-operative Societies, I am sorry to say that he has, in making this submission, betrayed a lamentable lack of his knowledge of the Bombay Co-operative Societies Act with which he had been dealing for the last few years in his capacity as the Registrar of Co-operative Societies, Tripura. Section 8 of the Bombay Co-operative Societies Act has nothing to do with the liquidation of a Society and after taking action under section 47 to liquidate a society it was Prepasterous for the Registrar to come forward and say that he was the final authority under section 8 to decide about the continuance of the Society and so no appeal could lie against his order of liquidation. It is surprising that the Regtstrar completely overlooked the provision for appeal under section 64 of the Act."

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, যে রেজিষ্ট্রারের কার্য্যকলাপ ত্রিপুরার সমবায় সমিতিগুলিকে একটা. আড্ডা খানায় পরিণত করিয়াছে।

শ্রীএস. এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার উত্তরের মধ্যে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি, তার বিরুদ্ধে এই বিরূপ মন্তব্য করার পরেও তাকে কো-অপারেটিভ থেকে সরানো হচ্ছে না কেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আগেই বলা হয়েছে যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি প্রাক্তন চীফ কমিশনার শ্রী এম, সি, মুখার্জী তাহার রায়ে বলিয়াছেন কিনা যে শ্রী পি, কে, দেববর্ম্মা রেজিষ্ট্রার'এর আইন কানুন সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইহা পাঠ করেই হাউসের সামনে শুনানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

Shri Aghore Deb Barma : **Question No. 97.**

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 97.

Question	Answer.
1. Total number of employees employed in each of the Cinema Hall viz. Rupchhaya, Surjya Ghar and Chitra Katha;	Name of the Hall — No. of employee Rupchhaya Cinema — 20 Surjya Ghar — 15 Chitra Katha — 18
2. Whether the number of employees in each of the Cinema Hall justify the claim of employees concerned for provident Fund benefit ?	No. only the employees of Rupchhaya Cinema Hall are entitled to the P rovident Fund benefit.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বাকী দুইটি সিনেমা হলের কর্ম্মচারীরা কেন এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—অন্যান্য সিনেমা হলের কর্ম্মচারীদেরও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—অনারএবল স্পীকার, স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

Question	Answer
1. Whether there is a proposal under the active consideration of the authority for opening a Primary Health Centre under Simna Tehsil P. S. Sidhai, Tripura.	: There is, at the moment, no proposal for opening a Primary Health Centre under Simna Tehsil during the year 1967-68.

Mr. Speaker :— To day there is no Unstarred Question.

CALLING ATTENTION

The Calling Attention given notice of by Shri Aghore Deb Barma on 29th March, 1967 to which the Minister concerned agreed to make astatement to day the 4th April, 1967 on—

"Acute shortage of flour resulting non-availability of loaf etc. and the steps taken by the Government to meet the need of the Bakaries."

Shri Aghore Deb Barma :—Hon'ble Speaker, Sir,

Mr. Speaker :—Yes, I have received your Notice and this is under my consideration.

There is another Calling Attention given notice of by Shri Nishi Kanta Sarkar on 30.3.67 and Shri Monoranjan Nath on 3.4.67 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day the 4th April, 1967, on—

"Soaring price of rice in Udaipur, Amarpur, Dharmanagar and other Sub-Divisions."

I would now call on the Hon'ble Minister in-charge of Food and Civil Supply Department to make a statement.

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সভ্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় বলেছেন যে ময়দার অপর্যাপ্ততা দেখা দিয়াছে। তার কারণ হল এই. আমাদের এখানে বর্ত্তমানে কোন ময়দার মিল নেই, আমাদের ময়দা আগে আনতে হত বেঙ্গল থেকে, এখন আমরা আসাম থেকে আনি। হুইটকে আমরা ময়দায় কনভার্ট করি। গত বৎসর ফ্লাড এবং মিজোট্রাবলস হওয়ার ফলে আমাদের ময়দা আনার কাজ কিছুটা ব্যহত হয়েছে কিন্তু তা থাকা সত্বেও আমরা আমাদের কার্য্যক্রম চালিয়ে গিয়েছি। এই বৎসর হুইটের অভাব আছে, মাননীয় সভ্যরা নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন ; অতএব আমরা যখনই হুইট পাব, সেটাকে আনার ব্যবস্থা করব। সেইজন্য আমরা চেষ্টা করছি এখানে যাতে আমরা একটা ফ্লাওয়ার মিল করতে পারি। যদি একটা ফ্লাওয়ার মিল আমরা এখানে করতে পারি, তাহলে পরে আমাদের যে ট্রান্সপোর্ট ডিফিকালটি এবং ট্রান্সপোর্ট কস্ট, সেটা আমাদের কমে যাবে এবং আমরা এ্যাট ইজ ময়দা সাপলাই করতে পারব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান আছে।

Mr. Speaker :—Ho'nble Minister has not yet finished.

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় সদস্য নিশীকান্ত সরকার মহোদয়ের কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ এর উত্তরে বলছি :-

Price of rice goes up every year during the summer season which is the lean period. Due to damage caused to crops by floods last year, this coupled with the fact that procurement price of rice had to be increased in order to ensure reasonable return to growers, has resulted in increase in the price of rice in the open market.

A total of 121 Fair Price Shops are functioning in vulnerable areas. Shortfall in rice quantum is made good by supply of wheat.

Shri S. L. Singh :—Calling Attention given notice of by Shri M. R. Nath, M. L. A.

Tripura is normally deficit in food grains. Floods and drought last year affected production and enhanced the deficit. Hence some shortage is in open market supply.

There has been a general increase in price level of all commodities throughout India after the devaluation of the rupee. The Central Government increased the issue price of rice and wheat by Rs. 9.00 and Rs.5.00 respectively per quintal from 15th December last in case of rice and from 15th November in case of wheat due to higher cost of import (Price of rice increased from Rs. 68.00 per quintal to Rs. 77.00 per quintal). To assure reasonable price to agriculturists, consistent with price of Jute etc., this Government enhanced the procurement price from Rs.37.00 to Rs.46.50 per quintal of paddy and from Rs. 61.51 p to Rs. 78.50 p per quintal of rice. As a cumulative effect of these facts, there has been some increase in price of rice in Tripura (Udaipur Rs. 137.00, Amarpur Rs. 124.00, Belonia Rs. 96.00, Sabroom Rs. 121.00, Sonamura Rs. 161.00, Sadar Rs. 126.00, Kailashahar Rs. 145.00, Kamalpur Rs. 126.00, Khowai Rs. 106.00, Dharmanagar Rs. 117.00 per quintal as on 31. 3. 67.)

121 Fair Price Shops are functioning in Tripura, out of which 17 and 6 fair price shops are in operation in Dharmanagar and Kailashahar Sub-Divisions raspectively. Shortfall in rice quantum is made good by wheat. 900 gms. of rice and 1250 gms. of wheat per adult per week are being supplied to vulnerable section of the people in Kailashahar and Dharmanagar Sub-Divisions.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফর ক্ল্যারিফিকেশন। ধর্মনগর মফঃস্বল এ্যারিয়াতে কি চাল রেশনে দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—যতটুকু আমার জানা আছে এখন ধর্ম্মনগরে চাল রেশনে দেওয়া হয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ধর্ম্মনগরে যে রেশন দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে কি বি ক্লাশ কার্ডগুলিতে সমানভাবে রেশন দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—ক্যাটাগরী অনুসারে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ কিন্তু আমার প্রশ্ন হল যে বি ক্লাশ কার্ডগুলিতে সকলে রেশন পাচ্ছে না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—এই মাত্র অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কাজেই এখন বলা সম্ভব নয়।

শ্রীএরশাদ আলী চৌধুরী ঃ—উদয়পুরে কতগুলি রেশন সপ আছে এবং সেগুলিতে গম এবং চাল দেওয়া হচ্ছে কিনা মফঃস্বলে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোন্ কোন্ জায়গায় রেশন সপ আছে আর কোন্ কোন্ জায়গায় নাই এখন সেটা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটু আগে খবর পেলাম যে ধর্মনগরে বি ক্লাশ কার্ডে কেবল এম্প্লয়ীজদের রেশন দেওয়া হচ্ছে। জেনারেল পাবলিক না পাওয়ার কারণ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—যদি বিধির ফলে অসন্তোষ হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই অসন্তোষ দূর করা হবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—প্রশ্নটা ছিল যে বি ক্লাশ কার্ডগুলিতে কি শুধু গভর্ণমেন্ট এম প্লয়ীজরাই পাচ্ছে না জেনারেল পাবলিকও পাচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে, এ, বি, সি, কার্ড যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—ফর ক্ল্যারিফিকেশন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বর্ত্তমানে আগরতলা শহরে ময়দা কি পরিমাণে আছে এবং উনি যে বলেছেন নাই সেটা আনার জন্য কি কি ব্যবস্থা করেছেন সরকার পক্ষ থেকে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি এমন কোন কথা বলি নাই। আমি বলেছি শর্টেজ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কি পরিমাণ আছে এবং কতদিন চলবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ইহা ডিমাণ্ডের উপর নির্ভর করে সময় অনুসারে। কারণ জৈষ্ঠ্য মাসে ময়দার কাটতি একরকম, আষাঢ় মাসে একরকম, পূজার সময় একরকম, পূজা না থাকলে একরকম। অতএব সেটা এখন সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। সময়ানুসারে ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—বর্ত্তমানে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ময়দা আনার জন্য ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ময়দা যে ডিমাণ্ড আছে সেই অনুসারে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেইভাবে করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—ব্যবস্থাটা কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমরা ময়দা এনে বিভিন্ন হোলসেলাস দের দিয়েছি এবং সেটা সেখান থেকে বেকারীতে গিয়েছে এবং তারা রুটি তৈরী করে বাজারে ছেড়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সদর এলাকা বিশেষ করে বিশ্রামগঞ্জ, টাকারজলা বা জিরানীয়া এইসব এলাকাতে চালের দর ৫০ টাকার উপরে হওয়ায় সেখানে কেন রেশন দোকান খোলা হচ্ছে না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সময়োপযোগী ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন চালের কতটুকু দর উঠেছে টাকারজলার, বিশ্রামগঞ্জ এবং জিরানীয়াতে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেই জায়গাতে পাহাড়ী যারা আছেন তারা চাল বাজারে আনছেন না। সেটা মজুত করে রাখছেন। সেইজন্য বাজারে ক্রাইসিস বাড়ছে অতএব সরকার চিন্তা করে দেখছেন এই সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই তথ্য কোথা থেকে পেলেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটা জনসাধারণের মধ্য থেকেই সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি রাজী আছেন যাদের ঘরে চাল আছে সেই ধানচালগুলি তাদের ঘর থেকে সীজ করে আনতে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আমি আগে বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই তথ্য অনুসন্ধান করে যথাবিহিত ব্যবস্থা করতে সরকার কার্পণ্য করবে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা খবর রাখেন কি যারা কংগ্রেসের কর্মী তাদের ঘরেই বেশীর ভাগ ধান চাউল আছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পুর্ব্বেই বলা হয়েছে যে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে একটা চক্রান্ত হয়েছে যাতে তাদের পকেটস্ থেকে পাবলিকের কাছে ধান চাল বিক্রি না করে, যোগাযোগ না রাখে। সেই ব্যবস্থার ফলে তারা মজুত করে ক্রাইসিস্ সৃষ্টি করবে এবং সেই সম্বন্ধে সরকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য চিন্তা করছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা ?

Mr. Speaker—Hon'ble Member it is almost a debate on the Calling Attention Notice. You have got no such scope for Discussion.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আমি তো বার বার বলেছি।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Mr. Speaker— Next item in the List of Business is the laying on the Table of the Tripura Tourist Vehicles Rules 1967. Now I shall request the Hon'ble Minister incharge of Transport Department to lay before the House the Tripura Tourist Vehicles Rules, 1967.

(Laid on the Table)

Hon'ble Member may have their copies from the Library of the Assembly Secretariat.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রিভিলেজ মোশনটা দিয়েছিলাম সেটার কি হল ?

Mr. Speaker—I have already said that it is under my consideration.

Government Business (Financial)
Voting on Demand for Grants for 1967—68.

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business is Voting on Demands for grants for 1967-68. To-day 6 demands viz. demand Nos. 14—Education 19—Co-operation, 25—Electricity Schemes, 41—Capital Outlay on Electricity Schemes, 21—Community Development Projects, National Extention Service and Local Development Works and 45—Capital Outlay on schemes of Government Trading are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos.—25—Electricity Schemes and 41—Capital Outlay on Electricity Schemes together and I shall have one general debate on these Demands as they are of allied nature ; of course, I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his demand No. 14—Education.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,25,80,00/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 14, Major Head 28—Education.

Mr. Speaker :— Now I call Shri Aghore Deb Barma M. L. A. to move his cut motions on this demand. Hon'ble Member has got as many as 10 cut motions on this Demand, so I would request the Member to be brief in his speech.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নম্বর ১৪—এডুকেশান, এখানে ব্যয় বরাদ্দ ৩,২৫,৮০,০০ টাকা চাওয়া হয়েছে। এই বাজেট এক্সপেণ্ডিচার

বাজেট কোন সন্দেহ নাই, তবে সামগ্রিক ভাবে আমি এই বাজেটের উপর আলোচনা করতে চেষ্টা করব, তবে প্রথমে আমি আমার কাট মোশানের উপর বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন ত্রিপুরার মধ্যে যে হারে লোক সংখ্যা বাড়ছে, তাদের যদি শিক্ষার উন্নতি অগ্রগতি করতে হয়, তাহলে ত্রিপুরাতে একটা আর্ট কলেজ খোলা দরকার, এই দিক থেকে বিচার বিবেচনা করেই আমি 'to establish an Art College in Tripura এই কাট মোশানটি রেখেছি। আরেকটা cutmotion হচ্ছে' Inadequacy of provision in the Miscellaneous (Non-Plan) items'. অর্থাৎ, মিসেলীনিয়াস আইটেমের যে অবস্থা এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের মধ্যে দেখা যায়, কন্টিনজেন্সি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যে সমস্ত আইটেমস আছে, সমস্ত মিলিয়ে যে এ্যামাউন্ট এই বাজেটে রাখা হয়েছে, এটা ত্রিপুরার চাহিদা অনুযায়ী অত্যন্ত কম, এটা আরও বেশী রাখা দরকার ছিল। অবশ্য রুলিং পার্টি'র মিনিষ্টাররা বলে থাকেন" যে আগের তুলনায় অর্থাৎ রাজার আমালের তুলনায় এখানে অনেক স্কুল কলেজ করা হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। একথা অবশ্য অনস্বীকার্য, কারণ রাজার আমলে কিছুই ছিল না, নামে মাত্র কয়েকটি স্কুল ছিল। কিন্তু এটাও ঠিক যে তখন লোকসংখ্যা কম ছিল এবং শিক্ষার অগ্রগতির কোনপ্রশ্ন তখন ছিল না। তখন ছিল রাজার আমল, এখন হয়েছে গনতন্ত্র' এর যুগ, কাজেই এখন যদি রাজার আমলের সংগে তুলনা করে বলা হয় যে আমরা অনেক করেছি বা অনেক বেশী করা হয়েছে এবং এই বলে আত্মতুষ্টির মনোভাব নিয়ে যদি থাকি, তাহলে শিক্ষার দিকে খুব অগ্রসর হতে পারা যাবে না। যদিও ত্রিপুরায় অনেক কলেজ হয়েছে, অনেক হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল, জুনিয়ার বেসিক, সিনিয়ার বেসিক স্কুল করা হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ এই স্কুলগুলি নামেই আছে, সেগুলি ওয়েল ইকুইপ্ট এখন পর্যন্ত হয় নাই। কোন জায়গায় হয়ত স্কুল ঘর নাই, কোন স্কুলে হয়ত ফার্নিচার নাই, প্রত্যেকটি সাবডিভিশানে, সাব্রুম থেকে আরম্ভ করে ধর্ম্মনগর পর্যন্ত সমস্ত স্কুলগুলি যদি একটি একটি করে দেখি, তাহলে দেখা যাবে প্রায় প্রত্যেকটি স্কুল, বিশেষ করে মফঃস্বলের স্কুলগুলির মধ্যে মাষ্টার মহাশয় যে বসে পড়াবেন, তার চেয়ার পর্যন্ত নাই, ছাত্রদের বসে পড়ার মত টেবিল পর্য্যন্ত নাই। এই সমস্ত ঘটনা আজকে দেখা যাচ্ছে শুধু কাগজে কলমে স্কুল করলাম এবং অনেক স্কুল করা হয়েছে বলে বক্তৃতা হয়ত রুলিং পার্টি'র মিনিষ্টাররা দিতে পারেন। কিন্তু কার্যতঃ ঠিক ঠিক মত যদি স্কুল করতে হয়, তাহলে তার যে বিভিন্ন ইকুইপমেন্টস, সংশ্লিষ্ট জিনিষপত্র সাপ্লাই দেওয়া দরকার, সেই দিকে কোন রকম নজর দেওয়া হচ্ছে না। দীর্ঘদিন লেখালেখির পরও কর্তৃপক্ষের নজর সেদিকে আকৃষ্ট হয় না। গ্রামাঞ্চলের স্কুলের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। সেখানে কেউ যায় না, অফিসার বাবুরা সেখানে কম যান, অতএব সেখানে চেয়ার থাকলেই কি আর না থাকলেই কি। বড় রাস্তার পাড়ে চড়িলামের মধ্যে সেখানে একটা স্কুল আপগ্রেড করে হায়ার সেকেণ্ডারী করা হয়েছে, সেখানেও টুল টেবিল ইত্যাদি অনেক কিছু নাই। কৈলাশহরের কাঞ্চনপুরে একটি হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল আছে, সেটা নামে মাত্রই আছে। কার্যতঃ সেখানে টেবিল

চেয়ার কিছুই নাই, শিক্ষকরা যে চেয়ারে বসে পড়াবেন তার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা নাই, দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলছে। অনেক লেখালেখি হচ্ছে, তার কোন ফয়দা হচ্ছে না অর্থাৎ কোন রকম প্রতিকার হচ্ছে না।

আমার ৬নং Cut Motion হচ্ছে, 'To establish Law College at Agartala', আজকে লোক সংখ্যার অনুপাতে আগরতলায় একটা ল' কলেজ খোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ল' কলেজ আছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত সেই ব্যবস্থা হয় নাই। ত্রিপুরার প্রয়োজন এর দিকে নজর রেখে ইমিডিয়েট্‌লি এখানে একটা ল'কলেজ খোলা দরকার। আরেকটা কথা হচ্ছে যদিও আগরতলা শহর খুবই ক্ষুদ্র, কিন্তু এখানে বিভিন্ন কারণে আজকে অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্বেও, পড়াশোনা করার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, সারাদিন চাকুরী বা বিভিন্ন ভাবে তারা রোজগার করেন। আজকে যদি একটা নাইট কলেজ খোলা হত, তাহলে এই সমস্ত মানুষের পক্ষে লেখাপড়া করার একটা সহায়ক হত, কাজেই সেই দিকে নজর রেখে আমি আবেদন রাখব যে এখানে একটা নাইট কলেজ খোলা হউক।
আর' মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একথাটা খুবই পুরানো, তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি ডিপাটমেণ্টের মধ্যে আমরা দেখি বেতনের একটা এনামলী আছে। যেমন এডুকেশান ডিপার্টমেণ্টে আছে। একই পোষ্টে চাকুরী করছেন, একই কোয়ালিফিকেশান, কিন্তু বেতনের দিক থেকে তারতম্য করা হচ্ছে। আজকে বিভিন্ন স্কুলের 'এর মধ্যে এই অবস্থা চলছে। ট্রেইণ্ড গ্রেজুয়েট যে স্কেলে বেতন পান, আন ট্রেইণ্ড গ্রেজুয়েটেরা সে হারে বেতন পান না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এমন ঘটনাও ত্রিপুরার মধ্যে আছে যে ৩০ বছর ধরে চাকুরী করার পরও তাদের বেতন বা স্কেল রিভাইজ্‌ড হয় নাই। পূর্বে মান্ধাতার আমল থেকে যে পোষ্টে বা যে স্কেলে এপয়েণ্টমেণ্ট পেয়েছিলেন, আজকে ২০/৩০ বছর চাকুরী করার পরও সেই পোষ্টে, সেই স্কেলে বহাল আছেন। আমরা যদি একথা ধরে নেই যে ট্রেইণ্ড গ্রেজুয়েটকে এবং আনট্রেইণ্ড গ্রেজুয়েটকে পৃথক স্কেল দেওয়া হবে, তাহলে আজকে একটা জিনিষ ভাবতে হবে যে যারা আনট্রেইণ্ড, তাদের যত সম্ভব ট্রেইণ্ড করে তুলতে হবে। কিন্তু তাও করা হচ্ছে না। এমন কতকগুলি ঘটনাও আছে যে যারা খাতিরে লোক তাদের বাছাই করে ট্রেনিং'এ পাঠিয়ে ট্রেইণ্ড করে আনা হয়। আর অন্যান্য যারা আছেন তারা ট্রেনিং 'এর কোন সুযোগ সুবিধা পান না। আজকে ২৫ বছর ধরে যারা শিক্ষকতা করে আসছেন তাদের পর্যন্ত এই ট্রেনিং 'এর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না। কাজেই বেতনের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ট্রেইণ্ড গ্রেজুয়েটেরা পান তা তারা পান না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে একই ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে, একই পোষ্টে কাজ করবেন, একজন রিভিশান অব পে স্কেলের বেনিফিট পাচ্ছেন, আবার অনেকে হয়ত পান না, এই যে একটা এনামলীজ চলছে, এটা দীর্ঘদিন চলতে পারে কিনা? কাজেই আমি অনুরোধ করব সেটা যাতে অতিসত্বর দূর করা হয়।

আর রিভিশন অব পে স্কেল সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত শিক্ষকদের অনেকে আছে, যাদের কেউ কেউ রিভাইজ পে স্কেল পান নাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এক ডিপার্টমেণ্টে কাজ করবে,

একই পোষ্টে কাজ করবে একজনের, পে রিভাইজড্ হয়ে গেল আর একজনের হল না, এই যে অ্যানোমেলিস চলছে এটা দূর করা দরকার। সেন্ট্রাল এডুকেশন বোর্ড থেকে একটা ইনষ্ট্রাকশন নাকি আছে দুই বৎসর পর পর প্রত্যেকটি কর্ম্মচারীকে পার্ম্মেনেন্ট বা কোয়াসি পার্ম্মেনেন্ট ডিক্লারেশন দিতে হবে। কিন্তু ত্রিপুরাতে এমনি একটা মজার ব্যাপার যে ১৩। ৪ বছর ধরে চাকুরী করার পরও পার্ম্মেনেন্ট তো দূরের কথা, কোয়াসী পার্ম্মানেন্ট পর্য্যন্ত ডিক্লারেশন দেওয়া হয় না। সাধারণ টিচাররা এডুকেশন ডাইরেক্টরের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চান না, কারণ তারা সহজ এবং সরল লোক। কর্ত্তৃপক্ষ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা ছাত্রের মত তা মেনে নিয়ে কাজ করে যায়, তারা উপরে লেখা লেখি করেন না এইসমস্ত নিয়ে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে একটা ইনজাষ্টিস করা হচ্ছে। অতএব আইনত যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা এগুলির কোনটাই তারা পাচ্ছেন না। প্রায় জায়গার মধ্যেই এই অ্যানোমেলিজ চলছে। আর একটা মজার কথা হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেসরকারী হলে ত কথাই নাই, পেনসনের বেনিফিট, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ সুবিধার বালাই তাদের নাই। একটা ফিকস্ড পে তাদের পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কাজেই এই যে বেসরকারী শিক্ষকরা যারা এইরকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না, যারা ট্রেনিং থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অবস্থা চিন্তা করে তাড়াতাড়ি যে সমস্ত আনট্রেণ্ড শিক্ষক আছে তাদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের যদি কোন হোমরা চোমরার সংগে খাতির থাকে বা কোন মিনিষ্টারের সংগে খাতির থাকে, যদি কোন সিট না থাকে তবুও মিনিষ্টারের চিঠি নিয়ে যদি দেওয়া যায় সেখানে তখন সিট পাওয়া যায়। খাতির যাদের আছে তারা পায় আর যারা সরল এবং নিরীহ তারা বছরের পর বছর এইসমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একটা দুইটা শিক্ষক নয় প্রায় শিক্ষকদের মধ্যেই এই অবস্থা। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে এইভাবে পক্ষপাতিত্ব না করে আজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যাতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেজন্য অন্ততঃ শিক্ষার ব্যাপারে এইসমস্ত সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গী বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বাদ দিয়ে আজকে এই দলাদলির উর্দ্ধে থেকে এই শিক্ষা বিভাগকে চালিয়ে যাওয়া দরকার। কাজেই মিনিষ্টাররা যে কিভাবে কথায় কথায় হস্তক্ষেপ করেন সেটা বুঝতে পারিনা। আজকে প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যেই এইরকম অবস্থা হয়। টেনিং এ যেতে হলে মিনিষ্টারের সুপারিশ নিতে হবে। এই যদি অবস্থা চলতে থাকে তাহলে শিক্ষার দুর্নীতি মুক্ত কি করে হবে। পে স্কেলের অ্যানমেলিজ থেকে শিক্ষকদের বাঁচাতে হবে। এগুলি দূর করতে হবে। একটা সাধারণ শিক্ষক বা গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক একজন লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক থেকেও কম বেতন পায়। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা।

আর মিস্-ম্যানেজমেন্ট ইন দি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এই সম্পর্কে তো বহু আছে। এইরকম বহু তথ্য দেওয়া যায়। তবে কয়েকটা তথ্য আমি এখানে উল্লেখ করছি। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে পরিচালনা করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আর একটা cut motion হল টু এষ্টাব্লিশ কলেজেস অ্যাট উদয়পুর, ধর্ম্মনগর

অ্যাণ্ড আগরতলা।" আজকে সাদার্গ সাব-ডিভিশনে যদিও বিলোনীয়াতে একটা কলেজ স্থাপন করা হয়েছে, তথাপি প্রয়োজনের তুলনায় বিলোনীয়ার কলেজটা যথেষ্ট নয়। আজকে ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে উদয়পুরের মধ্যেও একটা কলেজ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

আর একটা cut motion হচ্ছে Inadequacy of provision of Educational assistance to the children of Goldsmiths. অর্থাৎ সার্কুলার দেওয়া হয়েছে যারা স্বর্ণশিল্পী তাদের ছেলেদের শিক্ষা বাবদ সাহায্য ইত্যাদি দেওয়া হবে। এই সার্কুলার পাওয়ার পর যারা স্বর্ণশিল্পী—তারা ফর্ম্ম পূরণ করে দরখাস্ত করেছিল সাহায্যের জন্য। কিন্তু কেউ হয়ত পেয়েছে, কেউ হয়ত পায় নি। না পাওয়ার সংখ্যাই বেশী। অর্থাৎ আইনে পেলেও, সংকীর্ণ দৃষ্টি ভংগীর জন্য যেটা পাওয়ার কথা সেটাও পাচ্ছে না।

আর একটা cut motion হচ্ছে inadequacy of provision for teaching of local language, এখানে একটা বক্তব্য রখতে হয়। কারণ ধেবর কমিশনের রিকমেণ্ডশনের মধ্যে আছে প্রশ্ন বোধকের মত। নেফাতে ১০টা ভাষায় অর্থাৎ তাদের যে ডায়লেক্ট, বিভিন্ন ট্রাইব যারা আছে, তাদের যে ডায়লেক্ট সেই ডায়লেক্টে তারা বই প্রচার করতে পেরেছে। কিন্তু ত্রিপুরা আবহমান কাল ধরে উপেক্ষিত হয়ে আছে। বাজেটে আমরা অবশ্য প্রতি বৎসর ব্যয় বরাদ্দ রাখি, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ফাণ্ডেও টাকা থাকে কিন্তু কার্যতঃ এখানকার শিক্ষা বিভাগ, উপজাতিদের শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হোক, এটা তাদের কাম্য নয়। আজ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই করেন নাই। আমি টি, টি, সি, এর আমলের কথাই বলছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তখন এই রাজ্যে যারা অর্থাৎ যে টাকা এখানে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়, সেই টাকা কি হয়েছে। এখানে যারা জে, বি, ইনস্পেক্টর, পুলিশ ইনস্পেক্টর, স্কুল ইনস্পেক্টর আছে, তাদিগকে ত্রিপুরী ভাষা শেখানো হয়। শেখানোর পরে তাদের একটা পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষা করতেন আমাদের এক দেব বর্ম্মা ঠাকুর সাহেব। আমাকে উনি পরে এইসমস্ত খাতা দেখতে বলতেন। পরে আমি অবশ্য না করে দিয়েছি যে আমার নামে না আসলে আমি এইসমস্ত খাতা দেখব না। এই পরীক্ষায় যারা ফার্স্ট, সেকেণ্ড হত তাদের পুরস্কার বিতরণের জন্য এই টাকা খরচ করা হত। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে এটাকে লুপ্ত করে দেওয়াই এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মনোবৃত্তি।

আজকে নেফা বা আসামের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে হরেক রকমের ট্রাইব, যেমন মিকিরি হউক, খাসিয়াই হউক, লুসাই হউক, প্রত্যেকটি উপজাতীদের আলাদা ডাইলেক্ট আছে, তাদের ডাইলেক্টকে ভাষা গুরে নিয়ে আসা হয়েছে, এবং সেই ভাষায় আজকে তারা বি. এ. পর্যন্ত পড়তে পারছে এবং সেই ভাবে তাদের পাঠ্য পুস্তকও রচিত হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে সেই চেষ্টা নাই। ত্রিপুরায় যে সমস্ত ট্রাইবেল আছে, তাদের যে ডাইলেক্ট সেটা যাতে অতি দ্রুত শেষ হয়ে যায় তারই চেষ্টা এখানে চলছে। কারণ আজকে বছরের পর বছর বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখার পরও দেখা যায়, সেই ডাইলেক্টসগুলির উন্নতি হওয়া ত দূরের কথা, সেগুলি

আজকে সমাধির পুপে বসেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেডিও স্টেশন-এ আমরা দেখি যে ত্রিপুরী ভাষায় একটা প্রোগ্রাম করা হয়েছে। কিন্তু সেটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সেই প্রোগ্রামটাকে বিকৃত করে সমস্ত জায়গার মধ্যে বাংলা শব্দ ঢুকিয়ে দিয়ে, অরিজিন্যাল ওয়ার্ডগুলি সেখান থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অর্থাৎ সেটাকে যত তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়া যায় তারই চেষ্টা চলছে। যদি বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ ঠিক ঠিক ভাবে এই জাতীয় ভাষাকে উন্নত করার জন্যই ব্যয়িত হয়, তাহলে আজকে আসামের বিভিন্ন গারু, হাজং, এবং আরও অনেক ট্রাইবেল সেখানে আছে, তাদের যে ডাইলেক্ট আছে সেগুলি যেমন ভাষার রূপ নিতে পেরেছে অসমীয়া ভাষা যে হল, সেটা স্বাধীনতার পূর্বে খুব বেশী উন্নত ছিল না, স্বাধীনতার পরে সেই ডাইলেক্টগুলির ক্রমোন্নতি করে আস্তে আস্তে ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। ঠিক তদরূপ এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন পাহাড়িয়া ডাইলেক্টগুলি নিয়েও একটা ভাষা হতে পারত, কিন্তু সেইদিকে কোন চেষ্টা কতৃপক্ষের নাই।

এই সম্পর্কে আমরা বহুবার বহু দাবী রেখেছি, টি. টি. সি'র আমল থেকে এই এ্যাসেম্বলী পর্যন্ত অনেক প্রস্তাব আনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই দিকে কতৃপক্ষের নজর নাই। যত তাড়াতাড়ি এটা ধ্বংস হয়ে যায়, সেই দিকেই হচ্ছে তাদের নজর। কাজেই আমি এখানে একথা বলতে চাই যে ত্রিপুরার ভাষার মধ্যে ত্রিপুরী ভাষাই হল মেইন, অজ্ঞাত ইতিহাস যদিও বলে না, তবু আমার এইটুকু ধারণা যে পূর্বে রাজকার্যও এই ত্রিপুরী ভাষায় চলত। এই ভাষাকে ডেভেলাপ করা যায় না, এটা কোন কথা নয়। আসামের মধ্যে যে বিভিন্ন ট্রাইবেল আছে যেমন মিকির, হাজং, গারু ইত্যাদি, তাদের যে স্টক অব ওয়ার্ডস, সেগুলি আমাদের চেয়ে যে বেশী তা নয়, তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। আজকে তারা সেগুলি ভাষা হিসাবে তৈরী করে নিয়েছে। আজকে বিভিন্ন সময়ে আমরা শুনতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরাতে হরেক রকমের, ডাইলেক্ট, এটা ঠিক নয়, আমরা জানি যে ত্রিপুরার মেজর ট্রাইবেল হচ্ছে ত্রিপুরী রিয়াং, জমাতিয়া, কলই, রুপিনি, ওয়ুই, এইগুলি প্রায় একই ভাষাভাষা। যদিও রিয়াং এবং ত্রিপুরী ভাষার মধ্যে ওরিজিন্যালী এক, শুধু একটু টানের বেশকম। ত্রিপুরার মধ্যে মেজর ট্রাইবেল হিসাবে ধরে নেই, আসলে এইগুলিই হচ্ছে মেইন, আদার যে ট্রাইবেল তাদের আলাদা হরফ আছে। কাজেই আজকে যদি শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নজর থাকত, নিশ্চয়ই এটা করা যেত। কিন্তু তারা চান না এটা উন্নত ভাষা হউক। তারা এই ভাষার উন্নতির নামে শুধু একটা প্রহসনই করছেন। তারা হয়ত বলতে পারেন যে ত্রিপুরী ভাষার কোন বই নাই, প্রথমে কোন দেশেই কোন ভাষার বই ছিল না, সেটা আস্তে আস্তে করে নেওয়া হয়েছে। যে কোন ভাষাকেই উন্নতি করতে হলে ভাষাবিদের দরকার, যেমন আসামে করা হয়েছে, সেটা রোমান হরফে করা হয়েছে এবং তার জন্য রোমান মিশনারীদের যথেষ্ট অবদান আছে, তাদের মাধ্যমে এই পাহাড়ি ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। আজকে ত্রিপুরার মধ্যেও এটা করা যেত। এখানে একটা কথার কথা বলছি যে বাংলায় 'ভই, ভই হয়' কিন্তু ত্রিপুরী

ভাষার সেটার উচ্চারণ হয় 'ভয়' বাংলা অক্ষর দিয়ে ত্রিপুরী ভাষার বানান বা উচ্চারণ করা যায় না, এই সমস্ত অক্ষরগুলি ঠিক করে নিতে নয়। যেমন অসমীয়া ভাষার মধ্যে ব'এর পেট কেটে দিলে ওয়াঁ উচ্চারণ হয়, ঠিক তদরূপ ত্রিপুরী ভাষার মধ্যেও তারতম্য আছে। এটা সাধারণের পক্ষে, আমাদের মত মূর্খের পক্ষে আজকে এটাকে দাঁড় করানো খুবই শক্ত। যদি কতৃপক্ষের ইচ্ছা থাকত তারা কোন ভাষাবিদ এনে, সমস্ত ট্রাইবসের ডাইলেক্টগুলিকে সংগ্রহ করে, বই ছাপিয়ে দিতে পারত, অভিধান করতে পারত। বহু বই আজকে বেড়িয়ে যেত, যেমন আসামের বিভিন্ন পাহাড়ি ভাষাগুলির বই বেড়িয়েছে। সরকার যদি ইচ্ছা করতেন, চেষ্টা করতেন, তাহলে আসামের ট্রাইবসদের আগেই আমাদের এটা হয়ে যেতে পারত। আজকে শুধু ভাষার কথাই নয়, প্রত্যেকটি জিনিষের মধ্য দিয়ে এই জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে আসছে যে এখানকার যে কংগ্রেস পার্টি তারা চান যে ট্রাইবেলরা যাতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এই দৃষ্টি ভংগী থাকার দরুনই আজকে সেই দিকে কোন নজর দেওয়া হচ্ছে না। এইগুলি উন্নত করার নামে, বিকৃত ভাবে চালু করে এইগুলিকে শেষ করে দেওয়ার একটা অপচেষ্টা চালান হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে, জোর করে একটা সমাজের মানুষকে আরেকটা সমাজ ঢুকিয়ে দিলে, তা কোন দিন উন্নত হতে পারে না। কারণ মানুষ, মানুষই, চালকুমড় বা মিষ্টিকুমড়ের লতা নয় যে মাচা করে দিলে মাচার উপর ধরবে। তাই আজকে এই উপজাতীর উন্নতি যদি করতে হয়, তাদের ভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা কোথায়? আজকে ত্রিপুরার মধ্যে শিক্ষাবিদ কম, বিশেষ করে উপজাতীয়দের মধ্যে। আজকে উপজাতী এলাকার মধ্যে 'বেসিক' চালিয়ে দেওয়া হল, বেসিক কথাটা খুবই সুন্দর, উচ্চাংগ ধরণের শিক্ষা এই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আমি বলতে পারি, বেসিক পদ্ধতি যদি ঠিক ঠিক মত কার্যকরী করতে হয়, তাহলে হাতে নাতে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। বাঙলা কথা দিয়ে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়েছে, ট্রাইবেল অঞ্চলেও বেসিক ছাড়া কোন গতি নাই। একটা পাহাড়ি ছেলে ত্রিপুরী ভাষায় কথা বলে, বাংলা ভাষা বলতে পারে না, জন্মের পর থেকেই সে ত্রিপুরী ভাষায় কথা বলে আসছে। আমি নিজে কলিকাতা ইউনিভারসিটির মেট্রিক পাশ, আমি এখনও ভাল করে বাংলা বলতে পারি না। একটা পাহাড়ি ছেলে সে স্কুলে গেল, তাকে হাতে নাতে শিক্ষা দিতে হবে, অতএব তাকে একটা আম দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল বলতো এটা কি? সে বলে দিল 'থাঁইচু' আর একটি বাঙালী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হল, সে বলে দিল 'আম'। আম বানান করত? বাঙালী ছেলেটি বলে দিল স্বর—'আ', 'ম' 'আম' কিন্তু পাহাড়ি ছেলে সে নাম কোন দিন শোনেনি; কাজেই এইভাবে কি করে যে শিক্ষা হবে আমি জানি না। ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার সাথে সাথে স্বতঃ ভাবে শিক্ষার স্পৃহা পাহাড় অঞ্চলে পর্যন্ত জাগান হয়েছিল, সেই স্পৃহাকে ডাইভার্ট করে দেওয়ার জন্যই ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে বেসিক পদ্ধতির নামে এই অবস্থা চালান হচ্ছে। অর্থাৎ এই পাহাড়ি সমাজকে একেবারে শেষ করে দাও, এই হচ্ছে সরকারের নীতি! কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এটা আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে

হবে। আমরা যদি আসামের অন্যান্য পাহাড়িয়া অঞ্চলের মত সুযোগ সুবিধা পেতাম, তাহলে আমরা আরও অনেক দূর অগ্রসর হতে পারতাম। কিন্তু আমরা শিক্ষার ব্যাপারে দেখি যে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার থেকে বোর্ডিং হাউস করানো হয়, যেমন অম্পিতে একটা করা হয়েছে, মানিকভাণ্ডার করানো হয়েছিল, কামালঘাটে করানো হয়েছিল, কিন্তু সেখানে ট্রাইবেলরা থাকতে পারছে না।

কিন্তু সেখানে ট্রাইবেল থাকতে পারে না। তবে মিনিস্টাররা বলতে পারেন, কেন তারা বোর্ডিংএ থাকে না। ওরা তো দরখাস্ত করেনি। কিন্তু একটা কথা বুঝতে হবে। যারা পাহাড়ী তারা সরল। আজকে এক একটা স্কুলে তারা পড়ছে অম্পি স্কুলের হেড মাষ্টার বোর্ডিং ঘর দখল রেখেছেন। একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বা হেড মাস্টারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তাকে কোয়ার্টার থেকে সরিয়ে দেওয়ার মত কাজ ছাত্ররা করতে পারে না। ঐখানে বহু টাকা খরচ করা হয় কিন্তু কার্যতঃ এমন কোন উদ্দেশ্য নাই যে এখানকার পাহাড়ীরা লেখাপড়া শিখুক। কাজেই তাদের শেষ করে দাও, বাঙ্গালীতে কনভার্ট করে দাও। কাজেই সামগ্রিক ভাবে যদিও ত্রিপুরায় বহু স্কুল কলেজ হয়েছে, কিন্তু আমি জোর করে এই কথা বলতে পারি, লোয়ার সেকশনের যারা ছাত্র তারা জুনিয়ার বা সিনিয়ার স্কুল পর্যন্তই যা থাকবার থাকে। কলেজে যেতে যেতে তাদের সংখ্যা প্রায় নিল হয়ে যায়। কাজেই এটা একটা ফর্ম্মালিটি। এটা সারা ভারতবর্ষকে দেখাবার জন্যই করা হয়ে থাকে। সুতরাং এই অবস্থার মধ্যে সামগ্রিক ভাবে কোন উন্নতি অগ্রগতি হতে পারে না। যদি আজকে উন্নতি অগ্রগতি করতে হয় তাহলে এই ত্রিপুরী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে বহু ভাষাবিদ আছেন, তাঁদের যদি ডেকে আনা যেত তাহলে এই ভাষাটাকে উন্নত করা যেত, কিন্তু তা না করে তারা চান এটাকে শেষ করে দিতে। কিন্তু একটা কথা বুঝা দরকার যে ইচ্ছা করলেই একটা সম্প্রদায়কে শেষ করে দেওয়া যায়না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউ টু ডিপ্রাইভ—অর্থাৎ ট্রাইবেল ছাত্রদের বুকগ্রান্ট, ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার কথা আইনে অবশ্য আছে, কিছু কিছু দেওয়া ও হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ভাবে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে এইরকম নজীর আমরা অনেকবার দেখিয়েছি। একটি ফাষ্ট ডিভিশনের ছাত্র ইংরাজীতে মার্ক পেয়েছে ৭২, বাংলাতে পেয়েছে ৭৮, ক্লাসিক্সে পেয়েছে ৬৮, জিওগ্রাফিতে ৫০ এর মধ্যে ২৩ সায়েন্সে ৫০ এর মধ্যে ২৫, তারপর হ্যানণ্ড রাইটিং এ ২৬। এইভাবে ফার্ষ্ট ডিভিশনের ছাত্র বুধজং হায়ার সেকেণ্ডারী ক্লাশ এইটে উঠেছিল। কিন্তু তাকে বুক গ্র্যানটা পর্যন্ত দেওয়া হলনা। তাদের বক্তব্য হল—আমরা তো সব শিক্ষা বিভাগে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর শিক্ষা বিভাগের বক্তব্য হল—আমরা তো যা পেয়েছি সব দিয়ে দিয়েছি। এইভাবে অনেক জায়গায় ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে। নিয়ম আছে দেওয়ার কথা, কিন্তু দেওয়া হয় না। ইচ্ছাকৃতভাবেই এটা করা হয় কিনা সেটা আমি বলতে পারছি না। কিন্তু এইরকম হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে রুলিং পার্টি থেকে বলা হয়েছে যে আমরা অনেক

স্কুল করেছি, আর কত করব। কথাটা আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু স্কুলে যখন ভর্তি হবার সময় তখন যে কি একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় তা মাননীয় সদস্যরা প্রত্যেকেই জানেন। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন জিনিষপত্র কন্ট্রোল করা হয় তখন লোকের কুপন নিয়ে লাইন দিয়ে গিয়ে জিনিষ আনতে হত। আর ভীড় এমন হত যে বাড়িতে এসে কেউ কেউ বলত যে মুরগীর খাঁচার ভিতর যেমন মুরগীরা গিজ গিজ করে থাকে ঠিক তেমনি লোকে গিজ গিজ করছে। এখানে ভর্তির সময়ও ঠিক এই অবস্থাই হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো স্কুলে ভর্তি হওয়া এরকম দুঃসাধ্যই হয়ে উঠে। যদি উমাকান্ত স্কুলে বা তুলসীবতী স্কুলে সিট পেতে হয় তাহলে তার পেছনে কারো না কারো সুপারিশ লাগবেই। আজকে কলেজে পর্যন্ত এই রকম অবস্থা। কৃষ্ণদাসবাবুকে নিজে চিঠি লিখে পাঠাতে হয়। আজকে এই কথা স্বীকার করি যে স্কুল কলেজ বেড়েছে, কিন্তু তুলনামুলকভাবে তা বাড়েনি। ছাত্র সংখ্যা যে অনুপাতে বেড়েছে সেই অনুপাতে স্কুল কলেজ বাড়েনি। এরকম বহু স্কুল আছে যে হাই স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারীতে উন্নীত করেছেন। কোন কোন স্কুলে সায়েন্স আছে কিন্তু তার যন্ত্রপাতি নাই আবার কোন কোন জায়গায় যন্ত্রপাতি রাখবার জায়গা নেই। গুদামের মধ্যে পড়ে আছে, রাখার মত উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যাচ্ছেনা। কাজেই একটা জিনিষ আজকে চিন্তা করতে হবে, শিক্ষার উন্নতি করতে যদি আমরা চাই তাহলে যে সমস্ত কথা আমি বলেছি সেগুলির যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। কোন কোন জায়গায় স্কুল ঘর আছে, স্কুলের খুঁটি আছে, কিন্তু স্কুলের ছানি বা বেড়া নাই। আর কোন স্কুল ভেঙ্গে গিয়েছে, জীবনেও তার রিপেয়ার হয় না।

কথা প্রসঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত বিধান সভার অধিবেশনে আমি একথা উল্লেখ করেছিলাম যে চড়িলাম স্কুলের কাছে একটা ট্রাইবেলদের বোর্ডিং আছে, ছাত্রদের সেই বোর্ডিং এর পাকের ঘরে থাকতে হচ্ছে। কারণ সাইক্লোনে বহু দিন হয় তাদের থাকার ঘর ভেঙ্গে গেছে আজ পর্য্যন্তও সেটা রিপেয়ার করা হয় নাই। অনেক লেখালেখি হয়েছে কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নাই, এই হল অবস্থা। একবার যদি ভাঙ্গে. তাহলে আবাহমানকাল, অনন্তকাল সেটা সেই ভাঙ্গা অবস্থায়ই থেকে যায়। আরেকটা কথা হচ্ছে যে শিক্ষা বিভাগ দুর্নীতি মুক্ত হওয়া দরকার, অবশ্য সমস্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ আনছি না, যদি কেউ ঢালাও ভাবে আমার কথা নিয়ে থাকেন, তাহলে ভুল করবেন কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড নিয়ে যে কারচুপি হচ্ছে এমন ঘটনাও আছে, অর্থাৎ ষ্টাইপেণ্ডের কিছু অংশ নিজের পকেটে নিয়ে না পুরলে পরে ঐ বোর্ডিং'এ সীট পাওয়া বা স্টাইপেণ্ড পাওয়ার কোন উপায় থাকেনা। এটা নিয়ে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিন্তিত। যেমন আমাদের সদর সাউথের মধ্যে প্রাথমিক স্কুল কনষ্ট্রাকশানের জন্য গ্র্যান্ট দেওয়া হয়, তার মধ্যে আমার গ্রামের স্কুলও আছে। কিন্তু যে রি-কনষ্ট্রাকশান গ্র্যান্ট হাজার। বার শত টাকা দেওয়া হল, এখান থেকে কনট্রাকটারকে টেণ্ডার বেসিসে এগ্রেমেন্ট দেওয়া হল, কনট্রাকটার বিশালগড় যেয়ে বসে থাকলেন, ইনসপেক্টার বাবুর সঙ্গে ঘুরাফেরা,

চলাফেরা করলেন. আর ইনসপেক্টার বাবু স্কুল কমিটিগুলিকে তাগিদ দিলেন যে তোমরা তোমাদের টাকা নিয়ে যাও। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে স্কুল ঘরটা হয়তো ঠিকই আছে, সামান্য রিপেয়ারের প্রয়োজন, সেখানে পাঁচশত টাকা রিকনস্ট্রাকশান গ্র্যাণ্ড মঞ্জুর হয়ে গেছে, সেই জায়গাতে দুই শত টাকা খরচ করে পাঁচ শত টাকা বিল করে নিয়ে যেওয়া হল, এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই এই রি-কনস্ট্রাকশান গ্র্যান্ট যে সমস্ত স্কুলের জন্য স্যাংশান হয়, সেই সমস্ত স্কুলের কমিটির হাতে দিয়ে দেওয়া হউক, আর না দেওয়ার যদি পলিসি হয়ে থাকে, তাহলে যাতে কনট্রাকটার সেখানে গ্রামের স্কুলগুলির মধ্যে নিজে যেয়ে কাজ করান তাব ব্যবস্থা করা দরকার। কনট্রাক্টার নিয়োগ করার পরও যদি স্কুল কমিটিগুলিকে দিয়ে কাজ করানো হয় এবং পাঁচ শত টাকার কাজ করিয়ে হাজার হাজার টাকার বিল ড্র করে নিয়ে যাওয়া হয় সেই স্কুলের রি-কনস্ট্রাকশানের নামে যে শিক্ষা বিভাগে এই সাংঘাতিক দুর্নীতি ঢুকেছে সেই জিনিষটা দূর করা দরকার। নতুবা শিক্ষার অগ্রগতি দূরের কথা, এটা একটা প্রহসনে পরিণত হবে। আর বেসিকের কথাতো আমি বললামই যে সেটা একটা উদ্দেশ্য মূলক ভাবে চালনো হচ্ছে। আর শিক্ষা সম্পর্কে আরেকটি কথা এখানে বলতে হয়, গ্রামের কথা আমি নাই বললাম, এই যে কুঞ্জবন, কাংকরী টিলার মধ্যে অফিসার বাবুদের কোয়ার্টার করা হল, এর কাছাকাছি কোন স্কুল নাই, কাজেই আজকে যেখানে মানুষের বসতি, যেখানে মানুষ থাকে সেখানে স্কুলের দরকার। আজ যারা কাংকবী টিলায় কোয়ার্টারে থাকেন তাদের ছেলে মেয়েরা বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, বড়দের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তারা না হয় টাউনে এসে পড়াশোনা করতে পাববে, কিন্তু ছোটরা এত দূরে এসে পড়াশোনা করতে পারে না, কাজেই তাদেব শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকাব। কিন্তু সেটা কেন যে করা হচ্ছে না বা ইমিডিয়েট করা হবে কিনা তাও আমি জানি না। এইভাবে গ্রামের মধ্যেও অনেক স্কুল আছে যে অন্যান্য এলাকা থেকে এসে সেই সমস্ত স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে হয়, অনেক দূর হয়ে যায়, যেমন রাংগাপানীয়া, যারা পাকিস্তান থেকে এক্‌চেঞ্জ করে এসে-ছেন, তাছাড়া আগের ট্রাইবেলও কিছু সংখ্যক সেখানে আছে, অতএব লোকসংখ্যা সেখানে বেড়ে গেছে, সেই স্কুলে ৬০।৭০ জন ছাত্র আছে। তারা প্রাইভেটলি একটা স্কুল সেখানে চালাচ্ছেন, কাজেই এই সমস্ত স্কুলগুলি যাতে তাড়াতাড়ি সরকারী ভাবে টেক্ ওভার করা হয়, সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের গ্রামের স্কুল কামাল-ঘাট এখন জুনিয়ার হাই আছে, সেই স্কুলটাকে হায়ার সেকেণ্ডারী করার জন্য আমি বলেছিলাম। বর্ত্তমানে সেখানে একটা ল্যাণ্ড ডিসপ্যুট আছে, সেটা মীমাংসা হয়েছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু এই স্কুলটাকে আপগ্রেড করা হচ্ছে না। এইভাবে শুধু কামালঘাট নয়, বিভিন্ন জায়গায় বহু স্কুল আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বি, টি, ট্রেণিং যারা দেয়, ভর্ত্তির সময় সাধারণতঃ বিধি অনুযায়ী তাদের হোষ্টেলে থাকার কথা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছাত্র ছাত্রীরা হোষ্টেলে থাবার জন্য আবেদন করা সত্বেও সীট পায় না, মফঃস্বল থেকে যারা আসেন তাদের কেউ

হয়তো পান, কেউ পান না, এই হচ্ছে অবস্থা। এখানে বি, টি. ট্রেণিং যারা দিচ্ছেন তারা নিজেরা বাড়ী ভাড়া করে থেকে ট্রেণিং নিচ্ছেন, তাদের কোন স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় না, যারা যারা হোষ্টেলে থাকেন, তাদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। এখন মূল প্রশ্ন হচ্ছে, যারা ট্রেণিং নিচ্ছেন, তাদের প্রত্যেকে ষ্টাইপেণ্ড পাওয়া দরকার এবং তারা যাতে হোষ্টেলে থাকতে পারেন, তাদের একমোডেশানের ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। যাই হউক, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার কাট মোশান যেগুলি এখানে রেখেছি, তার উপর মোটামুটী বক্তব্য রেখেছি। কাজেই আজকে এই শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে, এবং চাওয়া হয়েছে, যদিও মিনিষ্টাররা বলবেন যে

ত্রিপুরার পক্ষে এটা যথেষ্টে হয়েছে, কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষাকে যদি দ্রুত অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে এই বরাদ্দ বাস্তব অবস্থার সংগে সংগতি রেখে করা হয়েছে বলে মনে করার কোন কারণ নাই। লোক সংখ্যা যে হারে দিনের পর দিন ত্রিপুরাতে বাড়ছে তার দিকে দৃষ্টি রেখে আজকে শিক্ষা খাতে আরও ব্যয় বরাদ্দ রাখা দরকার ছিল। শিক্ষা হচ্ছে জাতীর জীবনের মেরুদণ্ড। ছাত্র ভর্তি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা অভাব দেখা যাচ্ছে স্কুল আছেতো, শিক্ষক নাই, ট্রেইণ্ড বি, টি, টিচার নাই, সায়েন্স টিচার নাই, এই যে অবস্থাগুলি চলছে, যদি এটা মিট আপ করতে হয়, বাইরে থেকে টিচার এনে হলেও এটা দূর করা দরকার। তাই এই বাজেটের মধ্যে ব্যয় বরাদ্দ যে রাখা হয়েছে, আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে যদিও নিশ্চয়ই সেটা কম নয়, কিন্তু কার্য্যতঃ বাস্তব অবস্থার সংগে এটার কোন সংগতি নাই, আরও বেশী করে টাকা সেখানে রাখা দরকার ছিল। যেখানে টিচার নাই, টিচিং ফি দেওয়া দরকার, যেখানে কোয়ার্টার নাই, যেমন কাঞ্চনপুর স্কুল নামে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করা হয়েছে. কিন্তু সেখানে কোয়ার্টার নাই, এই সমস্ত জায়গায় কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা দরকার। এই ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক স্কুল আছে, যেখানে শিক্ষকদের কোয়ার্টার নাই। যেমন চড়িলাম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, সেখানে শিক্ষদের কোয়ার্টার নাই, টিচার কম, এইগুলি যাতে পূরন করা হয়, যেখানে টুল টেবিল নাই সেখানে সেইগুলি দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার, সেখানে ঘর নাই, ইমিডিয়েট সেটা করা দরকার এবং ফার্নিচার না থাকেল ফার্নিচারের ব্যবস্থা করা দরকার। কাজেই সামগ্রিক ভাবে বাস্তব অবস্থার সংগে যদি মিলিয়ে দেখি, তাহলে এই বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ যে টাকা আছে এটা কম, আরও রাখা দরকার বলে আমি মনে করি, একথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : – মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা, আপনি আপনার কাট মোশন সম্বন্ধে বলুন।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশন এখানে রাখছি উচ্চতর বিদ্যালয়ের অভাবে ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তির অসুবিধা, কাটমোশন রাখছি এই জন্য

যে কিছু দিন হয় স্কুলের ছাত্রদের বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হতে যায়। কিন্তু বহু ছাত্র, এমন কি এখনও আমাদের চীফ মিনিষ্টারের হাতে একটা পিটিশন নিশ্চয়ই আছে এবং এডুকেশন ডাইরেকটরেটে পিটিশন করেছে যে খাদ্যাভাবের দরুণ সে পড়াশুনা করতে পারে নাই। ক্লাস টেনের ছাত্র সে। চেষ্টা করেও কোন বোর্ডিং এ সে স্থান পায় নাই। সেই দিক থেকে যাতে তার খাদ্যাভাবটা তে আছেই এক দিক দিয়ে এবং যাতে সে যে কোন স্কুলে গিয়ে ভর্তি হতে পারে সেটা করতে অনুরোধ করছি। এই জন্য স্কুল বাড়ানোর প্রয়োজন। যেমন ধরুন, যদি কোন এলাকায় শুধু প্রাইমারী স্কুল থাকে আর সিনিয়ার স্কুল থাকে, তাহলে সেই এলাকার লোক কোথায় ভর্তি হবে। আমি উদাহরণ স্বরূপ বলছি যে তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই পর্যন্ত কোনখানে একটা কলেজ ও নাই বা হায়ার সেকেণ্ডারীও খুব কমই আছে, কাজেই সেই দিক থেকে অন্যান্য সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীরা যারা আছে তাদের পক্ষে ভর্তির সময়ে একটা ভীড়ের সম্মুখীন হতে হয়। সেই দিক থেকে যদি বিভিন্ন গ্রামগুলিতে যেমন ধরুন আশারামবাড়ীর দিকে যদি একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল থাকে তাহলে সব দিক দিয়েই ভাল হয় এবং সেখানে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করতে পারে। আর এইরকম ভাবে বিভিন্ন এলাকায় যাতে হায়ার সেকেণ্ডারীটা খোলা হয় তারি জন্য আমি এখানে আমার এই কাট মোশন রাখছি। আর এছাড়া খোয়াইয়ে বহু হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে এবং সেখানে একটা কলেজের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সাব-ডিভিশন থেকে যদি ছাত্র এসে আগরতলায় পড়তে হয় তাহলে তাদের অনেক টাকা পয়সার দরকার হয়। এটা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। তাদের টাকা পয়সার অভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু কলেজ তো দূরের কথা। একটা সিনিয়ার বেসিক স্কুল পাওয়াও আমাদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। ভাগ্যটা কি রকম? এর মধ্যে দেখলাম নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব মুহুর্ত্তে আলাদিনের ম্যাজিক লণ্ঠনের মত কলাগাছিয়ায় একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করা হয়ে গেল। এত বৎসর ধরে দাবী করে আসছে কিছুই হল না, অথচ নির্বাচনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটা ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলটা হয়ে গেল। কিন্তু এই ম্যাজিক লন্টন যে কি রকম কাজ দেয় সেটা শুধু ত্রিপুরার দিকে না তাকিয়ে সারা ভারতের দিকে তাকান। তাহলেই উপলব্ধি করতে পারবেন। আর একজন বলেছেন যে তোমাদের মাথা নুন দিয়ে খাব। কিন্তু যেখানে সারা ভারতের লোক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, তারা যক্ষের যে ধন আঁকড়ে ধরে বসেছিল পাহাড়া দেবার জন্য সেখান থেকে তাদের কিরকমভাবে হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে একটা জনতার সরকার গড়ে উঠেছে। সেইদিকে তাদের নজর দিতে বলছি। উনি যে মন্তব্য করেছেন তখন উনি দেখবেন যে আলাদিনের লণ্ঠনটা ঠিক কিনা। আর একদিন আমি বলেছিলাম কাঠালিয়া সন্তোষ চৌধুরী পাড়া, আর একটা হল রতনপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্য পিটিশন করেছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। কাজেই তারা যাতে সাহায্য পায় এইজন্য আমি এখানে কাটমোশানটা রাখছি। আর বেহালাবাড়ীতে যাতে ছাত্র ভর্তির জন্য কোনরকম অসুবিধা না হয় তার জন্য হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলা প্রয়োজন।

আর বাজেটের ভিতরে উপজাতি বা তপশীলি জাতির ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং খোলার কোন প্রভিশন আমি দেখলাম না। এখানে রুলিং পার্টি'র কারো মুখ থেকে এই কথা বের হল না যে এখানে একটা বোর্ডিং খোলা দরকার। কাজেই আমি বলতে চাই যে এখানে তপশীলি এবং উপজাতির জন্য যাতে আরও বেশী রকম ভাবে বোর্ডিং খোলার জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়, তার জন্য আমি প্রস্তাবটা রাখছি এখানে। আর শুধু এটাই নয়, আমাদের পাহাড়ী ভায়েরা যাতে শিক্ষায় উন্নত না হতে পারে তারি জন্য কিন্তু কতজন দুর্নীতিপরায়ণ লোকের দ্বারা এই ষড়যন্ত্রগুলি চলছে। কমলপুরের দিকে মানিকভাণ্ডারের যে বোর্ডিংটা খোলা হয়েছে সেই বোর্ডিংএ বাকরাই বলে একটা ট্রাইবেল আছে। সে চায় প্রথম বোর্ডিংটায় থাকতে। কিন্তু সেখানে দেখলাম তপশীল জাতি আছে, কিন্তু আমরা তাতেও আপত্তি করিনি। কিন্তু ট্রাইবেল নাই কেন? সেখানে তাদের স্থান দেয় না কেন? গত বৎসর খোয়াইয়ে বোর্ডিং এর মধ্যে স্কুল করেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার? তিনি বললেন যে আমার ইচ্ছা, যেখানে খুশী বোর্ডিং খুলব। তারপর এডুকেশন ডিরেক্টর এবং চীফ মিনিষ্টারের সাথে যোগা যোগের পর তিন ঘণ্টার মধ্যে স্কুল সরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং লোককে যদি আমরা শিক্ষিত করে তুলতে চাই তাহলে সমস্ত স্কুল বেসরকারীই বলুন আর সরকারীই বলুন তাহলে তারা যাতে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বলে আমি মনে করি।

অঘোর বাবুর একটা কাট মোশান আছে ভাষা সম্পর্কে। সে সম্পর্কে যদি কিছু বলতে যাই, সেটা হলে এখানে আমার কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। কারণ এখানে সবাই বাঙ্গালী, তবুও বাংলা ভাষার স্থান এখানে নেই। এখানে বিদেশী ভাষায় সমস্ত কিছু চলে এবং দেখবেন আর একটু পরে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কাজেই তারা নিজের ভাষাকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করে। এই রকম লোকের কাছ থেকে কি করে ত্রিপুরী ভাষার উন্নতি আশা করা যায়। যদি ঠিক ঠিক কাজ না করা হয় তাহলে কোন প্রস্তাব বিধানসভায় রাখার কোন মানে হয় না। সেই দিক দিয়েই যদি এই ভাষাকে উন্নত করতে হয় তাহলে পরে আজকে থেকে অন্ততঃ এই মন্ত্রী পরিষদের ভিতরে এই কথাটি উপলব্ধি করা উচিত যে সবকিছুই বাংলা ভাষায় করব এবং অন্যান্য ভাষাকে উন্নত করব। এই অনুরোধ আমার প্রত্যেকের কাছে রইল এবং আমার সবগুলি ডিমাণ্ডের উপর আমার বক্তব্য রেখে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্ম্মা, আপনার কাটমোশন মুভ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার পূর্ব্বে মাননীয় অঘোর বাবু মহাশয় উনার কাটমোশানের মাধ্যমে যে সমস্ত আলোচনা করে গেছেন, সেই সমস্ত বিষয়গুলি খুবই যৌক্তিকতাপূর্ণ, ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এর সম্পূর্ণ মিল আছে, কাজেই আমি উনার যে বক্তব্যগুলি. তার সমর্থনে এবং আমার কাট মোশানের উপর কিছু আলোচনা করতে চেষ্টা করব। ত্রিপুরাতে যে সমস্ত বোর্ডিং'এ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন

করছে, বিশেষ করে তপশীলি এবং উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা, তাদেরকে যে হারে এখন স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, সেই হারে বর্ত্তমানে দুর্মূল্যের বাজারে তারা চলতে পারে না। আমরা দেখছি যে টাউন অঞ্চলে তাদেরকে ১'২৫ টাকা দেওয়া হয় এবং গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত ছেলে মেয়ে বোর্ডিং'এ থেকে লেখাপড়া করে তাদেরকে এক টাকা মাত্র দেওয়া হয়। কাজেই এই জিনিষটা আমাদের চিন্তা করা দরকার। আজকের এই দুর্মূল্যের বাজারে এই টাকা দিয়ে তাদের পক্ষে জীবন ধারণ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। কাজেই এই হাউসের কাছে একথা আমি বলতে চাই যে তাদের স্টাইপেণ্ড বাড়িয়ে কমপক্ষে অন্তত: দুই টাকা পর্যন্ত করা হউক, সেটা না করলে পরে আজকে সেই সমস্ত বোর্ডিং থেকে লেখাপড়া করে তাদের জীবনের মান উন্নত করতে পারবে এমন আশা আমি অন্তত: দেখি না। আরেকটা কথা হচ্ছে, বেসরকারী এবং সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বা ভাতা প্রয়োজনের তুলনায় এই দুর্মূল্যের বাজারের দিনে, খাদ্যসংকটের দিনে, দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতির দিনে তাদের যে হারে বেতন দেওয়া হচ্ছে সেটা দিয়ে তাদের পরিবার প্রতিপালন করে যাওয়া সম্ভব নয়, বিশেষ করে যারা বেসরকারী স্কুলে আছেন, তাদের কোন ভাতা বা এ্যালাউন্স দেওয়া হয় না, তাদের দেওয়ার কোন প্রভিশান এই বাজেট ব্যয় বরাদ্দের ভিতরও আমি দেখতে পাচ্ছি না।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী:—পয়েন্ট অব অর্ডার। বেসরকারী স্কুল সম্পর্কে তিনি বলতে পারেন কিনা এখানে ?

Mr. Speaker :—Yes, he can discuss on this point,

সরকারী এবং বেসরকারী এখানে দুইটার কথাই আছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাদের বেতন এবং ভাতা যাতে করে বৃদ্ধি করা হয়, তার জন্য এই বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করা দরকার ছিল। কিন্তু বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম, সেটা আরও বাড়ান উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, আমরা অনেক দিন থেকে শুনে আসছি, ত্রিপুরাতে কিছু কিছু যে না হয়েছে তা নয়, কিছু কিছু চলছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক যে শিক্ষা ব্যবস্থা, আজকে আমরা দেখছি, এর উপর শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ কোন রকম চাঁপ দিচ্ছেন না এবং আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে, পাহাড়িই হউক বা অপাহাড়িই হউক, প্রত্যেকটি জাতীর মধ্যেশিক্ষাগত যে চেতনা, সেটা আজকে খুবই কম। শিক্ষা না করলে পরে, নিজের ছেলে মেয়েদের যত্ন না নিলে পরে কি অবস্থা হবে না হবে সেই চিন্তা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের মনেই এই চেতনা জাগে নাই, কাজেই সরকার থেকে যদি এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্তার উপর জোর দেওয়া যায় এবং সেটার ব্যবস্থা করা যায়, তার ব্যবস্থা এখানে রাখা উচিত ছিল. কিন্তু সেটা রাখা হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পাঠ্য পুস্তক এর উপর দুর্নীতি যে চলছে সেটা অত্যন্ত দু:খ জনক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখলে আমরা কি দেখি, আমরা দেখি যে

প্রত্যেকটি মানুষ জীবিকা নির্ব্বাহের খরচ তারা কুলিয়ে উঠতে পারছে না, কাজেই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য তাদের পুস্তক কিনার জন্য যে একটা বিরাট অংশ তারা অনেকেই সেটা যুগিয়ে উঠতে পারছেনা এদিকে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর নূতন পাঠ্যতালিকা বাহির করেন, সেটা অনেক ছেলেমেয়েদের পক্ষে, বিশেষ করে নিম্ন ক্লাশের ছেলে মেয়েদের মধ্যে এই পরিবর্ত্তনটা আমরা বেশী দেখতে পাচ্ছি, অথচ এই পুস্তকগুলি যদি গতবারের পুস্তকগুলির সংগে তুলনা মূলক ভাবে দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে দুই একটি গল্প'এর মধ্যে তারতম্য থাকে, এই যে পরিবর্ত্তন, আমার মনে হয়, পাঠ্য পুস্তকের বদল প্রতিবৎসর যে হচ্ছে, তার কারণ এই শিক্ষা বিভাগের সংগে কোম্পানীর একটা বোধ হয় চুক্তি আছে, সেই চুক্তির ভিতর দিয়ে এই সমস্ত রদ বদল চলছে, এই সমস্ত দুর্নীতি যদি আজকে দমন করা না যায়, পুস্তক কিনার উপায় যদি সহজ সরল না হয়, তাহলে পরে আজকে শিক্ষা ক্ষেত্রে কি অবস্থা যে দাঁড়াবে সেটা বলা খুবই কঠিন। আজকে এই অবস্থা যাতে করে দূর করা যায় তার জনা সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রীকে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য এই হাউসের মাধ্যমে আমি অনুরোধ করছি, যাতে তদন্ত করে দেখা হয় প্রতি বৎসর কেন এই পাঠ্য পুস্তকের তালিকা বদল করা হয়। এবং তদন্ত কমিশানের মাধ্যমে এই গলদগুলি বাহির করা দরকার। তা না হলে পথে দেশের ছেলে মেয়েরা প্রতি বৎসর নূতন পুস্তক কিনে স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে যে রীতিমত স্কুল করতে পারবে তার সম্ভাবনা খুবই কম। আজকে যদি আমরা গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাব অনেক ছেলেমেয়ে, বিশেষ করে উপজাতীয় ছেলেমেয়েদেব মধ্যে বেশীর ভাগ ছেলে মেয়েই পুস্তক ক্রয় করতে পারে না। কাজেই এদিক থেকে যদি একটা কনক্রীট ব্যযস্থা যদি না নেওয়া হয়, তাহলে পরে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার পথ যে সুগম করে দেওয়া সেটা আমরা করতে পারব না। আজ ত্রিপুরার প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টে দুর্নীতি ঢুকতে আরম্ভ করেছে, শিক্ষা বিভাগে দুর্নীতি ঢুকবে না সেটা চিন্তা করা করা খুবই কঠিন। কাজেই এই যে পাঠ্যপুস্তক বদল প্রতি বৎসর হচ্ছে, আমার মনে হয় একটা বুঝা পড়ার ভিতর দিয়ে সেটা হচ্ছে, এবং সেখানে লেন দেন নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, তা না হলে পরে প্রত্যেক বৎসর পুস্তক পরিবর্ত্তনের কোন মানে থাকতে পারেনা। একথা বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে সীমাবদ্ধ করছি এবং আশা করছি যে শিক্ষা বিভাগের যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তিনি নিশ্চয়ই এটার তদন্ত করে দেখবেন।

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 2 P. M. to day.

After lunch.

Shri Promode Das Gapata—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় অঘোর বাবু অনেক-গুলি Cut motion রেখেছেন এবং তা রাখতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন যে টাকা বরাদ্দ কম, আর এক জায়গায় বলেছেন যে টাকা বরাদ্দ প্রচুর কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। এই self Contradictory বক্তব্যের উত্তর না দিয়ে আমি বাস্তবের দিকে চলে যাচ্ছি। বাস্তবটা হচ্ছে এই Education খাতে আমরা দেখেছি ১৯৬৬-৬৭ সালে revised estimate এ ২,৭৩,৭৫,০০০ টাকা। আর এবারের বাজেট এ্যাষ্টিমেটে আমরা

দেখাচ্ছি ৩, ৩২, ৮০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। এখানে জিনিষটা ভুললে চলবে না যে আমাদের বাজেট তৈরী করতে কেন্দ্র থেকে আমরা বছরে ১৯ কোটি টাকা পাচ্ছি তা দিয়ে ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বিভিন্ন খাতের দিকে লক্ষ্য রেখে সুষম বণ্ঠন করতে হবে। এই দিকে চিন্তা করলে দেখা যাবে কেন্দ্র থেকে পাওয়া এই ১৯, ৭৮,০০,০০০ টাকার ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তার মধ্যে শিক্ষা খাতই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করছে। শিক্ষার দিক দিয়ে ত্রিপুরার কি রকম উন্নতি হয়েছে তা যদি দেখতে চাই তবে ১৪।১৫ বছর আগেকার অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করলে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমাদের বিবেচনা করতে হবে ১৯৫১ সালে যে census হয়েছে তাতে ত্রিপুরাতে শতকরা কতজন লোক লেখাপড়া জানতো আর ১৯৬১ সালের census-এ কতজন লোক লেখাপড়া জানেন।

সে সব জিনিষের উপর ভিত্তি করে আমাদের উপর সমালোচনা করতে হবে, সমালোচনা করার অনেক কিছু আছে। এখনও ত্রিপুরাতে শিক্ষার ব্যাপারে অনেককিছু রয়ে গেছে তবে একথাও সত্যি যে তা করতে হবে আমাদের সঙ্গতির মধ্যে অর্থাৎ যে টাকা আমরা পাচ্ছি তার উপর নির্ভর করেই শিক্ষা খাতে আমাদের ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে। ৯৫১ সালে ত্রিপুরাতে আক্ষরিক জ্ঞান ছিল মাত্র শতকরা ১৫ পনের এবং ১৯৬১ সালের Census report এ তা বাড়িয়ে হয়েছে শতকরা ২২ জন। আর আজকে যদি census করা হয়, আমার বিশ্বাস ত্রিপুরাতে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৩০ এর উপর দাড়াবে। আর আমরা যদি অন্যান্য এদেশের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে আমাদের রাজ্যের শিক্ষার এই যে percentage, তা খুব খারাপ নয়। তবে যারা ভুলতে চায় ভূলুক কিন্তু আমরা ভুলব না যে একটা সামন্ত রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কি রকম হতে পারে তা আপনারা বুঝতে পারেন। কারণ রাজা-মহারাজা তাদের পোষণ চালাবার জন্য প্রজাদের শিক্ষার ব্যবস্থা তেমন ভাবে করতেন না যাতে প্রজারা সচেতন না হতে পারেন। সামন্ত রাজাদের এই ছিল নীতি। কেননা তারা বুঝতেন যে প্রজারা যদি সচেতন হয় বা জ্ঞান অর্জ্জন করেন, তবে ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য তারা লড়াই করতে পিছ পা হয় না। এই কারণেই অনেক সামন্ত রাজ্যে লেখাপড়ার ব্যবস্থা বা বিস্তার করা হত না। আমরা আরও দেখেছি যে আমাদের ত্রিপুরাতে শিক্ষিতের হার যেখানে শতকরা ২২ জন, সেখানে উড়িষ্যাতে ২১ জন এবং বিহারে ১৮ জন, হিমাচল প্রদেশে ১৭ জন মাত্র এটা ১৯৬১ সালের এর কথা। এছাড়া শিক্ষার দিক দিক দিয়ে যে সব রাজ্য উন্নত বলে আমরা মনে করি—যেমন West Bengal, তার শিক্ষিতের হার ও শতকরা ৩৩ জনের বেশী নয়। আমাদের এও বিবেচনা করে দেখতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ বছর আগে সেখানে শতকরা ১৩।১৪টি ছেলে মেয়ে স্কুলে যেত। এখন শতকরা ৮০টা ছেলে মেয়ে স্কুলে যায়। তবু কি বলতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার অগ্রগতি হয়নি। অতএব ত্রিপুরা যে শিক্ষার দিক দিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে তা বাস্তব সত্য। তবে এও ঠিক যে আমাদের ত্রিপুরাতে শিক্ষার ব্যাপারে এখনও অনেক কিছু করার রয়ে গেছে। এখানে একটা Cut motion রয়েছে Art College সম্পর্কে। আমার কথা হল শুধু scheme হাতে নিলেই তা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে যায় না।

তারা বলছেন scheme এর অভাব স্কীম হাতে নেওয়া হউক। স্কীম হাতে নিলে চলবে না তাকে implement করতে হবে। একদিনে তো আর scheme কে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় না। স্কীম নিয়ে ত কাজ কম হচ্ছেনা। Engineering College, Music College হয়েছে, তাছাড়া মফঃস্বলেও কলেজ হচ্ছে। Women College হয়েছে তাকে আরও Develope করা হচ্ছে। সবই স্কীম অনুযায়ী হচ্ছে এবং তা সময় সাপেক্ষ। শিক্ষার যে স্কীম টা হাতে নেওয়া হবে, শিক্ষা বিভাগের নজর রাখতে হবে যে তাকে যেন perfectly implement করা হয়। শিক্ষা বিভাগ যখন মনে করবে যে ত্রিপুরাতে Art College এর প্রয়োজনীয়তা আছে, তখন তার জন্য টাকা বরাদ্দ করা হবে এবং ভবিষ্যতে তা যে হবে না এমনটা বলা উচিত নয়। আর তারা বলেছেন Law College হওয়া উচিত। আমি মনে করি ত্রিপুরাতে আজকে যে post graduate class খোলা হয়েছে তার জন্য শিক্ষা বিভাগকে আমাদের অভিনন্দন জানানো দরকার। আগে ত্রিপুরার ছেলেদের post graduate course পড়ার জন্য কলকাতার যেতে হত। এখন তারা নিজের ঘরে বসে post graduate course পড়ার সুযোগ পাবে। হয়তো আপনারা বলতে পারেন যে সব পড়ার মত সুযোগ হয়নি, শুধু mathematics এর class খোলা হয়েছে, Economics, History প্রভৃতির class খোলা হয়নি। বলাটা বড় সোজা। কিন্তু উপযুক্ত অধ্যাপক পাওয়া যে কত মুস্কিল তাও চিন্তা করা দরকার। আজকে বিরোধী পক্ষ সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না, তারা শুধু চাই আর চাই ধ্বনি তুলছে। কিন্তু চাওয়ার পথে যে কি বাধা আছে, সেদিকে যদি দৃষ্টি দিতেন, তবে আর এই চাই চাই ধ্বনি তুলতেন না। মনে হয় চাওয়াটা কমিয়ে নিতেন। তাদের আরেকটা চাওয়া হল Night College. আমরাও অনুভব করি ত্রিপুরাতে যারা গরীব কর্মচারী আছেন, তাদের যদি উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে হয় বা জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হয় এবং ভবিষ্যতের উন্নতির পথ সমুজ্জ্বলতর করতে চান তবে এখানে Night College এর একান্ত প্রয়োজন আছে। তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার জন্যও সময়ের দরকার, সময় মত Night College ত্রিপুরাতে হবে এটা আমরা আশা করছি।

তারপরে আর একটা cut motion এ বলা হয়েছে, Inadequancy of provision in the misc. items. মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মারফত হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে বাজেটের A-4 : Miscএ ১৯৬৬-৬৭ সালে বরাদ্দ ছিল ৩,৫৪,৬০০ টাকা

আর ১৯৬৭-৬৮ সালে ৪,০০,৪০০ টাকা। তাছাড়া non-planএ আরও আছে BI (4)এ যেখানে ৬৬-৬৭ সালে ছিল, ৯,৮৩,৫০০ টাকা সেখানে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ধরা হয়েছে ১০, ৩১,৬০০ টাকা। তারপর Misc. non planএ CI (3) তে ১৯৬৬-৬৭ সালে ছিল ৯,৪৭,৫০০, সেখানে ১৯৬৭-৬৮ সালে ধরা হয়েছে ৯,৮৯,১০০ টাকা। আরও non-plan Misc DI(4)এ যেখানে ১৯৬৬-৬৭সালে ছিল ৬,২৭,৭০০ সেখানে ধরা হয়েছে ৬০,০৭,৫০০/-টাকা তাহলে দেখা যাচ্ছে provision যে কমানো হয়েছে তা ঠিক নয়। বরং যেখানে বাড়ানো দরকার সেখানে provision বাড়ানো হয়েছে। ১৯৬২-৬৩ সালে যেখানে দেখেছি ৪৪টা Higher Seconl dary School এখন তা বেড়ে হয়েছে ৬৫টা। আর যেখানে primary school পূর্বে ছিল ৫০০/৬০০টি সেখানে আজ ২ হাজারের উপর হয়েছে। আর যেখানে ৬২-৬৩তে Midde

School ছিল ১০৬ তা এখন বেড়ে হয়েছে ১৫০টি। অতএব স্কুল যে বাড়েনি তা মোটেই ঠিক নয়। সাধারণ নিয়ম হল ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে স্কুল খোলা হয়। কেবল এখানে ওখানে স্কুল নেই স্কুল দাও বলে চেচালে স্কুল দেওয়া যায় না। যেমন Primary School করতে হলে ৫কাণি জমি দিতে হবে, ছাত্র সংখ্যাও সেই অনুপাতে হতে হবে তাহলেই স্কুল খোলা সম্ভব হবে। Senior Basic School করতে হলে জমি দিতে হবে, ঘর দিতে হবে। একটা Higher Secondary School করতে হলে জমি দিতে হবে, ঘর দিতে হবে। একটা Higher Secondary School করতে হলে কমপক্ষে ১৫ কাণি জমি দিতে হবে, ঘর দিতে হবে ও নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র থাকতে হবে। কাজেই এই ধরনের কোন প্রস্তাব দেন নি যাতে কোন স্কুলকে upgrading, নুতন করে খোলা যেতে পারে। তারা শুধু আলাদ্দিনের প্রদীপের কথাই চিন্তা করছেন। তবে আমি বলতে পারি আমি যে স্কুলের প্রস্তাব দিয়েছি তার প্রত্যেকটিব Particular দিয়েছি। এবং তার মধ্যে আন্তরিকতা, শুভেচ্ছা ও যুক্তি আছে। আমার কথা হল যে প্রদীপের তেল নেই সেটা কোন সময়েই জলতে পারেনা। কেননা তারা বলেছেন প্রদীপ আছে তেল নেই। কিন্তু আমার বক্তব্য হল এখন তেল আছে কি নাই, তেল কি কিছুটা যোগাড় করেছেন তার কোন হদিশ তারা দিতে পারেননি। অতএব তেলহীন প্রদীপ যে জলে না এটা তাদের জানা উচিৎ। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় অঘোর বাবু আমাদের এখানকার স্থানীয় ভাষা, যেমন ত্রিপুরী এবং হালাম ভাষা, সম্পর্কে বলেছেন, এই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে বলে যে কথা বলেছেন তার মধ্যে আমি যুক্তি দেখছিনা। আমাদের ত্রিপুরার যে ভাষা সেই ভাষাকে আমাদেব উন্নত করা উচিৎ। তারজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিৎ, তিনি আরেকটা কথা বলেছেন যে আজকে যদি আমরা ত্রিপুরার সঙ্গে না থেকে আসামের সঙ্গে থাকতাম তাহলে তারা ত্রিপুরী ভাষার প্রতি দরদ দিত। তবে আমার মতে এরাজ্যে ত্রিপুরী ও বাঙ্গালী পাশাপাশি বাস করছে, এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে একটা নুতন ত্রিপুরা গড়ার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই দিকে তিনি লক্ষ্য না রেখেই শুধু বলছেন যে আমরা যদি আলাদা হয়ে যেতাম তাহলে ভাল হত। তার অর্থ হচ্ছে ত্রিপুরা যেন আলাদা হয়ে যায়। এই আলাদা হওয়ার মনোভাবকে ত্রিপুরার মানুষ কখনই গ্রহণ করবেনা। কোন অবস্থায়ই ত্রিপুরার উপজাতি এটাকে সহ্য করবে না। ত্রিপুরার উপজাতিরা উনাদিগকে গত নির্বাচনে চায়নি— ভোটের মাধ্যমে তারা যে রায় দিয়েছেন। উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনের মধ্যে ৬টিতেই কংগ্রেসের জয় হয়েছে। এর অর্থ হল উনারা এতদিন ধরে উপজাতিদের মধ্যে বিভ্রান্তির চেষ্টা করেছিল। উপজাতিও বাঙ্গালীর মধ্যে বিদ্বেশ ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল, ধেবর কমিশনের নামে, fifth schedule এর নামে যে সমস্ত অপচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছিল তাকে ত্রিপুরার উপজাতি আর আমল দেবেনা, ত্রিপুরায় যদি আমাদের বাঁচতে হয় তাহলে বাঙ্গালী, ত্রিপুরা প্রত্যেকই যে উপজাতির লোক হইনা কেন, আমরা পাশাপাশিই আছি এবং ধেবর কমিশনের পরিকল্পনাকে ত্রিপুরা সরকার যে ভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে যাচ্ছেন

এবং ত্রিপুরার উপজাতির ছেলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার করছেন তা খুব প্রশংসনীয়। তারা যতদূর পর্য্যন্ত পড়তে চায় পড়তে পারে তারজন্য কোন পয়সা খরচ করতে হয়না। তাদের জন্য বোর্ডিং রয়েছে। উনারা দু'একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে বর্ডিং গ্রামাঞ্চলে নেই। কিন্তু সত্যি নয়। আমি জানি যে গ্রামাঞ্চলে ও আছে। এবং কাতলামারাই তার দৃষ্টান্ত। আমি জানি যে অন্যান্য অঞ্চলেও উপজাতিদের জন্য বোর্ডিং আছে। এবং তারা দিনের পর দিন যেভাবে শিক্ষার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে তা সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য। ত্রিপুরা সরকার ধেবর কমিশনের সুপারিশগুলি সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী করবেন তাতে আমার বিশ্বাস আছে। তবে তিনি সমালোচনার মাধ্যমে সাম্প্র-দায়ীক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই পরিতাপের বিষয়, বড় দুঃখের বিষয়। যেমন ত্রিপুরা থেকে যদি আলাদা হয়ে যেতাম তাহলে আমাদের অনেক বেশী ভাল হত। এই যে একটা মনোভাব তা কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায়না এবং আমি জানি ত্রিপুরার লোকেরা এটা কোন দিনই সমর্থন করবেনা।

Goldsmithদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য সম্বন্ধে উনি বলেছেন যে কেহ পাচ্ছে না। সাহায্য করার যে Policy টাকে তিনি সমর্থন করতে পারছেন না। কোন কর্মচারীর দোষক্রটির ফলে goldsmithদের ছেলে মেয়েরা যদি সাহায্য না পায় তাহলে শিক্ষা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই এটা ঠিক হ'ত। কারণ আমি জানি সত্যিকার যদি Goldsmith তা'হলে সরকার নিশ্চয় সাহায্য দেবেন, এটা আমি বিশ্বাস করি। ওনার একটা Cut-motion হচ্ছে— ' to establish Colleges to Udaipur, Dharmanagar and Agartala." তবে এটা সত্যি কথা যে কেন্দ্র ও শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে চিন্তা করছেন এবং ত্রিপুরাতেও তার ব্যবস্থা হচ্ছে। শুধু আগরতলাতে কলেজ থাকবে এবং শিক্ষার বিষয়ে আগরতলার উপর নির্ভর করতে হবে। অন্যান্য জায়গায় কোনও কলেজ থাকবে না, তা ঠিক নয়। কাজেই অন্যান্য Sub-division শহরেও শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার। আর সেই জন্যই বিলোনীয়াতে কলেজ করা হ'য়েছে। কৈলাশহরেও একটি কলেজ হয়েছে। তারপরে উদয়পুর ও ধর্ম্মনগরেও যাতে কলেজ খোলা যায় তারজন্য চেষ্টা চলছে। তারজন্য যে সমস্ত Scheme আছে তাকে implement করতে হবে এবং আমাদের শিক্ষা বিভাগে যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে টাকার ব্যবস্থা হয় তাহলে ঐদিকে নিশ্চয়ই দৃষ্টি দেওয়া হ'বে। সেইজন্য আমিও মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এই অনুরোধ রাখব যাতে সমস্ত সাব-ডিভিশন শহরে কলেজ খোলা হয়। কারণ, দেখা যায় যে, যারা মফঃস্বলে থেকে শহরের কলেজে ভর্ত্তি হ'তে আসে তারা অনেক সময় সীটের অভাবে ভর্ত্তি হ'তে পারেনা। আবার এমন হ'তে পারে যে অনেকের ঐ অঞ্চল থেকে আগরতলায় এসে পড়ার মত সঙ্গতি নেই। এদিকে যাতে সরকার নজর রাখেন তারজন্য আমি অনুরোধ রাখব। তবে কথা হচ্ছে যে শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ টাকার ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এবং যে সমস্ত স্কীম সরকার হাতে

নিয়েছেন তা বাস্তবে রূপায়িত হবে। তার উপর recurring expenditure রয়েছে যাকে বাদ দেওয়া চলে না,—Plan-workএর অনেক কাজ আছে, তার কয়েকটি আমি এখানে উল্লেখ করব। ৫৬টি Higher Secondary School করার জন্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার উপর ধরা হয়েছে। আর যে সমস্ত জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাত্র সংখ্যা রয়েছে সেখানে নূতন নূতন স্কুল খোলার যে প্রয়োজনীয়তা নেই তা আমি বলছি না। আর একটা মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোরবাবু এবং বিদ্যাবাবুর মধ্যে Tribal Boarding সম্পর্কে। কারণ উনারা জানেন না যে Tribal Boardingএ Tribalদের ছেলেরা এবং Schedule Tribeএর ছেলেরা উভয়েই থাকতে পারে। Schedule Tribe এবং Tribal উভয়েই এই সমাজের মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত সমাজ। এই তপশীল জাতি এবং উপজাতিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এবং তাদের Boarding facilities দিতে হবে। শিক্ষার দিক দিয়ে উপজাতি অনেক পিছিয়ে আছে। উপজাতির শিক্ষা যদি শুধু উপজাতি হিসাবেই ধরা হয় তবে তার মধ্যে শতকরা ১০ জন কি displaced Person in Tripura হবে না? কিন্তু এই উপজাতিকে উন্নত জাতির সমপর্য্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। ঠিক সেইরকম আমাদের তপশীল যে জাতি তারাও খুব পিছিয়ে পরা জাতি। তারাও খুব গরীব। আজকে তাদের ও শিক্ষার দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কাজেই উভয়ের জন্য Boarding এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে যে উনাদের কি আপত্তি এটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। কেন যে তারা উপজাতি Boarding এ তপশীলি জাতির ছেলে থাকাতে মন্তব্য করেছেন তার অর্থ আমি ঠিক বুঝলাম না। আশা করি আমাদের উপজাতি এবং তপশীলি জাতির ভাইরা, ছেলেরা একত্রে থেকে যাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসার বিনিময় করতে পারেন সেই চেষ্টা এবং উৎসাহই আমাদের মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যগণের দেওয়া উচিৎ।

তারপর একটি কথা বারবার বলা হয়েছে যে মন্ত্রীমহোদয়ের ভাইবন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করা হয়। অন্য ছেলেরা ভর্তি হতে পারে না। কিন্তু উনারা জানেন যে স্কুলে Admission নেওয়ার আগে একটা পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই পরীক্ষার মাধ্যমে ছেলেদের এবং মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করা হয়। যার merit ভাল থাকে ভর্তি করানো হয়। তথাপি কি শিক্ষায় কি Agriculture, কি Industry, কি পুলিশ সর্ব্ব ব্যপারে উনারা Favouritism দেখছেন। তবে মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যদের দৃষ্টি আমি একটিদিকে আকর্ষণ করছি। Favouritism যে কথাটা সে বিষয়ে যদি উনারা রাশিয়া কিম্বা চীনের দিকে দেখেন তাহলে সেখানে ও Favouritism এর কথা উঠতে পারে। ষ্ট্যালিন যখন Dictator ছিলেন তখন দেখা গেছে তার পুত্র ধা ধা করে ল্যাফ্‌টেনেণ্ট জেনারেল হয়ে গেছে। ষ্ট্যালিন চলে গেলেন, ক্রুশ্চেভ আসলেন। ক্রুশ্চেভের মেয়ের জামাই ধা ধা করে Editor পর্য্যন্ত হয়ে গেলেন। তখন আবার ষ্ট্যালিনের পুত্রের স্থান নেই। নির্ব্বাসনে তার জীবন

গেল। তাহলে দেখা যায় Favouritismটা, তারা যাদেরকে আদর্শ মানেন তাদের যে নেতারা তাদের মধ্যেও কিছুটা Favouritism আছে। তাই ষ্ট্যালিনের পুত্র ল্যাফ্টেনেন্ট জেনারেল হলো। তখন কিন্তু ক্রুশ্চেভের মেয়ের জামাইর স্থান ছিল না। আবার ক্রুশ্চেভ যখন Dictator হলেন তখন তার মেয়ের জামাই Editor হলেন। তখন আবার ষ্ট্যালিনের পুত্রের স্থান ছিল না। আবার দেখা গেল কোসিগিনের কাছে ক্রুশ্চেভের মেয়ের জামাইর পাত্তা নেই। কোথায় আছে তার ও পাত্তা নেই। যখনই যে Dictator হয়েছে Communist Partyর, তিনিই তখন তার ছেলেমেয়ে সবকে rehabilitate করেছেন। কিন্তু Dictatorship এর একটা দোষ হচ্ছে বেশীদিন তার Dictatorshipএর মেয়াদ থাকে না। তখন একজন Dictatorএর পর আর একজন Dictator আসে। সেখানে যখন গণতন্ত্র নেই তখন সঙ্গে সঙ্গেই সব পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। সেখানে যাকে rehabilitate করছেন তার স্থান হয় জেলখানায়, বা সাইবেরিয়ায় তার নির্ব্বাসন হয়।

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করছেন, আলোচনা করছেন তা এই বাজেটের কোন বিষয়বস্তু নয়। কাজেই সাইবেরিয়ার কথা, ক্রুশ্চেভের কথা এই বাজেট আলোচনায় আসতে পারে না।

Shri Promode Rn. Das Gupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের দেশে একটা কথা আছে "জলের ছিটা দিলে চড়ুইর গোতা খেতে হয়"। এ বছর চড়ুইর গোতা পরেছে কিনা তাই Point of Order উঠেছে। মাননীয় Speaker মহোদয় ক্রুশ্চেভের কথা বলাতে—

Mr. Speaker :—It is irrelevant.

Shri Promode Rn. Das Gupta :—কোসিগিনের কথা বলাতে, ক্রুশ্চেভের কথা বলাতে আমাদের Marxist Communist Partyর সদস্যবৃন্দ মনে মনে খুশী হয়েছেন, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করেন নি। তবে ওনাদেরও কিছু আছে। সেগুলি হচ্ছে এখন আমরা মাও-এর দেশে যাই। মাও-এর তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী ছিলেন একজন অভিজ্ঞ অভিনেত্রী। কিন্তু তিনি মাও-এর অঙ্কশায়িনী হয়ে কোন নেতৃত্ব নিতে পারলেন না।

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাও-এর কয় স্ত্রী আছে, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী কি করছেন, না করছেন ইত্যাদি irrelevant কিনা ?

(Noise)

Mr. Speaker :—It is irrelevant in a sense.

Shri Promode Rn. Dasgupta—মাননীয় Speaker Sir আমি এই ধরণের কথা বলতাম না। কিন্তু favouritism কথাটি যখন আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় নেতার সম্বন্ধে বলা হয় তখন পক্ষান্তরে আমাদের বলা হয়। কাজেই ওনাদের যে নেতা তাঁদেরও favouritism আছে কি না সেটা দেখানোর জন্যই আমার এই বক্তব্য রাখছি। মাও এর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, যিনি অভিজ্ঞ অভিনেত্রী তিনি কিন্তু রাজনীতি কখনো করেন নি। লিও সাওচির স্ত্রী মিসেস লিও সাও-চি ছোট বেলা থেকেই ছিলেন বিপ্লবের অংশীদার। এবং তিনি যখন সর্ব্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব নিলেন

লিও-সাও-চির সাথে সাথে তখন মাও এর স্ত্রীর আর সহ্য হলো না। তখন মাও এর উপর চাপ সৃষ্টি করল সেই অভিনেত্রী যে তাকেও রাজনীতিতে নামার সুযোগ দিতে হবে।

মাননীয় Speaker মহোদয় আমার নিজস্ব কোন বক্তব্য নাই আমি যে সব বক্তব্য রেখেছি সবই নিউইয়র্ক পত্রিকার এবং পিপল ডেমোক্রেসি পত্রিকার বক্তব্য। আমি মাওয়ের সম্পর্কে যা বলেছি তা হল নিউইয়র্ক পত্রিকার বক্তব্য এবং ক্রুশ্চেভ, ব্রেজনেভ সম্পর্কে যা বলছি তা হল পিপল ডিমোক্রেটীক পত্রিকার বক্তব্য। লিউসাউ চির স্ত্রী যখন নেতৃত্ব নিল তখন সেখানকার ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে রেড্ গার্ড তৈরী করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব আরম্ভ হলো মাউর স্ত্রীর নেত্রীত্বে এবং সেটাকে সমর্থন করল মহান নেতা মাউ। সেখানে কোন ইজমের প্রয়োজন হলো না। একমাত্র পরিচয় হলো মাউ এর স্ত্রী। অর্থাৎ লিউসাউচির স্ত্রী কে অপমান করে সরিয়ে দিয়ে মাউ এর স্ত্রীকে সব্ব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা। অতএব ফেভারেটিজম সেখানেই আছে এবং এটা একনায়কতন্ত্রের সাথেই থাকে। এ ব্যপারে আমার আরও বক্তব্য ছিল তবে আমি এখন সে সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলতে চাইনা। আমি এখন Appointment সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এবং এই জন্য পাচ মিনিট সময় চাই। আমাদের শিক্ষা বিভাগে প্রাথমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে বহু শিক্ষক নিযুক্ত করা যয়। আমি গ্রামের লোক. মোহনপুর নিব্বাচন কেন্দ্র থেকে আমি এসেছি। ১৯৬১ সালের সেনসাস অনুসারে এখানে দশ লক্ষ লোক গ্রামে বাস করে এবং এক লক্ষ লোক থাকে সহরে। সেই অনুপাতে গ্রামের ছেলেদের মধ্যে যারা মেট্রিকুলেট্, আই-এ এবং বি-এ পাস তারা চাকুরি পায় না। তারা কোন অবস্থায়ই চাকুরি পায় না, কেন পায় না। আজকে হাউসের সামনে মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে এই দাবী রাখছি যে গ্রামের বেকার শিক্ষিত, যারা মেট্রিক, আই-এ, এবং বি-এ পাশ তারা যেন যোগ্যতা অনুসারে চাকুরি পায়। এবং তাদের জন্য আনুপাতিক হারে চাকুরির কোটা নির্দ্দিষ্ট করা দরকার। নতুবা গ্রামের যে বেকার যুবক তাদের বিক্ষোভকে কোন অবস্থায় দমন করা যাবেনা। অনেক appointment এর সময় আমরা দেখি যে Gazetted officer এর স্ত্রী সে সমান যোগ্য হয়েও চাকুরি পায় অথচ গ্রামের ছেলেরা গরীব কৃষকের ছেলেরা চাকুরী পায় না। এই যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার তার যেন প্রতিকার করা হয় এবং গ্রামের ছেলেরা যাতে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সেই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি Cut motion এর বিরোধীতা করে এবং মূল ডিমাণ্ডের সমর্থন করে।

Mr. Speaker :—Now I call or Sri Debendra Kishore Choudhury.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দের যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকের বিরোধী পক্ষের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারা গেছে যে উনারা কংগ্রেস দল এবং নেতাদের

গালাগালি করার জন্য বক্তব্য রেখেছেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বা শিক্ষার উন্নতির জন্য কোন বক্তব্য তাদের থেকে পাইনি। ওনারা বলেছেন যে রাজতন্ত্রের যুগ চলেগেছে এটা গণতন্ত্রের যুগ। এটা আমরা ঠিকই স্বীকার করি যে এটা গণতন্ত্রের যুগ এবং রাজার যুগকে আমরা দুঃস্বপ্নের মত মনে করি। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা চেষ্টা করে চলেছি এবং আমরাও জানি যে গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে শিক্ষার উন্নতি এবং বিস্তার একান্ত আবশ্যক, বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকার সেই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্যই কাজ করে চলেছেন। উনারা বলেন যে শিক্ষা জাতীর মেরুদণ্ড। কিন্তু উনারা কার্য্যত যা দেখান তাতে শিক্ষার কোন উন্নতির প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই নাই। কারণ আমরা দেখতে পাই যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের স্কুল থেকে রাস্তায় টেনে বের করে নিয়ে আসেন এবং তাতে শিক্ষার উন্নতি হয় না ব্যহত হয় তা জনসাধারণ বুঝতে পেরেছেন।

তারপর পে স্কেল সম্পর্কে বলতে গিয়ে উনারা বলেন যে trained graduate এবং untrained graduate একই স্কেল পান না। Trained এবং untrained graduate যদি একই স্কেলই পায় তা হলে উভয়েব মধ্যে পার্থক্য কোথায় থাকবে তা একটু বিচার করে দেখতে বলি। শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে শিক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেড়ে গেছে। আমরা যখন মেট্রিক ক্লাশে পড়ি তখন আমাদের প্রমাণ করতে হতো যে পৃথিবী গোলাকার এখন যারা ক্লাশ VI এ পড়ে তাদেরই প্রমাণ করতে হয় যে পৃথিবী গোলাকার। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে যদি পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরিবর্ত্তন আমরা না করি তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ব্যহত হবে। তাই পাঠ্যপুস্তক পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তারপর উনারা বলেছেন যে ট্রাইবেল এবং শিডিউলকাষ্টের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করতে হবে বোর্ডিং এবং ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা রেখে। সেটা সরকার মেনে নিয়েছেন এবং তা শিক্ষা ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু উনারা আমাদের দেশে অন্যান্য গরীব ছেলে, যারা ট্রাইবেলস্‌দের চেয়েও অনেক গরীব তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সম্পর্কে একটি কথাও বলে নাই। তা হলে ওনার বলতে চান যে ওদের শিক্ষার আর কোন দরকার নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ তারা নবীন হয়ে জন্মেছে, কাজেই তাদের শিক্ষার সেখানে সমাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। উনারা ভর্ত্তির ব্যপারে একটা এলিগেশান করেছেন।

আমাদের স্কুল কলেজগুলিতে দিন দিন ছাত্রের ভিড় বাড়ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরাও প্রতি বৎসর নূতম স্কুল বাড়িয়ে চলেচি। তার উপর পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার লোক আস্‌ছে। এতে আরও ভিড় বাড়ছে। এই অবস্থায় আমরা শিক্ষাখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরেছি তা আমাদের সমর্থন করতেই হবে। তারপর আমি আমার নিজের কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। কেবল সমালোচনা করলেই সরকারের বিরোধীতা করলেই

চলবে না। আমাদের যদি কোন suggestion থাকে তাও জানাতে হবে। আমাদের suggestion যদি আমরা না জানাই তা হলে জনসাধারণ যারা আমাদের পাঠিয়েছেন তাদের কাছে আমাদের কোন কফিয়ৎ থাকবে না। Trained এবং untrained teachersদের যদি একই স্কেল দিয়ে চাকুরিতে নিযুক্ত করা হয় এবং Govt. যদি responsibility নেয় যে এত দিনের মধ্যে ওদেরে trained করে আনবেন তা হলে এ ব্যাপারে কোন অসুবিধা থাকবে না। আমার মনে হয় এবং কে আগে গেল বা কে পরে গেল trainingএ এ সম্বন্ধেও কোন কথাও উঠবে না।

তারপর বেতনের হার বলে আমরা চিৎকার করি। School Teacher গণ যাদেরে আমরা শিক্ষার মেরুদণ্ড বলে ভাবি এবং আমাদের ভারতে আমরা দেখেছি পুরাকাল থেকে যে আমাদের স্কুলঘর থাকুক কিম্বা না-ই থাকুক আমরা গাছতলায়ও লেখা পড়া করতে শিখেছি। কিন্তু যারা নাকি শিক্ষা দেবে সেই শিক্ষকের যদি নৈতিক মান ঠিক না থাকে, তাদের যদি নানা দিকে চিন্তা করতে হয় তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমার, আপনাদের ছেলেমেয়েদের যারা শিক্ষা দেবে তাদের সেই মানসিক অবস্থা আমরা তৈরী করতে পারব না। এবং তার সেই মানসিক অবস্থা তৈরী করতে গেলে, আমাদের ছেলেমেয়েদেব শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে গেলে, উনাদের যে অবস্থায় আমাদের পৌঁছে দিতে হবে সেগুলির কথা চিন্তা করতে হবে। সেগুলির চিন্তা করতে গেলেই আমাদের দেখতে হবে যে বেতনের হার বৎসরে ৫ টাকা কি ১০ টাকা বাড়িয়ে দিয়ে উনাদের সুখী করে দিলেই আমাদের শিক্ষার দিকে কোন উন্নতি হবে না। আজকে শিক্ষকদের থাকার কোন ভাল বন্দোবস্ত যদি আমরা না করতে পারি। শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের জন্য আমরা সর্বোতভাবে সাহায্য করে ওদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে বৎসরে বৎসরে ৫ টাকা করে যদি উনাদের বেতন বাড়িয়ে দেই তাহলে আমার মনে হয় না উনাদের এমন কোন মানসিক অবস্থা ঘটবে যাতে নাকি আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে পারবেন। তাই সরকারের অন্ততঃ শিক্ষাক্ষেত্রে যারা নাকি কাজ করেন তাদের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। ফলে উনাদের যে মানসিক অবস্থা হবে তাতে আমাদের ছেলেমেয়েদের যে শিক্ষা দেবেন সেই শিক্ষাই হবে আমাদের কাম্য। তারপর আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষকদের বেলায় কেউ কেউ বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ পাহাড় অঞ্চলে পরে আছেন, আর কেউ যুগের পর যুগ এই নব্য সভ্যতার এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত সুযোগগুলি শহরে বসে তারা ভোগ করছেন। তারা কি কোন দিনও শিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে পারবেন না। এবং যারা নাকি দিনের পর দিন পাহাড় অঞ্চলে কাজ করে চলেছেন তারা কি কোন দিনও এই সভ্যতা ও আধুনিক বিজ্ঞানের অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। সেগুলি দূর করতে হলে আজকে কতগুলি নির্দিষ্ট সময় রাখতে হবে। সেই সময়ের মধ্যে যারা নাকি শিক্ষক, যারা নাকি শিক্ষার ভার নিয়েছেন, উনারা যেন দরকার হলে জঙ্গলেও যেতে পারেন আবার দরকার হলে আধুনিক সভ্যতার স্থান এই শহর কেন্দ্রেও থাকতে

পারেন। তা না হলে আজকে সমস্ত শিক্ষকদের মনে এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে তাঁরা মনে করে আমরা কাজ করি বা না করি, আমরা কোন সুযোগ পাই বা না পাই তাতে কিছু আসে যায় না, ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই। তাতে আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার যে বন্দোবস্ত করা হয়েছে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ কোনদিনই আমরা করতে পারব না। কোটি কোটি টাকা খরচ করলেই শিক্ষা আমাদের উন্নত ধরণের হবে না। তারপর ratio করতে গেলে দেখা যায় যে আমাদের Sub-Division গুলিতে Teacher এবং Studentsদের ratio হচ্ছে one to forty eight. এখন বোধ হয় ratio হচ্ছে one to sixty. অর্থাৎ একজন শিক্ষককে ৬০ জন ছাত্র পড়াতে হয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে ৬০ জন ছাত্র পড়ানো কোন দিনই সম্ভব হতে পারে না। যে শিক্ষককে ৬০ জন ছাত্রকে শিক্ষা দিতে হয় সে শিক্ষক কোন দিনই সুষ্ঠুভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারবে না। তাই শিক্ষকের হার বাড়াতেই হবে। তারপর আমরা আরো দেখতে পাই যে যারা নাকি সদর থেকে appointment পান তারা কেউ মফঃস্বলে যেতে চান না। যদি তারা যেতে না চায় তাহলে আমাদের মফঃস্বলে হাজার হাজার যেসব শিক্ষিত ছাত্র রয়েছে তাদের appointment দেওয়া হউক, কিম্বা 50% করে সদর ও মফঃস্বল থেকে দেওয়া হউক। তাহলে আমার মনে হয় মফঃস্বলে যেভাবে শিক্ষকের অভাব হয়েছে সে অভাব আর আসবে না। তারপর আমরা দেখতে পাই one teacher School. কতগুলি School রয়েছে যেখানে একজন মাত্র শিক্ষক। সেই শিক্ষকদের কি কোন রকম অসুবিধা থাকতে পারে না, তাদের কি কোন অসুখ বিসুখ হতে পারে না, তাদের কি ছুটির প্রয়োজন হয় না? তাহলে দেখা যায় সেইসব শিক্ষকদের যদি অসুখ হয় বা ছুটির প্রয়োজন হয় তবে ঐ one Teacher School শিক্ষকহীন থাকবে। আমার মনে হয় one Teacher School কোন দিনই ঠিকমত ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারবে না। আরো দেখা যাচ্ছে বড় বড় শহরে যে সমস্ত School গড়ে উঠেছে তাদের সরঞ্জাম এবং Equipments যেভাবে supply করা হয় মফঃস্বলের Schoolগুলিতে সে রকমভাবে করা হয় না। তাতে ছাত্রদের মনে একটা আশঙ্কা জাগে যে যদি আমরা মফঃস্বলের স্কুলে পড়ি তাহলে হয়ত আমরা ভাল শিক্ষা পেতে পারব না। তাই সবাই শহরের দিকে ছুটে আসে। এগুলি যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে মফঃস্বলের School গুলিকে Townএর Schoolগুলির মত সমানভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়ে, সাজ সরঞ্জাম দিয়ে সেগুলিকে well equip করতে হবে। আর আমাদের দেশে যে সমস্ত কৃষক ভাইরা আছে, তাদের দূরে গিয়ে পড়াশুনা করতে অসুবিধা হয়। তাই আজকে যদি প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে Boarding Houseএর বন্দোবস্ত করা হয় যাতে নাকি অনেক ছেলেমেয়ে থাকতে পারে তাহলে দূরের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কোন অসুবিধা হয় না। আমার কৃষক ভাইদের ছেলে-মেয়েরাও, যারা পড়াশুনা করতে চায়, তাদের শিক্ষার পথে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। তারপর আমরা দেখতে পাই মফঃস্বলে এমন কোন স্কুল ঘর নাই যাতে মাষ্টার কিম্বা ছাত্র

সূর্য্যের কিরণ বা বৃষ্টির জল থেকে রক্ষা পেয়ে পড়াশুনা করতে পারে। এই স্কুল ঘরগুলির মেরামতের ভার School Inspectorদের দেওয়া হয়। School Inspectorগণ এই গুরু দায়ীত্ব সুসম্পন্ন করতে পারেন না। আমি মনে করি এর জন্য একটি নূতন Department করা দরকার কিম্বা নূতন কোন সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা দরকার যারা এই স্কুল ঘরগুলি মেরামত করতে পারে। সোনামুড়ায় একটি Higher Secondary স্কুল আছে, তার থেকে নিদয়ার স্কুলটি হলো ১৮ মাইল দূরে। আমার কৃষক ভাইদের ছেলেমেয়েদের যদি লেখা পড়া শিখতে হয় তাহলে তাদের বাপ মাকে কাজে সাহায্য করে ১৮ মাইল দূরে গিয়ে স্কুলে লেখাপড়া করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কাজেই আজকে নিদয়াতে একটি Higher Secondary স্কুলের দরকার। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যাতে আমার এই দাবীটি উনি পরীক্ষা করে দেখেন। তারপর নলছড়, কাচড়াপাড়া, বগার বাসা, চৌমুনি ইত্যাদি জায়গায় ৪০ বর্গ মাইলের মধ্যে কোন Higher Secondary School নাই। এই ৪০ বর্গ মাইলের মধ্যে যদি Higher Secondary School দেওযা হয তাহলে সেখানে কৃষক এবং Tribal ভাইদের ছেলেমেয়েরা যারা শিক্ষার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, শিক্ষার সুযোগের অভাবে পড়াশুনা করতে পারছে না, সেই সমস্যাটা দূরিভূত হবে। এই বলেই বাজেটের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on the Hon'ble Minister to give his reply.

Shri Ksishnadas Bhattacharjee :—(Finance Minister) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demaud No. 14—শিক্ষা দপ্তরের Demand ৩, ২৫, ৮০,০০০ টাকা। Demand টি আমি হাউসের সামনে place করেছি। তার সমর্থনে এবং বিরোধী পক্ষ যে Cut motion রেখেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় একটি কথা স্বীকার করেছেন যে শিক্ষার দিক দিয়ে অগ্রগতি যথেষ্ট হয়েছে, তবে আরও দরকার। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শুধু অগ্রগতির জন্য উৎসাহিত না হয়ে সেই অগ্রগতির সঙ্গে শিক্ষার যে মান সেটাও যেন সঙ্গতি রেখে চলতে পারে সেইদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। এটা একটা রাস্তা বা building তৈরী নয়। শিক্ষা দপ্তরের কাজ হল মানুষ তৈরী করা। সুতরাং সেখানে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে যাতে কোন ভুল না হয়। সারা ভারতে অগ্রগতি যথেষ্ট হয়েছে কিন্তু এই অগ্রগতির সঙ্গে শিক্ষার যে মান তার সঙ্গতি রাখতে পারা গেছে কিনা সে বিষয়ে আজকে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ শিক্ষার প্রসারের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ আমাদের সরকার

প্রকাশ করেছেন। বহু স্কুল কলেজ করেছেন কিন্তু সেখানে যে Standard maintain করা সেই ব্যাপারে কতটুকু সক্ষম হয়েছেন সেইটা একটা আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শুধু স্কুল কলেজ খুললেই চলবেনা। যাতে সেই স্কুল কলেজে এমন ব্যবস্থা করতে পারি যে সেই স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা মানুষ হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই শিক্ষার ব্যাপারে কতকগুলি টাকা খরচ করলেই হয় না। এই সঙ্গে একটা মূল প্রশ্ন জড়িত রয়েছে সেটা হল শিক্ষার মান। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ত্রিপুরাতে একটি আর্ট কলেজ হওয়া দরকার। এবং একটি Law College ও হওয়া দরকার। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা যে অর্থ পাই সেই অর্থ থেকে যে বিষয়টা বিশেষ প্রয়োজন সেইটাই আগে করা দরকার। এবং তার চেয়েও unimportant যেটা সেটা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া উচিত। ত্রিপুরাতে আমাদের প্রয়োজন ছিল Engineering College ও Polytechnic College করার এবং সেগুলি আমরা করেছি। আমাদের প্রয়োজন ছিল শিক্ষকদের Training এর জন্য Trainimg College করা, সেটাও আমরা করেছি। B. T. College ও খোলা হয়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত M. A. Class ও খোলা হয়েছে। কিন্তু শুধু কলেজ খুললেই হয় না। তার সঙ্গে চাই পড়াবার মত সুযোগ্য শিক্ষক। একমাত্র এখানকার Senior Mathametics Professer দিয়েই অঙ্কের ক্লাশের কাজ চালানো হচ্ছে। কিন্তু University থেকে যে qualification prescribe করে দিয়েছে সেই qualification অনুযায়ী সুযোগ্য Professor বাইরে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। History & Economics এই দুইটি Subject এ ও আমরা ক্লাশ খোলার চেষ্টা করছি। কিন্তু সুযোগ্য Professor এর অভাব। তারা বলতে পারেন বেশী টাকা দিলেই ভাল Professor পাওয়া যেতে পারে কিন্তু বেশী টাকা দিলেই সব সময় লোক পাওয়া যায় না আবার বেশী বেতনের ও একটা সীমা আছে। সারা ভারতে যে বেতনের হার এবং পশ্চিম বঙ্গে যে বেতনের হার তার চেয়ে বেশী বেতন আমরা দিতে পারি না। শুধু ত্রিপুরায় নয়, প্রত্যেক রাজ্যেই আজকে যোগ্য লোকের চাহিদা বেড়ে গেছে। কারণ প্রত্যেক রাজ্য দিন দিন উন্নত হচ্ছে।

All India বা West Bengal এর যে বেতনের হার তার চাইতে বেশী আমরা দিতে পারিনা। আর সুযোগ্য লোকের যে অভাব তাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রতিটি Stateএ সুযোগ্য লোকের চাহিদা অনেক পরিমানে বেড়ে চলেছে। প্রতিটি রাজ্যের উন্নতি হচ্ছে—স্কুল, কলেজ যথেষ্ট হচ্ছে, তেমনি যোগ্য শিক্ষকের ও চাহিদা বাড়ছে। এই অবস্থায় তারাও যেমন শিক্ষক পাচ্ছেনা, তেমনি আমাদের পাওয়াটাও দুষ্কর হয়ে পড়ছে। তাই শুধু স্কুল কলেজ খুললেই চলবে না, তার জন্য চাই সুযোগ্য শিক্ষক। তারপরে এ ও দেখা দরকার যে কোন কলেজটা আগে ও কোনটা পরে খোলা উচিত। এদিক থেকে আমি মনে করছি যে Law বা Art College খোলার প্রয়োজনীয়তা এখনও দেখা দেয়নি। আর যদি বা শুরুতে হয়

তাহলে কলেজ শিক্ষক, যেমন Master of Law, Doctorate of Law, ইত্যাদি যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপক পাওয়া না গেলে কলেজ করার কোন অর্থ হয় না। Calcutta Universityর Law College এ যারা পড়াচ্ছেন,—আমি জানি, তাঁরা শুধু professor হওয়ার জন্য আসেন না তাঁদের অনেকেই High Court এ প্র্যাকটিস্ করে থাকেন। সবাই Master of Law, Doctor of Law. তাঁরা part time এখানে ২।১ ঘন্টার জন্য পড়িয়ে যান। এজন্যই সেখানে শিক্ষার মান উন্নত হচ্ছে; কিন্তু এটা এখানে সম্ভব হচ্ছেনা। কেননা এখানে Master of Law, আনতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, এমনকি পাওয়াই মুস্কিল। আর Doctor of Law তো বাদই দিলাম। তাই একটা College খুলে দিলেই হ'ল না, দেখতে হবে College থেকে যারা পাশ করে বের হবে, তারা যেন কিছু শিখে বের হয়। আবার এও দেখতে হবে এখানে College খুললে পরে যারা পাশ করে বের হবে তাদের professional potentiality কতটুকু। আজকে Court কাছারীতে আমাদের কতজন Lawyer আছেন এবং আর কত জনের প্রয়োজন তার একটা Survey করার দরকার। কতগুলি Lawyer বের করে একটা unemployment এর সুযোগ করে দেওয়া বা তাদের discontent এর সুযোগ করে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। এসব কিছু চিন্তা করার পরই Law College খোলার প্রশ্ন উঠে। একটা Law Collegeও Art College খোলার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি অন্ততঃ উপলব্ধি করি না।

তারপর আর একটা Cut motion হচ্ছে Inadequacy of provision in the misc items. আমার মনে হয় এটা তিনি ঠিক বুঝতে পারেন নি, তার জন্যই তিনি furniture নাই, ঘর নাই ইত্যাদি বলেছেন। সেটার মধ্যে N. C. C. দের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তার জন্য প্রচুর অর্থ এখানে রাখা হয়েছে এবং N.C.C. ভাল ভাবেই চলছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তারপর anomalies in pay scales সম্বন্ধে বলেছেন। graduate teachers' scale এর কথা বলেছেন। আমাদের ত্রিপুরাতে revised scale টা পশ্চিমবঙ্গের Revised scale অনুযায়ী করা হয়। Central Govt.এর যে direction সেই অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে pay scale সেটা আমাদের এখানে প্রযোজ্য হয়। এবং সেই অনুযায়ী আমাদের pay scale enforce করা হয়। কিন্তু তার মধ্যে unfortunately কতগুলো ommission থেকে যায়। যেমন graduate দের ব্যাপারে scale এর কতগুলি তারতম্য থেকে যায়। কতগুলি omission ও detect করা হয়। শুধু শিক্ষাদপ্তরে নয় অনেক depttএ এই সমস্ত anomalies রয়েছে। omission ধরা পড়েছে এবং সেগুলো সংশোধনের জন্য এখান থেকে দিল্লীতে পাঠানো হয়েছে sanction এর জন্য এবং সেইগুলি sanction হয়ে এলেই তার একটা ব্যবস্থা হবে এবং এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার যথেষ্ট সচেষ্ট এবং সচেতন আছেন যাতে তাড়াতাড়ি pay scale এর এই omission ও errorsগুলি সংশোধন হয় তার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করছি। তারপর বলেছেন যে আগরতলায় একটি Night College এর প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার।

Night College একটি করা হয়েছিল M.B.B. College এ 1954-55এ। দেখা গেল night college এ 1954-55 এ মাত্র ৮৮ জন ছাত্র ছিল, শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকে ৫৬ জন। ৫৫-৫৬তে ৭১ জন ছাত্র admission নেয়। শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকে ১১ জন। ৫৬-৫৭তে ১৬ জন ছাত্র admission নেয় শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকে ৬ জন। ৫৭-৫৮ এ ১৩ জন ছাত্র admission নেয় আর শেষ পর্য্যন্ত টিকে ৯ জন। এই অবস্থা দেখে night collegeটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন যদি প্রয়োজনীয়তা arise করে তবে private sector এ night college হতে পারে, কিন্তু govt এর এমন কোন পরিকল্পনা নেই night college start করার। আমরা এখন Night College Start করবনা। তবে Private Sector থেকে একটা Night College করার প্রচেষ্টা চলছে, যদি তারা Universityর affiliation আনতে পারে তবে আমরাও সরকার থেকে সাহায্য করব. এমন কি আর্থিক সাহায্য করতেও আমরা প্রস্তুত আছি। মাননীয় অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় আর একটি কথা বলেছেন যে teacherদের Trained করে তোলা সরকারের দায়িত্ব এবং এ বিষয়ে ও নাকি একটা খাতিরের রাজত্ব চলছে। তা মোটেই নয়। যারা Senior তারা Basic Training এর সুযোগ পাচ্ছেন। B.T. তে merit এর question টা একটু ভাল করে দেখা হয়। কারণ B.T Training একটু শক্ত। কাজেই সেখানে যদি পাশের হার কম হয় তাহলে Universityর affiliation এর প্রশ্নটা এসে দাড়াবে, সেজন্যই সেখানে যেমন তেমন ছাত্র পাঠানো যায়না। সেখানে merit দেখে পাঠানো হয়। Senior Basic এ according to Seniority পাঠানো হয় এবং সরকার Training টা insist করেন এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। অনেকে Senior Basicএ যেতে চাননা B.T. পড়ার জন্য। অবশ্য scale same. Senior Basic পাশ করলে যে benefit পাবেন B.T. পাশ করলে ও সেই benefit পাবেন। তবুও অনেকে B.T. পড়ার জন্য Senior Basic Trainingএ যেতে চাননা, তাই অনেকে বাদ পড়ে যেতে পারেন। কিন্তু ordinary courseএ কেউ বাদ পড়ার কথা নয়। Training এর সুযোগ সকলে সমভাবে পাচ্ছে এবং trained Teacher এর সংখ্যা আমাদের অনেক বেড়ে গেছে এবং Untrained teacher এর সংখ্যা দিন দিনই কমে আসছে। Permanent এবং Quasi Permanent সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এখনো Permanent এবং quasi permanent declare করা হয়নি। এটা সত্যি কথা, এটা শুধু যে শিক্ষা দপ্তরের ব্যাপার তা নয়, সমস্ত departmentএ একটা Circular দেওয়া হয়েছে যে সবাইকে quasi permanent বা permanent declare করার জন্য। সেটা central govt থেকেও আমাদের direction দিয়েছিল declare করার জন্য, আমরা যখন list তৈরী করে পাঠালাম তখন একটা আইনের প্রশ্ন উঠল quasi permanent বা permanent declare করতে হলে তার againstএ permanent savings দেখাতে হবে। এটাই হল নিয়ম। কিন্তু একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা permanent savings কি করে দেখাব। সেটা আমাদের দেখানো সম্ভব নয়। সেই দিক থেকে আমরা Central Govt কে আবার লিখেছি যে ঐ clauseটি আমাদের ক্ষেত্রে

exempt করা হউক। তা না হলে এখানে permanent, quasi-permanent করা সম্ভব নয়। দিল্লীর Finance Ministry কে আমরা convince করার চেষ্টা করছি এবং সেটা sanction হয়ে এলেই আমরা আমাদের employeeদের permanent, Quasi-permanent declaration দিতে পারব। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার যথেষ্ট সচেতন রয়েছেন এবং চেষ্টা করছেন। বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকদের বেতনের হার কম বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এরপর অবশ্য মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা বলেছেন যে তাদের বেতনের হার এখনও ঠিক হয়নি। কিন্তু বেসরকারী স্কুলের যে শিক্ষক এবং সরকারী স্কুলের যে শিক্ষক তাদের বেতন ও ভাতা সমান, তাতে কোন পার্থক্য নেই। Provident Fund এবং Pension benefit সম্বন্ধে,তাদের Managing Committee ইচ্ছা করলে Provident Fund খুলতে পারেন। অনেক বেসরকারী স্কুলে Compulsory Provident Fund খুলেছে। এবং অন্যান্য যে যে tripple benifit scheme সেটা নিয়েও আলোচনা হচ্ছে যে এটা চালু করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে Managing Committee র কাছে লিখা হয়েছে। বেসরকারী স্কুলকে অর্থও দেওয়া হয়। কাজেই benefit এর দিক থেকে তারা সরকারী স্কুলের সমানই পাচ্ছেন। বেতন ভাতা সবই সমান, কোন পার্থক্য নেই। মাননীয় অঘোর দেববর্মা মহাশয় একটি কথা বলেছেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজনীতির খেলা হচ্ছে। সেটা শুনে আমার মনে হল সেটা যেন ভূতের মুখে রাম নাম হচ্ছে। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি ঢুকানোর মধ্যে সেয়ানা হলেন ওনারাই সবচেয়ে বেশী। যখনই কোন একটি ব্যাপার হয় তখনই দৌড় দিয়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়েন কিভাবে এটাকে Political movement এর মধ্য দিয়ে terrorise করা যায় তার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। গত দুই বছরে ত্রিপুরার জনসাধারণ ভাল করেই সেটা বুঝে নিয়েছেন। এবং তারা যেভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে নাক গলিয়ে ছাত্রদের standard নষ্ট করছেন, তাদেরকে demoralised করছেন তার প্রতিকার অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। তাই আমরাও সচেতন আছি যাতে ঐ দলগুলি ছাত্র সম্প্রদায়কে demoralised করতে না পারে।

উদয়পুর, ধর্মনগরে একটি করে কলেজ ও আগরতলায় আরও একটি করে কলেজ করার জন্য তিনি একটি cut motion রেখেছেন। Private তরফ থেকে যদি কোন কলেজ গড়ে উঠে তাতে সরকারের কোন আপত্তি নেই এবং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারী grant যা পাওয়া প্রয়োজন সেটা অবশ্যই তারা পাবেন। কিন্তু এখনই উদয়পুর, ধর্মনগর, একটি করে কলেজ এবং আগরতলায় আরও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করছেন না। কৈলাসহরে একটি এবং বিলোনীয়াতে একটি প্রাইভেট কলেজ রয়েছে। বিলোনীয়াতে যে কলেজটি রয়েছে সেটিতে optimum enrolementএখন পর্য্যন্ত হয়নি। যে পরিমাণে enrolement হওয়া উচিত সেটুকু হয়নি। এবং তার সঙ্গে যদি উদয়পুরে আরও একটি কলেজ খোলা হয় তাহলে বিলোনীয়া কলেজটি আর থাকবে না, সেটি বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং এভাবে আর একটি কলেজ খোলার কোন অর্থ হয় না। কৈলাসহরে একটি কলেজ রয়েছে।

সেটির বেশ উন্নতি হচ্ছে। ধর্ম্মনগরে যদি private party রা কলেজ খুলতে চান, খুলতে পারেন এবং সরকারও সাহায্য করবেন। কিন্তু কৈলাসহরে যে কলেজটির উন্নতি করা হচ্ছে সেটির সুযোগ ধর্ম্মনগরবাসীরা সচ্ছন্দে নিতে পারেন, বিশেষ করে কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগরের দূরত্ব অনেক কমে গেছে এবং যাচ্চে, তার জন্য ছাত্রদের পক্ষে আশা যাওয়ার অসুবিধা হবেনা। অদূর ভবিষ্যতে সুবিধা হবে এবং ধর্ম্মনগরের অধিবাসীরা কৈলাসহর কলেজের benefit নিতে পারেন এ বিশ্বাস আমার আছে। কাজেই এখনই উদয়পুর এবং ধর্ম্মনগরে সরকারী তরফ থেকে কোন College খোলার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। আগরতলায় একটা College (M. B. B. College) আছে তাছাড়া মেয়েদের জন্য একটি Women College খোলা হয়েছে। কাজেই আগরতলাতে একট Night College খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই তবে private sector থেকে যদি খোলা হয় তাহলে তারা সরকারী সাহায্য পাবে। স্বর্ণশিল্পিদের যে ছেলেমেয়েরা আছে তাদের কেহ কেহ সাহায্য পায় আর কেহ পায় না বলে একটি অভিযোগ করেছেন। যারা সাহায্য পাননি তারা নিশ্চয়ই condition fulfil করতে পারেননি। কারণ পরিস্কার নিয়ম রয়েছে যে economically deprived যারা তাদের ক্ষেত্রে যেভাবে সাহায্য দেওয়া হয়, স্বর্ণশিল্পিদের ছেলেমেয়েদের ও ঠিক সেইভাবে সাহায্য দেওয়া হবে। কারণ বৎসরে পনরশত টাকার কম family income হলেই তাদের সাহায্য দেওয়া হয়। যে স্বর্ণ শিল্পিদের ছেলেমেয়েরা ঐ Condition fulfil করতে পেরেছে তাদেরকেই সাহায্য দেওয়া হয়েছে। তবে একটা জিনিষ ভাবতে হবে that they are unemployed goldsmiths কিন্তু এই unemployed goldsmiths এর সংখ্যাটা বোধহয় মাননীয় সদস্যের জানা নাই। কারণ সকলেই স্বর্ণকারের কাজ করার একটা certificate নিয়ে নিয়েছে। যখনই সার্টিফিকেট নিবেন তখন আর unemployed বলা যায় না। তখন তারা in profession আছেন সেটা ধরে নেওয়া হবে। কিন্তু যারা নাকি certificate নেন না অথবা যারা certificate surrender করে বলেন যে আমরা একাজ আর করব না, সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে unemployed বলা যায় এবং তাদের ছেলেমেয়েরাই সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং যারা condition fulfil করতে পেরেছেন তারা অবশ্যই সাহায্য পাবেন ও পাচ্ছেন এবং যারা পান না তারা নিশ্চয়ই condition fulfil করতে পারেননি। যদি মাননীয় সদস্য দেখাতে পারেন যে কেহ কেহ condition fulfil করেও সাহায্য পাননি তবে সেই case গুলি আমরা consider করতে পারি। ত্রিপুরা ভাষা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা যে কত বড় অসত্য তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই ত্রিপুরী ভাষাকে উন্নত করার চেষ্টা, ভারত সরকারের অধীনে আসার পর ত্রিপুরী ভাষাকে উন্নত করার একটা প্রচেষ্টা চলছে এবং শিক্ষা দপ্তর থেকে এটা করা হয়েছে। এই ত্রিপুরী ভাষাকে লিখিত ভাষারূপে স্থান দেওয়ার জন্য এই ত্রিপুরা শিক্ষা দপ্তর বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন।

ইতিমধ্যে ত্রিপুরা শিক্ষা দপ্তর থেকে দুইটি বইও বেরিয়েছে। বই দুইটি আমি দেখাচ্ছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে। এই বই দুইটি ত্রিপুরী ভাষায় বের করা হয়েছে। এটা প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তিনি বলছেন যে সমস্ত বই বের করা হয়েছে সেইগুলিতে নাকি অনেক বাংলা ভাষা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটা তিনি বলতে পারেন। যেমন অঘোর বাবুকে দিয়ে লিখালে বিদ্যা বাবু যদি বলেন এটা ঠিক হয়নি আবার বিদ্যাবাবুকে দিয়ে লিখালে অঘোর বাবু যদি বলেন এটা ঠিক হয়নি তবে আমাদের কিছু করার নেই। এই বইটা যিনি লিখেছেন ত্রিপুরী ভাষায় তার দখল ছিল। তিনি হলেন অজিত দেববর্মা মহাশয়। তিনি আজ জীবিত নেই। সকলেই তাকে চিনতেন। উনার বাংলা ভাষায় যেমন দখল ছিল ত্রিপুরী ভাষাতেও তেমনি ছিল। এই বইয়েতে যদি ভুল থাকে অঘোরবাবু তা বলতে পারেন। কিন্তু আমার ধারনা আমরা সুযোগ্য ব্যক্তিকে দিয়েই এই বই লিখিয়েছি। আরেকটি dictionary ত্রিপুরী থেকে বাংলায় রচনা করা হচ্ছে। শিক্ষা দপ্তর থেকে শিঘ্রই তা বেরুবে। এবং রাধামোহন ঠাকুরের বই reprint করা হয়েছে। সুতরাং কোন কিছু করা হয় না তা কি করে বলেন আমি বুঝলাম না। তারপর রেডিওতে যে বক্তৃতা হয় তাকে ত্রিপুরী ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হচ্ছে যাতে ত্রিপুরীদের পড়িয়ে শুনাতে পারা যায়। এ ছাড়া আরেকটি বিশেষ বিষয় যেটি করা হচ্ছে সেটি হল Primary School এর teacherরা যারা এখানে basic trainingএ আছেন তাদের প্রত্যেককে ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তাদের training courseই ত্রিপুরী ভাষায় একটা subject হয়ে গেছে। সুতরাং ত্রিপুরী ভাষাকে অবহেলা করা হচ্ছে—এই যে অভিযোগ সেটা যে কত বড় অসত্য উক্তি সেটা মাননীয় স্পীকার আশাকরি উপলব্ধি করেছেন। Training এ ত্রিপুরী ভাষাকে compulsory subject করা হয়েছে। তাছাড়া ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষা উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ reward হিসাবে, prize হিসাবে দেওয়া হয়। ত্রিপুরী ভাষায় যারা বুৎপত্তি বা কৃতিত্ব দেখাতে পারেন তাদেরকে prize দেওয়া হয়। বৎসরে ১৫০০্ হাজার থেকে ২০০০্ টাকা prize দেওয়া হয়। সুতরাং এই ভাষাকে অবহেলা করা হচ্ছে—এই যে অভিযোগ সেটা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক অভিযোগ। এর পিছনে অন্য কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। বোর্ডিং হাউস সম্বন্ধে বলেছেন যে কোন বোর্ডিং হাউসে ছাত্র থাকে না Head Master থাকেন। এ বিষয়ে উনারা অভিযোগ করেছেন মাননীয় স্পীকার মহোদয় এই Education এর ব্যাপারে উনারা ৯৩ ঘন্টা বলেছেন কাজেই এর reply আমাকে দিতে হবে। কাজেই আমাকে একটু সময় দিতে হবে। যাতে করে প্রত্যেকটি cut motion এর reply আমি দিতে পারি। এখানে অনেকগুলি cut motion রয়েছে। তার reply দিতে একটু সময় অবশ্যই লাগবে। প্রতিটি cut motion এর জন্য ২।৩ মিনিট করে নিলেও অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে। আমি চেষ্টা করব ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হয়ত এমন কোন কারণ থাকতে পারে যে ছাত্ররা বোর্ডিংএ থাকতে

দেওয়া বা অন্য কিছু হতে পারে। সেটা তদন্ত না করে কিছু বলা যাবে না। কারণ অনেক সময় দেখা যায় বোর্ডিং একটা হয়েছে কিন্তু সেখানকার স্কুলের যে ছাত্ররা রয়েছে তাদের বাড়ী থেকে স্কুলের দূরত্বটা এতকম যে তারা বোর্ডিং হাউস stipend পেতে পারে না। সুতরাং সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ছাত্ররা naturally বোর্ডিংএ থাকতে interested হয় না। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বোর্ডিং হাউস খালি পড়ে থাকে। সেখানে হয়ত Head Master বাবু থাকতে পারেন। Reconstruction grant সম্বন্ধে তারা বলেছেন যে ঘরগুলি মেরামত করে contractor. Govt. School এর মেরামতীর কাজ contractor এর মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। সেখানে Managing Committee এর নিকট grant দেওয়া হয় না। সেটা tender basisএ P. W. D.র certificate থাকতে হবে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে tender basis এ contractor দিয়েই করানো হয় এবং হবে। Managing Committeeর হাতে এই ব্যাপারে কোন সময়ই টাকা দেওয়া হয় না।P. W. D. Rule মতে কাজ করানো হয়। কুঞ্জবন কাংকড়িয়া টিলাতে একটি স্কুল খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে একটি স্কুল খোলা হবে। উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির অসুবিধা। High & Higher Secondary School আমাদের 3rd Five year Plan এ এসে দাঁড়ায় ৭২টি। ১৯৬৬-৬৭ সালে Higher Secondary School আরোও চারটি খোলা হয়। এবং এই বাজেটে ধরা হয়েছে আরও ৫টি Higher Secondary School সুতরাং কোথায় স্কুল খোলার প্রযোজনীয়তা সেটা যে Educational Survey আরম্ভ হয়েছে সেই survey এর ভিত্তিতে কোথায় কোন ধরণের স্কুল খোলার প্রয়োজন তা দেখে আমরা স্কুল খুলব। কিন্তু ভর্তির কেহ সুযোগ পায়না সেটা আমি স্বীকার করি না। মাননীয় অঘোর বাবু বলেছেন যে ভর্তির ব্যাপারে ছাত্র ছাত্রীরা এই স্কুল, ঐ স্কুল ছুটাছুটি করে। ছুটাছুটি করে অবশ্য ঠিকই কিন্তু কিছু দিন যাওয়ার পর এই অবস্থাটা আর দেখা যায় না। দৌড়াদৌড়িটা হয় এই কারনে যে কোন কোন ছাত্র বিশেষ কোন স্কুল ছাড়া ভর্তি হইতে চায় না। কেহ বা উমাকান্ত একাডেমী কেহ বা বোধজং স্কুলে ভর্তি হতে চায়। কিন্তু দেখা যায় প্রত্যেক ছাত্রই যে কোন একটা স্কুলে ভর্তি হয়েগেছে। কাজেই ভর্তি হতে পারে না এমন ঘটনা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—পাহাড়ীরা আগরতলা সহরে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—অবশ্যই সুযোগ পাবে। পাঠিয়ে দেখবেন। আরেকটা Cut motion আছে—তপশিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যথেষ্ট বোর্ডিংএর সুযোগ সুবিধা না থাকার প্রতিবাদ।

এটা ঠিক নয়। 3rd Five Year Plan-এ ছাত্রদের জন্য ৪টী বোর্ডিং হাউস করা হয়, আর ছাত্রীদের জন্য ৫টি বোর্ডিং ছিল এবং তাতে মোট ছাত্র ছিল ১৪৩৫ এবং ছাত্রী ছিল ৯০ জন। ১৯৬৬-৬৭ সনে আর একটি বোর্ডিং হাউস মহারাণী তুলসীবতী স্কুলের সঙ্গে attached হয়। ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ১শত টাকা ব্যয়ে এই কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে। আশা করা যায় এখানে আরও একটি বোর্ডিং হাউস খোলা হবে ছাত্রীদের জন্য। তাছাড়া গত

বৎসর রাণীর বাজার বিদ্যামন্দির স্কুলে এবং কমলপুরে হরচন্দ্র হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ২টি বোর্ডিং হাউস খোলার জন্য মোট ৪৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এবারের বাজেটে Book Grantও রয়েছে, Tribal & Scheduled Caste Welfare Scheme-এ বোর্ডিং হাউস তৈরীর জন্য যথেষ্ট টাকা ধরা হয়েছে এবং আরও বহু বোর্ডিং হাউস খোলা হবে। হয়ত তাহা তাদের প্রয়োজন অনুপাতে নাও হতে পারে কারণ প্রয়োজন আমাদের অনেক। সবটা যে আমরা পূরণ করতে পারব তা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যা করছি তা আমাদের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী করছি। এই কারণে আমি এই Cut Motionটির বিরোধীতা করছি।

বেসরকারী স্কুল সম্বন্ধে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেছেন। বেসরকারী স্কুলসমূহকে যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না—তা তিনি কি করে বললেন আমি তা বুঝতে পাচ্ছিনা। বেসরকারী স্কুল সম্বন্ধে সাহায্য দেওয়ার provision রয়েছে। 90% of the deficit aid তারা তা সময়মত পেয়ে যাচ্ছেন তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। গত মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত যে যে পরিমাণ টাকা পাওনা তা পেয়ে গেছেন। হয়ত ২/১টি স্কুল Condition fulfill করতে পারেন নি, তার জন্য টাকা পেতে দেরী হচ্ছে। কিন্তু ordinary courseএ আর সব স্কুল টাকা পেয়ে গেছে। যে সকল ছাত্র ছাত্রাবা স্কুল বোর্ডিংএ থেকে পড়াশুনা করে তাদের বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়াবার কথা তিনি বলেছেন। সরকার তাহা বিবেচনা করে দেখছেন এবং সেটা বাড়াবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট Rules করে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভারত সরকার জানিয়েছিলেন যে তোমরা একটি rules করে পাঠাও দেখি বিবেচনা করা যায় কিনা। সেই হিসাবে একটা rules করে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং তাদের Stipend যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আরেকটি Cut motion হচ্ছে সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা না থাকার প্রতিবাদ। সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের বেতন ও ভাতা পশ্চিমবঙ্গে যে হারে আছে এখানেও সেই হারেই প্রচলিত আছে। পশ্চিমবঙ্গে যদি বৃদ্ধি করা হয় তবে এখানেও বৃদ্ধি করা হবে। কাজেই এই ব্যাপারে প্রতিবাদের কি কারণ ঘটল আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা। অরেকটা Cut motion হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা না থাকার প্রতিবাদ। প্রাথমিক শিক্ষা যে অবৈতনিক নয় এটা মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা কি করে জানলেন আমি বুঝলাম না। অবৈতনিক তো আছেই। কারণ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোন বেতন দিতে হয় না। কিন্তু বাধ্যতামূলক করা সম্বন্ধে কথা হল যে ত্রিপুরার লোক স্বতস্ফুর্ত্ত ভাবেই ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন। এখানে বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে কতটুকু অসুবিধা রয়ে গেছে কারণ, যখনই আমরা বাধ্যতার প্রশ্ন আনব তখনই একটা

শাস্তির বিধান রাখতে হবে। যদি কেহ এই বাধ্যতা না মানে তবে তাকে যাতে শাস্তি দেওয়া যায় তার ব্যবস্থাও রাখতে হয়। সুতরাং এতে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেখানে এমনিতেই শতকরা ৮৫ ভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে আসছে তখন বাধ্যতামূলক করার কোন প্রয়োজন থাকে বলে আমি মনে করি না। বাকী যে ১৫ ভাগ তাদেরও 4th Five year Plan এ Cover করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই অবস্থায় একটা বাধ্যতার প্রশ্ন এনে একটা Complication সৃষ্টি করার কোন অর্থ হয় না। মাননীয় বিদ্যা দেববর্ম্মা মহাশয় বলেছেন যে খাদ্যাভাবের জন্য পড়াশুনা করতে পারে না তাই বোর্ডিং এর ব্যবস্থা করা দরকার। কেহ খেতে পায় না এই দিকে লক্ষ্য রেখে বোর্ডিং এর ব্যবস্থা করা হয় না। বোর্ডিং এর ব্যবস্থা করা হয় যাদের বাড়ী স্কুল থেকে দূরে তারা যাতে পড়াশুনা করার সুবিধা পায়। আরেকটি Cut motion হচ্ছে পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনে সরকারী দূর্নীতি, অদ্ভুত কথা। পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের ব্যাপারে সরকারের কি দূর্নীতি দেখলেন, তারা যদি ২। ১ টা দৃষ্টান্ত দিতেন তাহলে আমি খুশী হতাম। এখানে ত্রিপুরায় Primary স্কুলের পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য একটি Text Book Committee আছে। কিন্তু Middle stage এবং High & Higher stage এর যে পাঠ্য পুস্তকগুলি সেইগুলি Text Book Committee করেন না সেটা মাননীয় সদস্যের জানা উচিত। সেটা স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ যে সমস্ত বই approve করে দেন তার মধ্যে থেকে স্কুলগুলি, এই Middle stage এবং High or Higher stage এর পাঠ্য পুস্তকগুলি বেছে নেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর আমাদের শিক্ষা দপ্তর থেকেও নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে যে তারা যেন অন্ততঃ তিন বৎসরের মধ্যে সেই পাঠ্য পুস্তক পরিবর্ত্তন না করেন। আর Text Book Committee যেটা নাকি Primary stage এর বই নির্দ্দিষ্ট করেন— যে Committee টা সরকার থেকে করা হয় যার chairman হলেন Director of Education, vice chairman হলেন Addl. Director of Education, Secretay হলেন Dy. Director of Education—সেই যে Text Book Committee তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য যে বইয়ের প্রয়োজন তা নির্ণয় করে দেন। কিন্তু মাননীয় অভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় বলেন যে প্রতি বৎসরই নাকি বই বদলানো হয়। তিনি যদি একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারতেন. তবে ভাল হত। আমি জানি কমপক্ষে তিন বৎসর, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ৪ বৎসর পর এই পাঠ্য পুস্তকগুলি বদলানো হয়। সুতরাং এটা অত্যন্ত ভুল কথা যে প্রতি বৎসর পাঠ্যপুস্তক বদলানো হয়। মাননীয় সদস্যরা যতগুলি Cut Motion এনেছেন তার প্রত্যেকটির reply আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ও শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী মহাশয় শিক্ষার ব্যাপারে যে Constructive suggestion দিয়েছেন তারজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের constructive suggestionগুলি যথাসম্ভব কার্য্যকরী করার চেষ্টা করব।

Mr, Speaker :—Discussion on Demand No. 14 is over. Now I am putting the Demand to vote. Of course I shall first put to vote the Cut motions relating to the aforesaid Demand.

Now the question before the house is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on to establish an Art College in Tripura.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

(Voices—'Ayes')

As many as are of Contrary opinion will please say—"Noes"

(Voices—Noes)

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it. 'Noes' have it, The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of Provision in the Miscellaneous (Non-Plan) items.

As many as are of that opinion will please Say—'Ayes'

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please Say—'Noes'

(Voices—Noes)

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it. 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "to establish a Law College at Agartala."

As many as are of that opinion will please Say—'Ayes.'

(Voices—'Ayes')

As many as are of Contrary opinion will please Say--'Noes'.

(Voices—'Noes')

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it. 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Anomalies of Pay Scale in the Education Deptt.

As many as are of that opinion will please Say—'Ayes'

(Voices—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please Say—'Noes'

(Voices—'Noes')

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri. Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on to establish a night College at Agartala.

As many as are of that opinion will please Say—'Ayes'

(Voices— Ayes')

As many as are of contrary opinion will please Say—'Noes'

(Voices – 'Noes')

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in the Education Deptt.

As many as are of that opinion will please Say— Ayes'

('Voices —'Ayes')

As many as are of Contrary opinion will please Say—'Noes'.

(Voices—'Noes')

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on to establish Colleges at Udaipur, Dharmanagar and Agartala.

As many as are of that opinion will please Say 'Ayes'

('Voices—'Ayes')

As many as are of Contrary opinion will please Say—'Noes.'

(Voices—'Noes')

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy of provision of Educational assistance to the Children of Goldsmiths.

As many as are of that opinion will please Say—'Ayes'.

('Voices—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please Say—'Noes'.

('Voices—'Noes')

I think. 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy of provision for Teaching of local language.

As many as are of that opinion will please Say—'Ayes'

(Voices—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please Say—'Noes'

(Voices—'Noes')

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the house is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy of provision in schemes under consideration.

As many as are of that opinion will please Say—'Ayes'

('Voices—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please Say—'Noes.'

(Voices – 'Noes')

I think, 'Noes' have it, 'Noes' it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির অসুবিধা।"

As many as are of that opinion will please Say—'Ayes'.

(Voices—'Ayes')

As many as are of Contrary opinion will please Say - 'Noes'.

(Voices—'Noes').

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it, The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Bidya Ch Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "তপশিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যথেষ্ট বোর্ডিংএর সুযোগ সুবিধা না থাকার প্রতিবাদ।"

As many as are of that opinion will please Say—'Ayes'

(Voices—'Ayes')

As many as are of Contrary opinion will please Say—'Noes .

(Voices—'Noes')

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the house is the Cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "বেসরকারী স্কুলসমূহের সাহায্য বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা "

As many as are of that opinion will please Say—'Ayes'.

(Voices—'Ayes')

As many as are of Contrary opinion will please Say—'Noes'.

(Voices—'Noes')

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the house is the Cut motion moved by Shri

Abhiram Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "যে সকল ছাত্র ছাত্রী স্কুল বোর্ডিংএ থাকিয়া পড়াশুনা করে তাহাদের বোর্ডিং স্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন।"

As many as are of that opinion will please Say—'Ayes'.

(Voices—'Ayes')

As many as are of Contrary opinion will please Say—'Noes'

(Voices—'Noes')

I think, 'Noes' have it. 'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the house is the Cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা না থাকার প্রতিবাদ।"

As many as are of that opinion will please Say—'Ayes'.

(Voices—'Ayes').

As many as are of Contrary opinion will please Say—'Noes'.

(Voices—'Noes').

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা না থাকার প্রতিবাদ"।

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

(Voices—'Ayes').

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

(Voices—'Noes'.)

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on "পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনে সরকারী দুর্নীতি"।

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

(Voices—'Ayes'.)

As many as are of Contrary opinion will please say—'Noes'.

(Voices—'Noes'.)

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Demand for Grant No. 14—Education moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 3,25,80,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 14—Education.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

(Voices—'Ayes'.)

As many as are of Contrary opinion will please say—'Noes'.

(No Voice)

I think, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it. The Demand is Passed.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 19—Co-operation.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—माननीय Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8,77,000/- [Inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 19—Co-operation.

Mr. Speaker ;—I would Now call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move his Cut motion on this demand.

Shri Aghore Deb Barma M. L. A.—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 19—Co-operationএ ৮,৭৭,০০০৲ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ১ম, ২য়, ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য, জনসাধারণের অর্থনৈতিক মান আয় উন্নতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে co-operative করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান উন্নত হয়েছে কিনা তা আজকে বিচার বিবেচনা করে দেখার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে কেন একথা বলছি, বলছি এই জন্য যে planএর মধ্য দিয়ে এই co-operative করা ভাল। ব্যক্তিভাবেও আমরা এটা দাবী করেছিলাম যে দাদন প্রথা ধ্বংস হউক। আমি নিজেও উৎসাহ বোধ করেছিলাম যে Co-operativeএর মাধ্যমে সাধারণ কৃষক ও জনসাধারণকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদেরে এই সর্বনাশা দাদনের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে। Co-operative এর মাধ্যমে agriculture থেকে বীজধান ও সার ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা যাবে, এরকম আশা করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল co-operative এর উদ্দেশ্য ভাল

হলেও তা পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। যারফলে উদ্দেশ্য ভাল হওয়া স্বত্বেও এই departmentএর মাধ্যমে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার দরুণ জনসাধারণ ঠিক ঠিকভাবে উপকৃত হচ্ছেন না। কেন আমি একথা বলছি? কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই co-operative করা হয়েছে তা পরিচালনা করতে গিয়ে ruling party একটা সঙ্কীর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেছে। তাদের মনোভাব হল তারা নিজেরাই সমস্ত কিছু তাদের পকেটের মধ্যে পুরে রাখতে চাইছে আর এই বিষয়ে যারা উৎসাহী এবং অভিজ্ঞ তারা যদি এগিয়ে আসেন, তাহ'লে তাদেরকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দ্বারা বিভিন্নভাবে harassment করে থাকেন। এই মনোভাব নিয়ে যদি কাজকর্ম করা হয় তাহলে এই department এর মাধ্যমে জনসাধারণের উপকার করার মত কাজকর্ম করা সম্ভব নয়। তাই এই deptt. এর mismanagement এর কয়েকটা ঘটনা আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত এই হাউসের সামনে রাখব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই co-operative department itself একটা কেলেঙ্কারীর department হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২রা এপ্রিল ন্যায়দণ্ড পত্রিকায় একটা খবর বের হয়েছে. তা বড়ই অস্বাভাবিক। খবরে বলা হয়েছে যে, co-operative department এর ২৩ জন supervisorকে আকস্মিকভাবে বরখাস্তের notice দেওয়া হয়েছে, ফলে এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যাহারা গত ৪।৫ বছর ধরিয়া ঐ ডিপার্টমেন্টে supervisor হিসাবে কাজ করে আসছেন তাদেরকে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে বিকল্প চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে এই Supervisor এর postগুলি নাকি abolish করে দেওয়া হবে। এতে সহজে অনুমান করা যায় যে co-operative departmentএ কি চলেছে। তারপর Appex Marketing Co-operative Society একটা আছে। এই প্রতিষ্ঠানটী ত্রিপুরা রাজ্যের co-operative department এর বড় শাখা। এর উপর ভিত্তি করে ত্রিপুরা রাজ্যে Multipurpose, Central Marketing Co-operative ইত্যাদি অর্থাৎ জিনিষপত্র কেনা বেচা সব নির্ভর করে। এই Appex Marketing Co-operative Societyতে সরকারের শতকরা ৮০ ভাগ share আছে। এর অর্থ হচ্ছে যদি এই co-operative fail করে তাহলে সরকারকে সব ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যদিও তা বে সরকারী, এটাকে অনেকটা Semi Govt. বলা যেতে পারে। পূর্বে এটা ছিল Tripura Central Marketing Co-operative পরে নাম পালটায়ে করা হয়েছে Appex Marketing co-operative এখানে Board of director যেটা আছে, তাতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি আছেন। যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এক সময়ে Congress এর Convenor ছিলেন, তাকেই এই board এর chairman করা হয়েছিল, আর Executive officer ছিলেন অমরেশ চন্দ্র মজুমদার। তারপরে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএস, এল. সিংহের সহিত শ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটা রাজনৈতিক clash বাধলে, তাকে কংগ্রেস ছাড়তে হল। তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় Appex Marketing co-operative এর Chairman এর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এভাবে Co-operative এর মধ্যে ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা শুরু হল। আর সেজন্যই রুদ্র প্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে সরাবার জন্য চীফ কমিশনারের আদেশ বলে Board of Directors বাতিল করা হল। এই আদেশের বিরুদ্ধে Appex Marketing Co-operative এর Chairman চীফ কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করলেন যে ১৫দিনের মধ্যে এই আদেশ বাতিল করতে হবে, না হয় Court এ মামলা দায়ের করা হবে। দরখাস্ত অনুসারে তা বাতিল করা হ'ল। তারপর চীফ কমিশনার যখন আগরতলায় ছিলেন না, তখন by order, Chief Commissioner এর নাম দিয়ে এমন কতগুলি আদেশ বাহির করা হ'ল যাতে পুরানো board of directors দের বাদ দিয়ে নূতন লোক দিয়ে board of directors করা হ'ল। সেখানে অমরজিৎ চক্রবর্ত্তীকে Executive officer এবং কালু চন্দকে Chairman করা হ'ল। এরপরে এবিষয়ে Challenge করা হ'ল। চীফ কমিশনার পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন যে Co-operative Registrar এর Co-operative Laws & bye-laws সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই এবং তিনি কোন একটা বিশেষ দলের agent মাত্র। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এভাবে Co-operative এর নামে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ হচ্ছে। এবং এখানে এভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জের চলছে। আমার ব্যক্তিগত মতামত হ'ল Co-operative টা খুব ভাল জিনিষ, একথা নিসন্দেহে বলা যায়। যদি ঠিক ঠিকভাবে, অর্থাৎ proper way তে উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত করা যায়, তাহলে ত্রিপুরারাজ্যে অভাবী জনসাধারণ বিভিন্নভাবে এই Co-operative থেকে সাহায্য পেতে পারে। কিন্তু আজকে Ruling Party বা Party in power এ যারা আছেন এই Co-operative কে নিজস্ব স্বার্থের মধ্যে রাখতে চান, যেখানে বিরুদ্ধবাদী দলগুলির কোন স্থান নেই। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় সবগুলি Co-operative আজকে ধ্বংসের মুখে চলছে, শুধু নামমাত্র Co-operativeই আছে। আজকে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত primary Co-operative থেকে regulating marketing co-operative সবগুলির একই অবস্থা Lequidation এ যাওয়ার মত অবস্থা এমন কি department itself lequidation এ যাওয়ার মত হয়ে পড়ছে। ২জন co-operative supervisor এর post abolished করার অর্থ department itself is going to be lequidated নয়? কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা অনেক সময় অফিসারদের বলে থাকি যে তারা আইন কানুন কিছু জানেন না, practically officer রা কি এই জন্য দায়ী?, নাকি রুলিং পার্টির যে Minister in Charge থাকেন তিনিই দায়ী? এটা আমাদের আজকে চিন্তা করতে হবে। অফিসারদের অনেক সময় মুস্কিলে পড়তে হয়, তারা কি চাকুরী করবেন, না উন্নতির চিন্তা করবেন। এই অবস্থায় রুলিং পার্টি আজকে তাদের গোপন হস্ত দিয়ে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছেন। এই কারণেই আজকে আমাদের Cooperative গুলি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাই এই কথাটা আমি এখানে বার বার উল্লেখ করতে চাই যে Cooperative খুব ভাল জিনিষ।

আমরা যদি systematic wayতে এটাকে চালাতে পারতাম অর্থাৎ উদার দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে যে কোন প্রকার দলাদলিও রাজনীতির উর্দ্ধে নিয়ে চালানো যেত তবে খুব ভালই হত। তাতে জনসাধারণেরও উপকার হত। আমার আর একটা কথা হ'ল Land mortgage bank একটা করা হয়েছে তার Capital ছিল প্রায় ৪২, হাজার টাকা এখন তা এসে দাড়িয়েছে ৫ হাজার টাকাতে। এটারও এখন অনেকটা liquidationএ যাওয়ার মত অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য আমরা বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখব আর নিজের পার্টির লোকদের ও স্বজন পোষণ করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিয়ে বিচার বিবেচনা করার মত যদি একটা অবস্থা চলতে থাকে তাহলে Cooperative Deptt তাদের Cooperation এর নামেই বেঁচে থাকবে। কার্য্যতঃ দেশের অভাবী লোকদের উপকারে আসবে না। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত অনুরোধ রাখব—জানিনা তার কতটুকু কার্য্যকরী হবে, যাতে করে Cooperative কে রাজনীতির উর্দ্ধে স্থান দিয়ে, সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে স্থান দিয়ে পরিচালনা করা হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Bidya Ch Deb Barma to move his cut motion.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে 'Capital Land Mortgage Bank এর টাকা লগ্নিতে বিলম্ব হয় বলে একটা cut motion রেখেছি। কারণ হল আমরা দেখে আসছি এই bankএর মাধ্যমে লগ্নি করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে এমন ভাবে হয়রানি হতে হয়, যার ফলে তাদের সর্ব্বস্ব হারাতে হয় এবং অনেকে লগ্নি পায় আবার অনেকে পায় না। আমরা জানি মহাজনদের কাছ থেকে যত টাকা ঋণ নেওয়া হয় তা পরিশোধ করে যাতে লোনের থেকে নিয়ে সেই টাকাগুলি দিয়ে অন্য কাজে লাভবান হওয়া যায় তার জন্যই এই লোন দেওয়া হয়। কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে অবস্থা নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পর এই লোন দেয়। তাছাড়া দেখা গেছে বহুলোক দরখাস্ত করে দরবার করেছে, কিন্তু এই লোন পাওয়া যাচ্ছেনা। শুধু তারা পাওয়ার আশ্বাসই পাচ্ছে, লোন আর দেওয়া হচ্ছেনা। কল্যাণপুর তেলিয়ামুড়া, খোয়াইতে ও আমরা এই রকম অবস্থা দেখতে পাই। সরকার থেকে Block Development Deptt করা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখি যে ধানের বীজ দেওয়া হয় যখন কৃষক ধান জমিতে বুনে বাড়ী আসে। কাজেই যদি Block Development Deptt. এর এই রকম অবস্থা হয় তবে "ফসল বাড়াও" আন্দোলন কি ভাবে সফলতা লাভ করবে আমি বুঝে উঠতে পারিনা। বীজ সংগ্রহ করতে গিয়ে কৃষকদের ২।৩ গুণ বেশী সুদ দিয়ে টাকা পয়সা মহাজনদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এই ভাবে কৃষকরা তাদের সর্ব্বস্ব হারিয়ে একটা নিঃস্ব অবস্থায় গিয়ে পড়ে। অতএব এই সব বিচার বিবেচনা করে যে সব কৃষক লোনের জন্য দরখাস্ত করে, কিছুদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ইন্কোয়ারী ইত্যাদি করে তাদেরকে যাতে সময় মত লোন দেওয়া হয় তার জন্যই আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি।

Mr. Speaker :—I call on Shri Abhiram Deb Barma to move his Cut Motion.

Shri Abhairam Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে আমার আগে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু Co-operative সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন সেগুলো আমি সমর্থন করছি। কারণ আজকে আমরা co-operative এর দিকে তাকালে কি দেখি। আমরা দেখি যে প্রত্যেকটি co-operative এ আজ দুর্ণীতি ঢুকেছে এবং সেই দুর্ণীতির কোন প্রতিকার হচ্ছেনা। আমি এখানে শুধু একটি co-operative এর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে চেষ্টা করব। জিরানিয়ার কাছে নোয়াবাদি সর্ব্বার্থক সাধক সমবায় সমিতি নামে একটি সমিতি আছে। এই সমিতি কয়েক বৎসর আগেও ভালই চলছিল, কিন্তু গত কিছুদিন যাবত এই co-operativeএর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যচ্ছে এবং এর লেন দেন বন্ধ হতে চলছে। শুনেছি টাকা পয়সা অনেক আদায় হয়েছে। এক ব্যাক্তি সুদ সহ তার দেনা সমিতেকে পরিশোধ করেছে, কিন্তু ঐ ব্যক্তির নামে পুনরায় court case হয়ে টাকা আদায়ের জন্য সমিতির নোটিশ তার নিকট গিয়েছে এই ধরণের অনেক ঘটনা হয়েছে এবং তার প্রমান ও আছে। এই co-operativeএর যিনি Secretary তিনি বেশ কয়েক বৎসর পূর্ব্ব থেকে কংগ্রেসের সক্রীয় কর্ম্মী আছেন। তিনি কংগ্রেসে আসার পূব্বে অবধি এই cooperative এর লেন দেন খুব ভালই ছিল এবং এক সময়ে এই সমিতির সুনাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল। এমনও শুনা গেছে এই নোয়াবাদী সর্ব্বার্থক সমিতি খুব ভাল, এই ধরণের সমিতি যদি ত্রিপুরা রাজ্যে আরও কয়েকটা থাকে তাহলে আজকে কৃষকরা সুদখোর মহাজনদের দ্বারা যেভাবে শোষিত হচ্ছে সেটা থেকে রেহাই পেত। কিন্তু আজকে ঐ সমিতির একটি মাত্র ঘর আছে আর কিছু আছে কিনা জানিনা। যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছিল তার একটা অংশ নাকি এখনো আদায় হয়নি। যাদের কাছ থেকে আদায় হয়নি তারা নাকি কংগ্রেসরই, আর যারা গরীব, সাধারণ কৃষক তাদের কাছ থেকে অনেক জোর জবরদস্তি করে আদায় করা হয়েছে। এখন জনসাধারণের জিজ্ঞাস্য, কো অপারেটিভের এই অবস্থা কেন, আমরা তো ঋণ নিয়েছি তা শোধ করে দিয়েছি, এখন কেন আদায় হচ্ছে না ? এখন কথা : হল এই co-operative আমরা চেয়েছিলাম এইজন্য, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সুদখোর মহাজনরা কৃষকদের অভাবের সুযোগ নিয়ে যেভাবে শোষণ করছে তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য। এই সমবায় সমিতিটা যে খুবই ভাল একথা সকলে স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু তার পরিচালনার দোষে দেশের গরীব কৃষকদের কাজে এটা লাগাছেনা এবং তারা সময়মত ঋণ পাচ্ছেনা। এই অবস্থায় যে সমস্ত cooperative আছে তাদের অবস্থা আজকে খুব খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন জিরানিয়াতে একটি Marketing cooperative society আছে। এখন সেটার কিছু অংশ নাকি PWD কে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তা ছাঁড়া রাস্তার পার্শ্বে চন্দ্রপুরে অনেক credit society দেখি এবং গুদাম দেখি। মুলত এই সমস্ত cooperative এর মাধ্যমে কৃষকদের কি রকম উপকার হচ্ছে না হচ্ছে সেটা cooperative এর যারা পরিচালক তারাই জানেন।

সত্যতঃ একজন কৃষক এই cooperative থেকে উপকার পেয়েছেন এই রকম ধারণা আমরা করতে পারিনা। কাজেই এই cooperativeটা যাতে জনসাধারণের কাজে লাগতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় যিনি আছেন তিনি যদি চেষ্টা করেন তাহলে সুদখোর মহাজনদের শোষণ থেকে এই গরীব কৃষককুল রক্ষা পাওয়ার একটা পথ পাওয়া যেত। কিন্তু এই cooperative প্রবর্তন হয়ে আসার পর থেকে যে অবস্থা দেখছি তাতে এ রকম কিছু আশা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে শুধু cooperativeএ হচ্ছে তা নয়, এই রকম দুর্নীতি সব deptt এ আছে আর cooperative এ থাকবে নাই কেন, এখানে তো টাকার ছড়াছড়ি বেশী। কাজেই আমার Cut motion এর মাধ্যমে Demand No. 19 এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Minister T. M. Dasgupta.

Shri Tarit Mohan Dasgupta—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে মূল প্রস্তাব রাখা হয়েছে তাকে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি এবং যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য হাউসের সামনে রাখছি। আজকে সমবায় বিভাগের প্রয়োজনীয়তার কথা বিরোধী দলের সদস্যগণও স্বীকার করেছেন। আজকে ভারতবর্ষে তথায় ত্রিপুরার গ্রামীন অর্থ নৈতিক উন্নতি করতে হলে তারজন্য সমবায়ের প্রয়োজন। কারণ মূলধন বা ব্যবসা করার যে ক্ষমতা তা গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে যারা দরিদ্র জনসাধারণ তাদের তা নেই। কাজেই তারা যদি সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি কিম্বা ব্যবসাতে নামে, তাহলে তার মধ্যে সরকারের যে রকম সাহায্য আছে, তা নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি এবং গ্রামের উৎপন্ন ফসলের ব্যবসা বাণিজ্য করে যে কাজ হতে পারে একথা কখনও বলা হয়নি। বলা হয়নি যে সমবায়ের মাধ্যমে আমাদের যতটুকু উন্নতি করব মনে করেছিলাম নানা কারণে তা হয়নি তার একটা কারণ হচ্ছে সমবায় যে পদ্ধতি তার নির্দিষ্ট কতগুলি আইন কানুন আছে। এবং সেই নির্দিষ্ট আইন কানুন মেনে চলতে হয়। তার আর একটা দিক হচ্ছে এই যে সমবায় সম্বন্ধে জন সাধারণের সজাগ এবং জাগ্রত দৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে পরিপূর্ণ জ্ঞানের প্রয়োজন। যারা Co-operative বা সমবায়ে কাজ করতে যাবে তাদের মধ্যেও সেই পরিপূর্ণ জ্ঞান যদি সমবায়ের সম্বন্ধে না থাকে, তাহলে সেই কাজ ঠিক যতখানি ভাল হবে বলে আশা করা যায় ততখানি ভালোতে গিয়ে পৌঁছতে পারে না এবং সেই জন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বলেছেন যে দুর্নীতি ঢুকেছে। যেখানে দুর্নীতি দেখা গেছে যে সরকার থেকে হয়তো Loan নিয়েছে এবং তারপরে যে উদ্দেশ্যে সেটা ব্যয়িত হবে সেই উদ্দেশ্যে সেটা ব্যয় হয়নি বা যেখানে defalcation হয়েছে সেখানেই সে সমস্ত Case ধরা হয়েছে। সেটা সরকারী কর্মচারীই হউক বা জন সাধারণই হউক। কাজেই সেই দিক থেকে তারা যদি বলেন যে অনেক Caseই হয়েছে এবং অনেক Caseএ Company র কথাই ওনারা বলেবেন যে সমবায়কেই গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। যেমন একদিকে

সরকার সমবায়ের শিক্ষার জন্য জনসাধারণকে সাহায্য করছেন এবং অর্থ আনুকূল্য করছেন, আর একদিক দিয়ে সমবায়টি যাতে সুষ্ঠু ভাবে চলে তার জন্য তার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই সঙ্গে Supervisor, Inspector ইত্যাদি রেখে কাজ করার চেষ্টা করছেন। কাজেই কোথায়ও যদি দুর্নীতি হয়, কোথায়ও যদি নির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী কাজ না হয় তাহলে সেটাকে বন্ধ করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে যা করা দরকার আইন অনুসারে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। যেখানে সেটা হয়েছে সেখানেই সেই Case নেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমনের জন্য সেখানে Case করা হয়েছে এবং তার ফলে দেখা যাবে কিছু কিছু সমবায় সমিতিকে গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। যদি তারা সৎভাবে ব্যবসা না করে তাহলে নূতন করে আবার সমবায় সমিতি করা হবে। এবং এছাড়াও সমবায়ের এই চিন্তার মধ্যে আজকে যে ভাবে সমবায়ের কার্য্যকারিতা formaly আশা করা যাচ্ছিল ঠিক সেভাবে না হওয়ায় আবার নূতন করে formটি নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে এই ছিল যে, যে যখনই সমবায়ের জন্য আবেদন করেছে তাকেই সমবায় সমিতি গঠন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে তার দ্বারায় অনেকে কাজ করতে পারছেন না, অনেকে বুঝতে পারছেন না, অনেকে মনে করেছেন যে সামবায় করলে পরে কিছু সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে এবং তা দিয়ে কিছু না কিছু একটা ব্যবসা করা যাবে। জনসাধারণের ভুল বুঝা বুঝির জন্য অনেক ক্ষেত্রে কিছু দোষ ত্রুটি রয়ে গেছে। এমন সমবায় সমিতিকে আবার নূতন করে ঢেলে সাজাবার প্রক্রিয়া হচ্ছে যার ফলে যে সমস্ত সমবায় Economically viable হবে না তাদেরকে আর রাখার কোন প্রয়োজন নাই। অর্থ্যাৎ যে সমস্ত সমবায় তার একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল নিয়ে, পরিকল্পনা নিয়ে সম্পূর্ণভাবে কাজ করতে পারবে সেই সমস্ত সমবায়গুলিকে রাখা হবে এবং অন্য যে সমস্ত সমবায়গুলির ভবিষ্যতেও Economically viable হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাদেরকে রাখা হবে না। তার অর্থ এই নয় যে সমবায়কে সঙ্কোচন করে দেওয়া হচ্ছে। তার অর্থ হচ্ছে এই যে আগের পর্য্যায়ে যেখানে নাকি extensive করে একটা work আরম্ভ করা হয়েছিল আজকে সেইদিক দিয়ে না গিয়ে যাতে intensive work অর্থাৎ যে সমস্ত সমবায়গুলি থাকবে সেগুলি যাতে Economically viable হয়ে কাজ করতে পারে তার জন্যে আজকে আবার নূতন করে সমবায়কে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন হচ্ছে। এবং যার ফলে হয়তো মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন যে Supervisor যাদের কিছু Post abolish করা হয়েছে। কারণ আগে যে পরিকল্পনায় কাজ করা হয়েছিল তাতে দেখা গেছে যে কাজটি যতখানি অগ্রসর হবে বলে আশা করা হয়েছিল সেভাবে হয়নি। তার জন্যই আবার সরকার থেকে নূতন ভাবে পরিকল্পনা করে সেই পুরানো ধারাকে পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং দিয়ে সেই ধরণের যে কাজ সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আবার নূতন করে কাজের ধারা নেওয়া হচ্ছে।

বিরাট অংশ Bank গুঠিয়ে নেবেন। কাজেই তাদের কোন কোন অংশ Bank এর মধ্যেও যারা ভালভাবে কাজ করেছেন তারা Bank এর মধ্যে কাজ পেতে পারবে এবং ভবিষ্যতে Co-operative Departmentএ যখন চাকুরী খালি হবে তখন তাতেও তারা absored হয়ে যেতে পারবে Vacancy অনুযায়ী। কাজেই এই দিক দিয়ে পরিকল্পনাটি যেভাবে পরিবর্ত্তিত করা হয়েছে তার সঙ্গে এর যোগাযোগ রয়েছে। কারণ আজকে অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে সমবায় এমন একটী জিনিষ যা ত্রিপুরাতে ইতিপূর্ব্বে ছিল না। সমবায় একটি ধরাবাধা জিনিষ নয়। একে তৈরী করে নিতে হবে। সমবায়ী যে মনোভাব সেটা জনসাধারণের মধ্যে তৈরী করতে হবে, তার যে ব্যবসা সেটাও অনুভব করতে হবে, কৃষি ক্ষেত্রে যাতে সমবায়ী মনোভাব দ্বারা কাজ করতে পারে তার জন্য একটা বাধাধরা অবস্থার দিক সৃষ্টি করতে হবে। যদিও অতীতে কিছু দোষক্রটি হয়েছে তথাপি এই দোষক্রটি ভেতর দিয়ে ও জনসাধারণ এবং কর্ম্মচারীদের একটা শিক্ষা হয়েছে এবং এই শিক্ষার অভিজ্ঞতার দ্বারা আজকে আবার নূতন করে এই সমবায় পদ্ধতিকে ঢেলে সাজাবার প্রচেষ্টা চলছে। সমবায় সমিতির অভ্যন্তরে যেখানে দুর্নীতির অভিযোগ করা হয় সেখানেই তদন্ত করা হয়। তদন্ত করলে পরেই আবার দেখা যায় কি মাননীয় সদস্যরা তার জন্য বলেন। যেমন Apex Marketing Societyর কথা বলা হয়েছে। কেন যদুবাবু গেলেন। আইন কাউকে ছাড়তে চায় না। যদি আইনে কারুর কোন দোষ পাওয়া যায় তাতে তিনি দলের লোকই হন আর বেদলের লোকই হন তাকে আইনে ছাড়বে না। তাতে যদি এমন risk ও থাকে যে যদুবাবুর মত লোক কংগ্রেস দল ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু আইনের যে বিধান, Apex Marketing Societyকে রক্ষা করার, ভাল করার, তখনকার পরিবেশটিতে যে অবস্থা এবং যে অভিযোগ এসেছে তার জন্য ত্রিপুরার এই Apex Marketing Societyকে রক্ষা করতে গিয়ে সরকার এই কার্পণ্য করেন নি যে যেহেতু সে দলের লোক সেজন্যে তার বিরুদ্ধে কোন রকম step নেওয়া হবে না। কাজেই যদি দুর্নীতির কথা বলেন বা Co-operativeকে রক্ষা করার কথা বলেন তাহলে বলতে হবে যে তখনকার অবস্থায় সরকার যা করা কর্ত্তব্য মনে করেছেন তাই করেছেন। যখনই দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে, যখনই দেখল যে এটাকে রক্ষা করা দরকার তখনই সেই পরিপ্রেক্ষিতে সেটা করেছে। আজকে যদি তাই হয়, অভিযোগ আনবে এবং অভিযোগের পরে যদি লোক চলে যায় এবং যদি বিরোধী দলের হয় তাহলে তখন তারা সেটাকে আইনের মারপেচ দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন তাহলে অবশ্য Co-operative বিভাগ নাচার বা সরকার নাচার। কিন্তু যেখানে অভিযোগ আসবে সেখানে যদি দেখা যায় যে আজকে তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে তাহলে অতি দ্রুত সরকারকে ব্যবস্থা করতেই হবে। যদি তার কাছে খবর আসে যে সেখানকার টাকা পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে বা একটা কিছু জিনিষ নষ্ট হতে চলছে তাহলে অতি দ্রুত তাকে রক্ষা করার জন্য তখনকার অবস্থায় যা করা দরকার মনে করেছে সরকার সেই step নিয়েছে। যদি কিছু ভুল ক্রটি থাকে তবে সেটা Court এর বিবেচ্য

বিষয়। কিন্তু আসল জিনিষ হচ্ছে এই যে যেখানে নাকি সরকারের শতকরা ৮০ ভাগ মূলধন দেওয়া আছে এবং জনসাধারণের অর্থ দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে যদি সরকারের কাছে এই অভিযোগ এসে পৌঁছায় যে সেইগুলি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে সেক্ষেত্রে সরকার যে step নিয়েছেন সে step হচ্ছে Appropriate step কাজেই আজকে যেখানে দুর্নীতি এসেছে তার বিরুদ্ধে সরকার যখন নাকি step নিয়েছেন তখন বলছেন যে কংগ্রেসের লোকদের মতান্তর হওয়াতে এটা হয়েছে। কংগ্রেসের ভিতরেও যদি কেউ থাকে এবং তার মধ্যে যদি দেখা যায় কোন কাজে তারা ভুল করছে তাহলে সেখানে তার পদাধিকারের জন্যও সরকার তা ছাড়বে না এবং ছাড়েনি বলেই আজকে মতান্তর হয়েছে। কাজেই পেছনেরটিকে আগে না এনে আগেরটিকে পেছনে নিয়ে দেখলেই এর প্রকৃত তথ্যটা উদঘাটিত হয়ে যাবে যে কিসের থেকে কি হয়েছে। কাজেই সরকারের তরফ থেকে যেখানে নাকি কোনরকম দুর্নীতির অভিযোগ বা Mismanagement এর অভিযোগ এসেছে সেখানেই তারা কঠোরভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন যাতে Co-operative সংস্থাটি রক্ষিত হয়। এর জন্য বরং সরকারকে অভিনন্দন দেওয়া উচিত ছিল যে তারা সাহস করে এইরকম একজন কংগ্রেস প্রধানকে mismanagement এর জন্য ধরেছেন। কিন্তু আজকে তারা উল্টো জিনিষ গাইছেন। আইনের বিধানের মধ্যে যদি ত্রুটি থাকে এবং সেটা করতে গিয়ে যদি ভুল করে থাকে তবে সেটা পরবর্তী বিচারে যা হবার হবে। তারপর Land Mortgage Bank এর কথা বলেছেন। Bank এরও অফুরন্ত টাকা নেই। যে টাকা জনসাধারণ নেবে সেই টাকা যদি সময়মত ফেরৎ না আসে তাহলে Bank অনবরত টাকা দিয়ে যেতে পারে না। কাজেই Bank যদি চালু রাখতে হয় তাহলে জনসাধারণ যে টাকাটা নেবে তা যদি নির্দিষ্ট সময়ে ফেরৎ দেয় তাহলেই আবার সেই টাকা থেকে পরবর্তী পর্য্যায়ে অন্য যে পার্টি আসবে তাকে অর্থ দিতে পারবে। কাজেই কোন ক্ষেত্রে যদি সেই ভাবে, টাকা ব্যাঙ্কে আসার কথা ছিল সেই হারে যারা ঋণ নিয়েছেন বা দেওয়া হয়েছে তারা যদি সেই ঋণ ফেরত না দেন তাহলে পরবর্তী বৎসরে বা পরবর্তী পর্য্যায়ে যে ঋণ আদায় হবে এবং যে টাকা আসবে সেই দুটুকে যোগ করে এবং সবাইকে দেওয়ার কথা বা পরিকল্পনা আছে তারা যদি এসে উপস্থিত হয় এবং সেই পরিমাণ টাকা যদি না আসে তাহলে সবাইকে দেওয়া সম্ভবপর হয় না। কাজেই সেই ক্ষেত্রে হয়তো ত্রুটি থেকে যেতে পারে। এইজন্য যে ঋণ জনসাধারণ নিয়েছেন ঠিক সময় মত অনেকেই সেই ঋণ ব্যাঙ্কের কাছে জমা দিচ্ছেন না। তবুও ব্যাঙ্ক চেষ্টা করছে। আমি যতটুকু জানি যোগ্যতুনভাবে তারা আরও অর্থ এনে যাতে এটাকে দ্রুততর ভাবে দেওয়া যায় এবং আইন অনুযায়ী যে সমস্ত difficulties আছে তাকে দূর করা যায়। এবং তারজন্য তাদের নিজস্ব লোক দিয়েও enquiry করা যায় কি না এই সমস্ত কতগুলা নূতনভাবে পরিকল্পনা চলছে।

তার সাথে সাথে মাননীয় Speaker এর মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের একথাও মনে রাখতে বলব।

আজকে Co-operativeকে যদি successful করতে হয় তাহলে জনসাধারণের মধ্যেও এ জিনিষটি বুঝিয়ে দিতে হবে যে তারা বিপদের সময় যে ঋণ নেবে, সেই ঋণটা যদি উপযুক্ত সময়ে ব্যাঙ্কে ফেরত দিয়ে দেন তাহলে পরবর্তী পর্য্যায়ে ব্যাঙ্ক আরও দ্রুততরভাবে ঋণ দিতে পারবে। মাননীয় সদস্য বলেছেন, কেন ব্যাঙ্ক করা হয়েছে ? ব্যাঙ্ক করা হয়েছে কৃষকরা মহাজনদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সুদে যে দাদন গ্রহণ করেন তা থেকে মুক্ত করার জন্যে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মহাজনদের অতিরিক্ত সুদ সেটা তারা দিতে রাজী তবুও ব্যাঙ্কের যে টাকা বা সরকারের কাছ থেকে নেওয়া যে টাকা সেটা আদায় হয় না এবং আদায় হয় না বলেই পরবর্তি পর্য্যায়ে যে টাকা দেওয়ার কথা সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিকল্পনাকে যদি সার্থক করতে হয়, সমবায়কে যদি বাড়াতে হয় এবং ব্যাঙ্কের লেনদেনের অর্থের পরিমাণ যাদ বাড়াতে হয়, তাহলে আমাদের জনসাধারণেব মধ্যেও এই মনোভাব ভাল করে প্রকাশ করতে হবে যে ব্যাঙ্ক থেকে আপনারা যেমন আপনাদের বিপদের সময় টাকা নিবেন সেই টাকা আপনাদের সময় মতো ফেবত দেওয়া উচিত। এবং মধ্যবর্তী পর্য্যায়ে যারা করছেন তারা যেন সৎভাবে কাজ কবেন ; সরকাবী কর্ম্মচারী যারা আছেন তারাও যেন সৎভাবে কাজ করেন। প্রত্যেকেই সৎভাবে কাজ করে যেন বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে ফসল উঠার পর সেই টাকাটা ব্যাঙ্কের কাছে প্রতি বৎসর জমা দিয়ে দেন। তাহলে ব্যাঙ্কও ভাল চলবে এবং প্রত্যেক কৃষকও সময় মত ঋণ পাবেন। কাজেই সমবেতভাবে যেমন সরকারের একটি কর্ত্তব্য আছে তেমন রাজনীতিবিদেরও একটি কর্ত্তব্য আছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তৈরী করার জন্যে। কাজেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে এই আবেদন রাখবো যে আমাদের এই সমবায়ের সাহায্যের জন্য, সুদখোর মহাজনদের অস্তিত্ব লুপ্ত করার জন্য যে একটা নবোত্তর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাকে সার্থক করে তোলার জন্য, আজ Reserve Bank বলছেন, কৃষির উন্নতির জন্যে যে পরিমাণ অর্থ দরকার তা দিতে রাজি আছি ; Provided সেই অর্থটা আবার ফেরত আনতে হবে। এই ধরণের একটা নজির সৃষ্টি যদি ত্রিপুরায় আমরা করতে পারি, তাহলে জনসাধারণ মহাজনদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারে এবং অন্যদিকে ত্রিপুরায় কৃষি এবং গ্রামীন জীবন যাত্রার উন্নতি হবে। এই বলে মূল প্রস্তাবের সমর্থনে এবং Cut motionএর বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The discussion on demand No. 19 is over. Now I am putting the demand to vote. Of course, I shall first put to vote the cut motio relating to the afforsaid demand.

Now the question befere the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in the Co-operative Department.

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

Voices—Ayes.

As many as are of contrary opinion will plaase say—Noes.

Voices—Noes

I think Noes have it. Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on সেণ্ট্রাল ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংকেব টাকা লগ্নিতে বিলম্ব।

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

Voices—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

Voice—Noes.

I think Noes have it. Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced by 1/- to discuss on সমবায় সমিতির দুর্নীতি দমনে সবকারী ব্যর্থতা।

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

Voices—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

Voices—Noes.

I think Noes have it. Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the demand for grant No. 19 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 8,77,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill 1967)] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of demand No. 19—cooperation.

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say—"Noes"

(No—Voice)

I think Ayes have it. Ayes have it, Ayes have it. The demand is passed.

Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his demand for grant No. 25 and 41 together.

The Hon'ble Krishnadas Bhattacherjee (Finance Minister) :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exeeeding Rs. 28,98,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1968 in respect of Demand No. 25 Electricity Schemes.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a snm not exceeding Rs. 91,00,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on account Bill, 1967) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1968 in respect of Demand No 41—Capital Outlay on Electricity Schemes.

Mr. Speaker :—I call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move his Cut motion on Demand No. 25.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No. 25—Electricity Schemes এর under এ ২৮,৯৮,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হচ্ছে। এখানে আমার cut motion টা হল Electricity Department এ mis-management সম্বন্ধে। আমি খুব বিস্তৃতভাবে বলতে যাচ্চি না। এখানে বর্তমানে যে Power House আছে সেই Power House থেকে power supply অনিশ্চিত। কখন যে বন্ধ হয়ে যায় তা কেউ বলতে পারে না। এই Power এর উপর দোকান পাট, লেখাপড়া এবং রেডিও স্টেশন ইত্যাদি অনেককিছু নির্ভর করে। গত কয়েকদিন আমাদের হাউস চলাকালীন অবস্থায় হঠাৎ Electricity বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু সময়ের জন্য। এভাবে বরাবরই বন্ধ থাকে। কেন যে এইভাবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এ সম্বন্ধে অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। গত ১৪ই মার্চ ৪টা ৩০ মিনিট থেকে ৬টা পর্য্যন্ত এবং ৬টা থেকে ৭টা ৫০ পর্য্যন্ত radio Programme ছিল। সাধারণত: ৪-৩০ এ Programme আরম্ভ হওয়ার কথা। Power এর গোলমালে সেদিনকার Programme করাই গেল না, এটা ১দিন ২দিনের ঘটনা নয়, হামেশাই এ রকম ঘটছে, কিন্তু এর কোন প্রতিকার নেই। তদুপরি Power supply এর এই গোলমালের জন্য আগরতলা থেকে বিভিন্ন জায়গায় টেলিগ্রাম পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে তদন্ত হওয়া দরকার। মন্ত্রী মহাশয়রা বলে থাকেন যে ৫০০ কিলোয়াট আমরা বসিয়েছি, এটা থেকে অনেক power supply পাওয়া যাবে, অর্থাৎ উন্নতির এবং অগ্রগতির পথে আমরা চলছি। কিন্তু কার্য্যত আসল কথা হল মেসিনটা আনার সময় পথে অনেকদিন পড়েছিল,

তার partsগুলি এখনো আনা হয় নাই। তারপর সেই মেসিনটা বসানোর পরেও সেখানে কোন অভিজ্ঞ Driver মেসিন চালানোর জন্য দেওয়া যায়নি। যাকে দিয়ে এই মেসিনটা চালানো হচ্ছে তার এই মেসিন সম্পর্কে কোন idea নাই। অনভিজ্ঞ লোক দিয়ে চালানোর ফলেই মেসিনটা ঘন ঘন বন্ধ হয়ে যায় এবং ক্রমশই নষ্ট হচ্ছে, যদিও মেসিনটার Life অনেকদিন দেওয়া ছিল। কাজেই এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া দরকার। টাকা পয়সা খরচ করার ব্যাপারে আমরা কোন কার্পণ্য করি নাই। যখন যা দরকার তখনই তা দেওয়া হয়েছে। যদি efficient লোক দিয়ে এটা চালানো হয় তাহলে মেসিনটাও অনেকদিন টিকবে এবং জনসাধারণও power supply থেকে বঞ্চিত হবে না। হঠাৎ line যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিফোন করেও কোন উত্তর পাওয়া যায় না। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হয়ত বা কেউ টাকা পয়সা গুনছে, এমন সময় হঠাৎ লাইট বন্ধ হয়ে গেল, আর তার টাকা পয়সাগুলি রাহাজানি করে নিয়ে গেল। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই যে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় এটার প্রতিকার হওয়া দরকার। বিগত ভোট পর্ব্বের কিছু পূর্ব্বে নূতন বোধজং স্কুলের দক্ষিণ দিকের রাস্তা বরাবর ইলেকট্রিক লাইটপোষ্ট বসানো হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে connection দেওয়া হয় নাই। আগরতলার আনাচে কানাচে বিভিন্ন গলিতে Electric light এর অভাবে মানুষ অন্ধকারে চলাফেরা করতে অসুবিধা ভোগ করে। এই সমস্ত জায়গাতে লাইট দেওয়া দরকার। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা হচ্ছে না। তদুপরি বাড়ীর ৮০ ফুট বা ২০০ ফুটের মধ্যে লাইট থাকুক বা না থাকুক প্রত্যেক মালিককে আলাদা করে লাইটের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে। এইসব অবস্থার অতি সত্বর প্রতিকার হওয়া দরকার।

Demand No. 41—Capital outlay on Electricity scheme সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলব যে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি যদি করতে হয় তাহলে পাওয়ারের দরকার। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আমাদের রুলিং পার্টি ঢাক ঢোল পিটিয়ে চীৎকার করতে পারেন যে আমরা অগ্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছি, অনেক কিছু করছি এ সব কথা বলছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ আজকে যদি আমরা Electricityর উন্নতি করতে না পারি তাহলে অগ্রগতি শুধু মুখের কথাই থাকবে। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে দিনের পর দিন লোক বাড়ছে। যদি এইসব লোককে কাজ দিয়ে absorb করতে হয় এবং আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো ঠিক রাখতে হয় তাহলে এখানে Industry গড়ে তোলা দরকার। যদি Industry গড়ে তুলতে হয় তাহলে power এর প্রয়োজন হয়। বহুদিন থেকে শুনে আসছি যে আসামের উমিয়াম হাইডেল প্রজেক্ট থেকে পাওয়ার আনা হবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তা কাগজে কলমে আছে। আর ডুম্বুর হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্টও শুধু কাগজে কলমে আছে। কখন যে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই।
যদিও plan এর মধ্যে একটা target time থাকে কিন্তু এটা যেভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত আমাদের প্রয়োজনের দিক দিয়ে সেভাবে অগ্রসর হচ্ছে না। কাজেই মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই power এর উপর যদি আমরা গুরুত্ব আরোপ না করি তাহলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতি হবে না। কাজেই বাজেটে শুধু ব্যয় বরাদ্দ রাখলেই যথেষ্ট নয়। অনেক সময়ে আমরা দেখি যে বাজেটে টাকা আছে অথচ কাজ সে রকম হয় না। এই অবস্থার সৃষ্টি যাতে আর না হয় তার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রীমহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I now call on Hon'ble Minister to give his reply.

The Hon'ble T. M. Das Gupta (Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মূল প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। আজকে এই Budget এর মধ্যে electricity খাতে ব্যয় বরাদ্দ সম্বন্ধে যা ধরা হয়েছে সে সম্বন্ধে উনি বলেছেন যে, মধ্যে মধ্যে power supply বন্ধ হয়েছে। জিনিষটা যন্ত্র, পুরোপুরি এটা মানুষের হাতে নেই। কাজেই আগরতলায় যে সরবরাহ হচ্ছে, কয়েকটি মেসিন এক সঙ্গে চলছে তাতে কখনও কখনও কয়েকটি মেসিনের কাজ অকেজো হয়ে পড়ে; সাময়িকভাবে তার জন্যেই এরকম হয় এবং প্রত্যেক জায়গাতেই এধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। তবে অবশ্য বেশী করে এটা ঘটা উচিত নয় এবং সেই দিক থেকে Department থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে যে, যাতে এগুলো যত কম করা যায়। তবে তিনি অভিযোগ করেছেন যে যারা trained, untrained লোক আছে, আজকে আগরতলায় যাদেরকে চাকুরি দেওয়া হয়েছে তারা সব ত্রিপুরার লোকও নয়। বাহির থেকে advertisement করে অভিজ্ঞ লোক আনবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই দেশের মধ্যে, ত্রিপুরার বাইরে যে সমস্ত available লোক আছে তাদের দিয়েই কাজ করান হচ্ছে। তবে মাননীয় সদস্যের যদি জানা থাকে যে এর চাইতেও আরও ভালো ভালো লোক আছে, যারা এর চাইতে ভাল যন্ত্র চালাতে জানেন এরকম অভিজ্ঞ লোকের কথা যদি আমাদের জানান তাহলে ওনার কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে লোক দেখা যাবে। কিন্তু যারা আজকের দিনে trained তাদের দিয়েই চালাতে হয়। তবে তিনি যে কথা বলেছেন, বাজেটেও ধরা হয়েছে Assam থেকে যে electricityর প্রয়োজন সেটা আনা হবে। কাজেই আজকে যেখানে রাস্তায় লাইট দেওয়া হচ্ছে আগরতলায়, প্রয়োজনের তুলনায় ততখানি বিদ্যুৎশক্তি নেই। জায়গায় রাস্তা যেভাবে হচ্ছে, ইচ্ছা থাকলেও আলো দেওয়া যাচ্ছে না। তার কারণ হচ্ছে যে, আসাম থেকে electricity আসবে তার পরিমাণ প্রায় ১০ মেগাওয়াট এবং সেটা এসে পৌঁছিলে, আরও নূতন সংযোগ দেওয়া সম্ভব হবে। গোমতার কাজ পরিকল্পনাতেই ধরা হয়েছে তিনি বলেছেন। পরিকল্পনা ছাড়া গত্যান্তর নেই। এ একটা বিরাট ব্যাপার। বিরাট একটা বাঁধ দিতে হবে এবং তার মধ্যে electricity generate করার জন্য টারবাইন আনতে হবে এবং তার জন্য foreign exchange এরও প্রয়োজন হবে। কাজেই সবগুলো জিনিষের সমন্বয় না ঘটা পর্য্যন্ত করা সম্ভবপর হবেনা। তারজন্য ১৯৬৯ সনের অক্টোবরের Date দেওয়া হয়েছে যে এর

মধ্যে একার্য্য করা হবে। যতখানি দ্রুত গতিতে করা যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর অন্য দিক দিয়ে তিনি যা বলেছেন যে রাস্তার মধ্যে Post দেওয়া হয়েছে। সেসব জায়গায় আস্তে আস্তে তার ও টেনে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। Department এর ক্ষমতা অনুযায়ী এক একটি Phase করে কাজ করতে হয়, সেগুলি করার পরে তখন তার টেনে নেওয়া হবে। কাজেই সাধারণ ভাবে যে কথা বলেছেন এর মধ্যে mismanagement চলছে একটা আমি মানতে রাজি নই। কখন ও কখন ও ইলেকট্রিসিটি ব্রেক হয়। যখন নাকি ভাল বিদ্যুৎ ও আসবে তখন ও দেখবেন যে, নানা কারণে কখনও কখনও break হয়ে যায়। তবে তার সংখ্যাটা কোন সময়েই বেশী হওয়া উচিত নয়। যত যায়গাই হউক কলিকাতার খবর পড়লে ও আপনারা দেখবেন যে মধ্যে মধ্যে আলো বন্ধ হয়ে যায়। কখনো কখনো machine change করতে কিছুটা সময় লেগে যায়। কাজেই সাধারণত এর mismanagement নেই। এই Department তার শক্তি অনুযায়ী যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কাজ করে যাচ্ছে। আসাম থেকে Electricity যাতে তাড়াতাড়ি আনা যায় তারজন্য এখন থেকেই একজন Executive Engineer এর পর্য্যায়ের লোককে বসিয়ে তরান্বিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই Department এর পক্ষ থেকে যত তাড়াতাড়ি কাজগুলি করা যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে Agartala Electricity shortage পুরণ করে জন সাধারণের চাহিদা মিটানো যায়।

Mr. Speaker :—The debate on Demand No. 25 and 41 is over. Now I am putting the Demand to vote separately. Of course, I shall first put to vote the cut motion relating to the aforesaid demand.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "Mismanagement in the Electricity Department"

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

Voices—Ayes

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'

Voices—Noes

I think Noes have it. Noes have it. Noes have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is that the Demand for Grant No 25 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 28,98,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 25 Electricity schemes.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say—"Noes"

No voice

I think 'Ayes' have it. 'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

There is no cut motion on Domand for Grant No. 41

Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 41 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not execeding Rs. 91,00,000/ [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 41 Capital Outlay on Electricity schemes.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

Voices'—Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'

No voice.

I think. 'Ayes' have it. Ayes have it. Ayes have it.

The Demand is paesed.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No. 21.

Shri Krishnadas Bhattacherjee (Finance Minister) :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 28,42,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 21—Community Development Projects, National Extension Services and Local Development works.

Now I call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move his Cut motion on Demand No. 21.

Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই Demand No. 21এ ২৮,৪২,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে Community Development Projects,

National Extension Service and Local Development works ইত্যাদি বাবত। এখানে আমার Cut motion হচ্ছে to represent disapproval of the Policy underlying the Demand Community Development, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই সম্বন্ধে বলতে চাই যে এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে তার খুব প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি B. D. O. দের একটা সাধারণ কাজে saction করার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নাই। এটা একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে. এক একটি B. D. O. এর under এ Cooperative Superviser আছে, Agri. Extension officer আছে, fishery officer আছে।

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 11 A. M. on Wednesday the 5th April 1967, the member speaking will have the floor.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THF PROVISION OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, : 1963.

5th April, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 5th April, 1967.

PRESENT

Shri Manında Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Cheif Minister, four Ministers, the Deputy Minister, Deputy Speaker and twenty one Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 58.

Shri Tarıt Mohan Das Gupta :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 58.

প্রশ্ন	উত্তর
১। নূতন বোধজং স্কুলের পূর্ব্বদিকে রাস্তার উপর লাইট পোষ্ট বসানোর পরেও ইলেকট্রিক সাপ্লাই করা হইতেছেনা কেন ?	১। "ডিষ্ট্রিবিউসন লাইন" তৈরীর কাজ এখনও চলিতেছে। এই কাজ শেষ হইলে ইলেকট্রিক সাপ্লাই করা হইবে।
২। বর্ত্তমান এই সময়ে ইলেকট্রিক সাপ্লাই করা সম্ভব না হইলে তাড়াহুড়া করিয়া এই রাস্তায় লাইট পোষ্ট বসানোর কি কারণ ছিল ?	২। চতুর্থ পরিকল্পনা অনুযায়ী এই এলাকায় ইলেকট্রিক সাপ্লাই করার জন্য লাইন তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

সাপ্লীমেণ্টারী :—

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে লাইট পোষ্ট এই রাস্তায় বসানোর জন্য প্রিভিয়াস কোন স্যাংশান ছিল কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এটা জানুয়ারী, ১৯৬৭'এ স্যাংশান হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কত তারিখে এই অর্ডারটা দেওয়া হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—তারিখের কথা আমি বলতে পারব না, আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কতদিন পরে এখানে লাইট দেওয়ার ব্যবস্থা হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—সমস্ত ওয়ার্কগুলি শেষ হলে পরেই লাইট দেওয়ার ব্যবস্থা হবে

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—লাইট পোষ্ট বস তে আর কতদিন লাগতে পারে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ডেট বলা সম্ভবপর নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা বলতে চান যে লাইট পোষ্ট বসানোর কাজ এখনও শেষ হয় নাই ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — এটা ডিফারেন্ট কেজিং এ রিমার্ক হয়, পোস্ট্র দেওয়ার পরেও লাইট দিতে হবে. অর্থাত বাতি জলার মত ব্যবস্থা করতে হবে, এই সমস্তগুলির কাজ শেষ যখন হবে, তখন পুরোপুরি ভাবে লাইট জলার মত ব্যবস্থা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — আমার প্রশ্ন হল, লাইট পোষ্টের কাজ শেষ হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — এখনও কাজ কিছু কিছু জায়গায় বাকী আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — কয়টা পোস্ট বসানো বাকী আছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — এত ডিটেল তথ্য আমার কাছে নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী একথা স্বীকার করবেন কি যে. ইলেকশনের কাজের সুবিধার জন্য, তাড়াহুড়া করে এই লাইট পোষ্ট বসানো হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — এই ইনসিনিউয়েশান সত্য নহে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — একথা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অস্বীকার করতে পারেন যে সেখানে লাইট পোষ্ট বসানোর ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টের কোন রকম স্যাংশান ছিল না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এর উত্তর আমি পূর্বেই দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—কোয়েশচান নাম্বার ১০।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—অনারএবল স্পীকার, স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশচান নাম্বার—১০।

প্রশ্ন—	উত্তর—
ক) আগরতলা—রাজনগর, জয়পুর জয়নগরের বন্যা নিরোধ বাঁধটি ভাঙ্গিয়া যাওয়া সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি ?	ক) পূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্মিত বাঁধ ভাঙ্গে নাই।
খ) ইহা কি সত্য যে ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় প্রায় ৫৫ দ্রোণ জমি জলমগ্ন হয় ?	(খ) (গ) ও (ঘ) ক) প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নগুলি উঠে না।
গ) যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে ঐ বাঁধটি পুনঃ নির্মাণের কি ব্যবস্থা হইতেছে ?	
ঘ) আগামী বর্ষার আগে ঐ পুনঃ নির্মাণের কাজ শেষ হইবে কি ?	

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যেখানে বোরো ফসল নষ্ট হয়, সেই বাঁধ কোন ডিপার্টমেন্ট মারফত নির্মাণ হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত — স্থানীয় লোকেরা এই বাঁধটি নির্মান করে। টেষ্ট রিলিফ এর কাজের দ্বারা, সেই বাঁধটি নির্মান হয়। নদীর এত কাছে এই বাঁধটি ছিল, যার জন্য বন্যার সময় এই বাঁধটি ভাঙ্গিয়া যায়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা — স্থায়ী ভাবে এই বাঁধ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি. যদি থাকে, কবে পর্য্যন্ত সেটা হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত — এই জায়গায় টেষ্ট রিলিফের টাকায় বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটা নদীর খুব কাছাকাছি, সেখানে বাঁধ থাকবে কিনা সেটা একটা সমস্যার বিষয়, সেইজন্য পি, ডবল্যু, ডি থেকে কোন বাঁধ সেখানে দেওয়া হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই এলাকার ফসল রক্ষার জন্য সরকারীভাবে কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — The whole thing is under investigation.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ঐ এলাকায় কি পরিমাণ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট। কারণ এই প্রশ্ন থেকে এটা সরাসরি উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—ঐ বাঁধ ভাঙ্গার ফলে এই এলাকার ফসল নষ্ট হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—যদি সেখানে ফসল থাকে, বাঁধ ভাঙ্গার ফলে ফসল নষ্ট হবে, সেটা প্রশ্ন করার কোন কারণ নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—ফসল রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি আগেই উত্তরে বলেছি যে the whole thing is under investigation.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এই ইনভেষ্টিগেশান কতদিন পর্য্যন্ত চলবে বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—যতদিন পর্য্যন্ত না কার্য্যকরী পন্থা উদ্ভাবন করা যায়

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কতদিনের মধ্যে কাজটি শেষ করা হবে, তার কোন টার্গেট টাইম আছে কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—না, সেইরকম কোন টার্গেট টাইম নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিশীকান্ত সরকার।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার—কোয়েশচান নাম্বার ১১২।

Shri S.L. Singh — Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 112.

Question	Answer
(ক) অদ্য পর্যন্ত উদয়পুর বিভাগীয় অফিসে কতগুলি ভূমিহীন কৃষকের ভূমি পাওয়ার দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে। তন্মধ্যে কতজনকে ভূমি দেওয়া হইয়াছে ?	(ক) ৭১৫টি আমরা পেয়েছি। ২৫.৩.৬৭ তারিখের মধ্যে আমরা পেয়েছি। এখন পর্যন্ত ল্যান্ড দেওয়া হয় নি।

শ্রীনিশি কান্ত সরকার — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানাবেন কি, যে ভূমিহীনেরা ভূমি নিজে দখল করে আছে, তারা ভূমি পেতে পারে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ — ভূমি দখল করে থাকিলেই ভূমি পাওয়া যায় না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার — ভূমিহীনকে তা হলে ভূমি কিভাবে দেওয়া হবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ — দরখাস্ত করলে পরে, সেখানে ঠিকমত জমি আছে কিনা তা দেখা হয়। সার্ভে করে তাদিগকে প্লট করে সেই সমস্ত জায়গাতে বসানো হয়ে থাকে, এই পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করে আসছি

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন খাস জমি ভূমিহীনের দখলে থাকলে তার পরিমান কত ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ — নোটিশ চাই।

শ্রীনিশি কান্ত সরকার — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি সেটেলমেন্ট বিভাগে ভূমিহীনেরা দরখাস্ত করেছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে ৭১৫টি দরখাস্ত আমরা পেয়েছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি উদয়পুর বিভাগে খাস জমি কত আছে যা ভূমিহীন এবং জুমিয়াদের মধ্যে বিলি করা যায় ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে তাদের কত একর করে জমি দেওয়া হয়েছে এবং কত টাকা করে তাদের লোন বা গ্র্যাণ্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে ৭৯৫টি পিটিশন আমরা পেয়েছি. এখন পর্য্যন্ত ভূমি দেওয়া হয় নাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—যে সব ভূমিহীনেরা দরখাস্ত দিয়েছে তার উত্তর পেতে কতদিন সময় লাগবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। ২৫-৩-৬৭ তারিখে তারা দরখাস্ত করেছেন। অতএব সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আইন দেখে সমস্ত জায়গার মধ্যে যারা সিডিউলড্ কাষ্ট টাইবেল তাদের প্রায়রিটি দেখে আমরা যদি পারি তখন তাদের মধ্যে সেটা বিলি হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—ঐ জমি তাদের বিনা নজরে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—যাদের ল্যাণ্ডলেস হিসাবে বসানো হয় তাদিগকে বিনা নজরেই বসানো হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—পরীক্ষা নিরীক্ষা কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—আগেই বলা হয়েছে ৭৯৫টি পিটিশন আমরা পেয়েছি। তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। অতএব এটা সময় নেবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, ভূমিহীনদের জায়গা দেবার জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা অ্যালট করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আমরা বলেছি এই পর্য্যন্ত কোন দা ও দেওয়া হয় নাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এই ১৯৫টি ভূমিহীনের দরখাস্তের মধ্যে ২/৪টার তদন্ত করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—নোটিশ চাই।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে রিজার্ভ করেছে এমন অনেক আবাদ যোগ্য খাস ভূমি আছে যা ভূমিহীনদের দেওয়া যায় ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—রিজার্ভ করেছে কিভাবে খাস থাকে আমার ধারণার অতীত।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই ১৯৫টী ভূমিহীনদের পরিবারের পুনর্বাসন দিতে কতদিন বা কত বৎসর সময় লাগতে পারে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—ঠিক করিয়া তাহা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব ইহা পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এর মধ্যে বহু আবাদ অনুষ্ঠান করে জায়গা দখল করেছে; তারা বন্দোবস্ত পাবেনা কেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— যদি জবরদস্তি করে কোন জায়গা দখল করে থাকে তা হলে তাকে সেই জায়গা দেওয়া হয় না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— কি কি কারণ হিসাবে তাদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় না।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— জবর দখলকারী হিসাবে দেওয়া হয় না

Mr. Speaker—Shri Debendra Kishore Choudhury.

Shri Debendra kishore Choudhury—Question No. 132.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, starred question No. 132.

QUESTION	ANSWER
1) The date of commencement of the construction of the Road from Durganagar to Kalamchorra road ?	1) March, 1555.
2) The progress of the road ?	2) Approximately 55% of the work has been completed.
3) When the road will be completed ?	3) March, 1968. Subject to availability of land.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এই রাস্তার জন্য কি কোন জমি অ্যাকুইজিশান করা হয় নাই ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—জমি এ্যাকুইজিশন করলেই সেই জমি পাওয়া নির্ভর করে সেখানকার জনসাধারণের ইচ্ছার উপর। কারণ জমি এ্যাকুইজিশনের পরেই সেখানে আপত্তি উঠতে পারে এবং আপত্তি উঠলে সরকার সেটা শুনতে বাধ্য হয়, কোর্ট কেস হয়। অতএব নানা কারণেই বিলম্বিত হতে পারে। সে জন্য বলা হয়েছে সাবজেক্ট টু অ্যাভেলিবিটী অব ল্যাণ্ড।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এই রকম কি কোন কেস জোতদার সরকারের বিরুদ্ধে করেছেন জমি সম্বন্ধে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—অনবরতই এই রকম কেস্ হচ্ছে, এটা ডিপেণ্ড করে তাদের ইচ্ছার উপর।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—যে সমস্ত জমি অ্যাকুইজিশন হয়েছে, সমস্ত জোতদার কি তার টাকা পেয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—সমস্ত জোতদার পান নাই, কিছু কিছু পেয়েছেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—কবে পর্য্যন্ত সেই টাকা তারা পেতে পারে ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—যখন সকীমটা তৈরী করা হয়েছিল রাস্তার তখন সরকার তদন্ত করে দেখেছিলেন কিনা যে এই রাস্তার ব্যাপারে মামলা মোকদ্দমা হতে পারে জায়গা নিয়ে, রাস্তা নেবার পূর্ব্বে সেত তদন্ত হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—অনেক সময় আমরা যখন রোড করি তখন একজিষ্টিং রোড হিসাবে করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে সে সমস্ত রোডে সয়েল আপ করতে পারে অ্যাট অ্যানি মোমেন্ট, কারণ যে রাস্তাটা হয়েছে সেটা অনেক সার্ভের আগে। তারপর সার্ভের কাজ আরম্ভ হয় এবং তার সাথে সাথে হস্তান্তরও অনেক হয়েছে। অতএব এই সমস্ত কারণ বশতঃ বিলম্ব হয়, অ্যাভেলিবিটি অব ল্যাণ্ডের কোয়েশচান এসে দাঁড়ায়। ঠিক এই রকম কোয়েশচান কতগুলি জায়গায় আছে এবং চলছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে পি, ডব্লিউ, ডি'র অন্তর্ভুক্ত যে সার্ভে ডিপার্টমেন্ট আছে, সেই সার্ভে ডিপার্টমেন্ট, যখন কোন জায়গা রোড ওয়ার্কের জন্য নেওয়া হয়, ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার আগে রীতিমত তদন্ত করে দেখেন কিনা সেটা কোন ব্যক্তি বিশেষের জায়গা কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—সমস্ত কিছু তদন্ত করেই রাস্তার এ্যালাইনমেন্ট হয় এবং এ্যাকোয়েরিং নোটিশ দেওয়া হয়। তবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জায়গাতে বলা হয়েছে যে যেই যেই জায়গা দিয়ে এই রাস্তা চলছে, সেই জায়গাতে এক্সচেঞ্জ অব ল্যাণ্ড হয়েছে এবং এক্সচেঞ্জ অব ল্যাণ্ড হলে পরে সেখানে গুজারবস্তি থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলি টিলা আছে এবং সেই টিলা যদি পার হয়ে যায়, তারপর এক্সচেঞ্জ অব ল্যাণ্ড হয় কাজেই অবস্থার পরিবেশে, তার পরিবর্তন ঘটে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—এই যে এ্যালাইনমেন্ট, পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত সার্ভে ডিপার্টমেন্ট সেটাকে করে কিনা, রাস্তা দিবার পূর্বে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—সমস্ত কিছু করা হয়ে থাকে। আমি আগেই বলেছি যদি এই ভাবে এক্সচেঞ্জ হয় এবং তার সাথে সাথে যদি ল্যাণ্ড চলে যায় অন্যের হাতে, তখন সেই জায়গাতে সে মামলা করতে পারে, তার সেই স্বাধীনতা আছে। অতএব সেই জন্য কাজের বিলম্ব হয় এবং রাস্তার এ্যালাইনমেন্টও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এ্যাকর্ডিং টু দি ডিক্রী অব দি কোর্ট

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—কোন রাস্তা আরম্ভ করার পূর্বে এ্যাকুইজিশানের প্রশ্ন থাকে, সে সব ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে কোন নোটিশ সার্ভ করা হয় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—যতক্ষণ পর্যন্ত না দেওয়া হবে, ততক্ষন পর্যন্ত সেই জায়গাতে কোন পোষ্ট বসানোর অধিকার সরকারের নাই। অতএব যদি কোন ডিসপ্যুট থাকে, সেই জায়গাতে অর্থ দেওয়া যায় না, সেই জায়গাতে এ্যালাইমেন্টের কার্য্যও চলেত পারে না। এটা ডিপেণ্ড করে ন্যাচার অব দি ল্যাণ্ডের উপর।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে ঐ রাস্তায় কতগুলি এস, পি, টি, কালভার্ট হওয়ার কথা ছিল, সেইগুলি হয়েছে কিনা এবং কনট্রাক্টার বিল দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

Mr. Speaker—Hon'ble member, the scope of the supplementary should not be wider than the original question. Enough supplementary questions have been asked. Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury—Question No. 178.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No. 178.

QUESTION	ANSWER
১) কেন্দ্রীয় সরকার হইতে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর দৈনিক সেবা পূজার জন্য বাৎসরিক কত টাকা পাওয়া যায়?	1) No. amount is received.
২) উহার দ্বারা বাৎসরিক দৈনিক পূজা চলে কি না?	2) Does not arise.
৩) না চলিলে উহা বৃদ্ধির প্রস্তাব আছে কিনা?	3) Does not arise.

শ্রীএরশাদ আলি চৌধুরী — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মাতা ৺ত্রিপুরা সুন্দরীর পূজা এখন কিভাবে চলে?

শ্রীএস. এল. সিংহ — কতগুলি মন্দিরের জন্য ৪৫,০০০ টাকা এই বাজেটে ধরা হয়েছে এবং মহারাজার সংগে যে ভাবে ভারত সরকারের এগ্রীমেন্ট হয়েছিল, সেই অনুসারে সেটা ব্যয় হয়ে থাকে এবং এর ভিতর মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরও আছে।

শ্রীএরশাদ আলি চৌধুরী — ত্রিপুরা যখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তিতে এটা ছিল কিনা যে ধর্মমন্দিরগুলি, যেগুলি এখানে আছে, সেইগুলির ব্যয়ভার ইন টোটো গ্রহণ করা হবে।

শ্রীএস. এল. সিংহ — সবগুলি মন্দির নয়। কতগুলি সুনির্দিষ্ট মন্দির আছে সেইগুলিকেই নেওয়া হয়েছে মহারাজার সঙ্গে চুক্তি অনুসারে।

শ্রীএর্সাদ আলি চৌধুরী — এর মধ্যে মাতা ৺ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরও ধরা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীএস. এল সিংহ — মাতা ৺ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরও ধরা হয়েছে।

শ্রীএর্সাদ আলি চৌধুরী — যদি ধরা হয়ে থাকে, তাহলে সেই ৺ত্রিপুরা সুন্দরীর ডেইলি সেবা পূজা কি ভাবে চলছে ?

শ্রীএস' এল. সিংহ — সেটা আগেই বলা হয়েছে আমাদের বাজেটের যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে এই হেডে, তা থেকেই সেটা চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরের মধ্যে পূজা পার্বন ইত্যাদি কাজ পরিচালন করার জন্য কোন সরকারী লোক আছে কিনা ?

শ্রী এস. এল সিংহ — একজন অবজার্ভ করার জন্য আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — মন্দিরের বাৎসরীক আয় সরকারীগত ভাবে কত ?

শ্রীএস. এল. সিংহ — আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

মিঃ স্পীকার — শ্রী অঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৯।

শ্রীএস, এল. সিংহ — অনারএবল স্পীকার স্যার, টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১) কটিকরায় তৎশীল অন্তঃর্গত কৃষ্ণনগর গ্রামের মাঠের ফসল রক্ষার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ মনু নদীর পাড়ে গাংগাইল বাধ দেওয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ত্রিপুরা সরকারের নিকট কোন দরখাস্ত করিয়াছেন কিনা ;	(১) হাঁ।
২) উপরোক্ত গাংগাইল বাধ সম্পর্কে সরকারের কোন পরিকল্পনা অ ছে কিনা ?	(২) বিবেচনাধীন

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে স্থানীয় জনসাধারণ কত তারিখে এই দরখাস্ত করিয়াছিল ?

শ্রীএস. এল. সিংহ — গত ফেব্রুয়ারী মাসে একটি চিঠি পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীঅঘোরদেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সরকারের বিবেচনা করতে কতদিন লাগবে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ — সেটা পরীক্ষার উপর নির্ভর করবে এবং স্থানীয় পরিবেশের উপর সেটা নির্ভর করে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, পরীক্ষা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ — আগেই বলা হয়েছে, সেই পরিকল্পনাটা গ্রহণ করা হবে কিনা সেটা বিবেচনাধীন।

মিঃ স্পীকার — শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা — কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৩,

শ্রীএস. এল. সিংহ — অনারএবল স্পীকার, স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৩

প্রশ্ন	উত্তর
ক) খোয়াই সহরের বন্যা হইতে রক্ষা করার জন্য যে বাঁধ নির্মানের কল্পনা গত বছর শুরু হইয়াছে তাহার জন্য গত বছর হইতে শুরু করিয়া এ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে ?	ক) ২,৭৩,৫৯৫ টাকা
খ) এই বাঁধ কি বর্ষার আগে সম্পূর্ণরূপে তৈরী করা সম্ভব হইবে ?	(খ) না
গ) যদি সম্ভব না হয় কি কি কারণে সম্ভব হইবে না ?	(গ) জায়গা না পাওয়া বশতঃ

শ্রীবিদ্যাচন্দ্রদেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, ঐ বাঁধের জন্য যাদের জায়গা বা ঘরবাড়ী নেওয়া হয়েছে, তারা এখনও ক্ষতি পূরণ পায় নাই।

শ্রীএস,এল, সিংহ— খাস জমি হলে পরে ক্ষতিপূরণ পায় না, আর খাস জমি না হলে ক্ষতিপূরণ পায়।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হল যাদের ঘরবাড়ী বা নিজের জমি নেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে দেওয়া হবে। আর কেউ যদি ভলান্টারিলি তার জায়গা দিয়ে থাকে, তাহলে ক্ষতিপূরণ পাবে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—ইহা কি সত্য যে এই জায়গার ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার জন্যই এই বাঁধ করিতে বিলম্ব ঘটিতেছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—ইহা সত্য নহে

মিঃ স্পীকার শ্রীনিশিকান্ত সরকার

Shri Nishikanta Sarker—Starred question No. 113.

Shri S. L. Singh – Hon'ble Speaker, Sir, starred question No. 113.

Question	Answer
(ক) এ পর্যন্ত উদয়পুর বিভাগে গো-চারণ ভূমির জন্য কোন্ কোন্ গ্রামের কতজন লোক গো-চারণ ভূমি পাইয়াছে, যাহারা পায় নাই তাহারা কবে পর্যান্ত পাইবে ?	(a) No individual person is alloted any pasture land.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি গোচারণ ভূমির প্রয়োজন আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ – গোচারণ ভূমির প্রয়োজন আছে

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—তাহলে গ্রামের লোকেরা গোচারণ ভূমির জন্য প্রার্থনা করলে দেওয়া হবে কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—যদি জমি থাকে এবং সেটেলমেন্ট দিয়ে কলোনী হিসাবে সেই সমস্ত জায়গাতে ল্যাণ্ডলেস বসিয়ে, সেখানে কত পরিমাণ জমি, প্রতি পরিবার হিসাবে গরুর গো-চারণ ঘাসের কতটুকু দরকার হবে এবং নেচার অব ঘাস দেখে সে সমস্ত বিষয় স্থিরিকৃত হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সরকার পক্ষ থেকে আজ পর্যান্ত গোচারণভূমি দেওয়া হয়েছে কিনা কোন বিভাগে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে উদয়পুরে ইন্ডিভিডুয়াল পার্সনকে গো-চারণভূমি দেওয়া হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন আছে। এখন যদি সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের খবর বলতে হয় তা হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে সেটেলমেন্ট অফিসে গোচারণভূমির জন্য গ্রামবাসীরা দরখাস্ত করেছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—আমি উত্তরে আগেই বলেছি যে কাউকে উদয়পুরে ইন্ডিভিডুয়ালী দেওয়া হয় নি কোন গোচারণভূমি। অতএব সমষ্টিগতভাবে যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker—Shri Debendra Kishore Choudhury.

Shri Debendra Kishore Choudhury—Question No. 182.

Shri S. L. Singh Question No. 182.

Question	Answer
(a) Whether the black topping of Agartala—Sonamura Road will be completed from the 29 Miles post to Sonamura Town ?	(a) The work has been kept in abeyance.

QUESTION	ANSWER
(b) What is the reason for non completion of the work uptill now ?	(b) This portion of the road gets overtopped in many places during Flood. Feasibility of raising the formation level above H. F. level is under investigation.
(c) Whether the work is connected with the sluice gate work of "Cachigang";	(c) No.
(d) If so, when that sluice gate work is going to be commenced ?	(d) Does not arise.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এক মাইল থেকে আরম্ভ করে ২৯ মাইল পর্যন্ত রাস্তা কবে শেষ হবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ — নোটিশ চাই

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী — এই রাস্তার কাজ কবে পর্যন্ত আরম্ভ হতে পারে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ — আগেই বলা হয়েছে—This portion of the road gets overtopped in many places during flood. Feasibility of raising the formation level above H.F. level is under investigation.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কাচি গাঙের স্লুইস গেট করার জন্য কবে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—এখানে বলা হয়েছে কাজটা কাচি গাঙের স্লুইস গেটের কাজের সঙ্গে কানেক-টেড কিনা—বলা হয়েছে 'নো'।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আমার প্রশ্ন হচ্ছে কাচি গাঙের স্লুইস গেট করার জন্য কোন অর্ডার স্যাংশন করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—বলা হয়েছে 'নো'।

Mr. Speaker —That question is not related. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 77.

Shri S. L. Singh—Question No. 77.

QUESTION	ANSWER
১) বনমালীপুর মেলার-মাঠের কাড়ি রাস্তাটি বড় করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	1) There is no road or Lane in public work Department
২) এই রাস্তাটি বড় করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের জোতের জায়গা ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত আছে ?	2) Does not arise.
৩) এই রাস্তাটি বড় করার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কোন মাপ দেওয়া হইয়াছিল কিনা ?	3) Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বনমালীপুর, মেলার মাঠে ফাড়ি রাস্তা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—আগেই বলা হইয়াছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—দেয়ার ইজ নো রোড অর লেইন ইন পি, ডব্লিউ, ডি, ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পি, ডব্লিউ, ডি, এর রোড বা মিউনিসি-প্যালিটির রোড এই সম্পর্কে আমার প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে ফাড়ি রাস্তা বা রোড করবে কিনা, উনি বলেছেন পি, ডব্লিউ, ডি, এর নাই, কোন ডিপার্টমেন্ট আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডব্লিউ, ডি, এর মিনিষ্টারকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছে তখন আমি বলেছি যে এই রকম কোন রোড বা লেইন সেই জায়গাতে নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৭।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—অনারেবল স্পীকার, স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৭।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) আগরতলা সহরের পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা কবে পর্য্যন্ত সহরবাসীর ব্যক্তিগত বাড়ী পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ করা হইবে,	বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন থাকায় পানীয় জল সরবরাহ সম্প্রসারণের কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ দেওয়া সম্ভবপর নয়।
খ) যদি এই সম্প্রসারণের কাজে বিলম্ব ঘটে তবে তাহার কারণ কি ?	উল্লিখিত অবস্থায় এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

সাপ্লিমেন্টারী :—

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ব্যাপারে সহরের জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাদের নিজস্ব বাড়ীতে জল নেওয়ার জন্য কত দরখাস্ত পড়িয়াছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ থেকে দরখাস্ত দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তা করতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যদি জল সরবরাহ করতে না পারেন, তাহলে এই দরখাস্ত আহ্বান কি কারণে করা হল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমাদের জেনে রাখা ভাল কি পরিমাণ জল সরবরাহ করতে হবে এবং সেটা জানা থাকলে ভবিষ্যতে জল সরবরাহের কাজ তাড়াতাড়ি হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলিতে পারেন, এই ডিপার্টমেন্ট কতদিন পর্য্যন্ত পি, ডব্লিউ, ডি,'র হাতে থাকবে এবং কবে পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির হাতে ট্রান্সফার করা হইবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—যতদিন পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটি সেটা পরিচালনা করার মত শক্তিশালী না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত এটাকে পি, ডব্লিউ, ডি'র হাতে রাখতে বাধ্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—এই বিভাগ পরিচালনা করার জন্য যে যে ব্যবস্থা করা দরকার, সরকার পক্ষ থেকে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আগেই বলা হয়েছে বর্ত্তমানে পি, ডব্লিউ, ডি'র হাতে এবং সেইভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে, যদি এখানে কোন অসুবিধা দেখা দেয়, তখন সরকার তা নিশ্চয়ই দেখবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — ভবিষ্যতে মিউনিসিপ্যালিটির হাতে ট্রান্সফার করে সরকার দেবেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— সেটা নির্ভর করছে ভবিষ্যত কার্যকারীতার উপর, কর্মক্ষমতার উপর, কর্মচারী নিয়োগের উপর এবং অর্থের উপর।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থের ব্যবস্থা মিউনিসিপ্যালিটির জন্য কবে পর্যন্ত করা হবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ — যখন মিউনিসিপ্যালিটি সমর্থ হবে, তখনই দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার — শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার — কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ — অনারেবল স্পীকার, স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪।

প্রশ্ন	উত্তর
খাসভূমি বন্দোবস্তের প্রার্থনা করিলে তাহা বন্দোবস্ত পাইতে কত বৎসর সময় লাগে ?	It entirely depends on the merits of the case.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার — এই খাসভূমি বন্দোবস্তের প্রার্থনা কোন বিভাগে করতে হয় ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্য'এর প্রশ্নটা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। অতএব মাননীয় সদস্য যদি আবার বলেন তাহলে আমার অনুধাবনের পক্ষে সুবিধা হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাইছি যে ভূমিহীনদের দরখাস্ত সরকারের কোন বিভাগে করতে হবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রশ্ন আছে খাসভূমি বন্দোবস্তের প্রার্থনা করিলে তাহা বন্দোবস্ত পাইতে কত বৎসর সময় লাগে, তার উত্তরে বলা হয়েছে, It depends on the merit of the case এখানে বলা হচ্ছে প্রার্থনা কোন বিভাগে করতে হবে। কম্পিটেন্ট অথরিটি যিনি আছেন তার কাছে ল্যাণ্ডের জন্য যেতে হয় এবং গেলে পরে সেই জায়গায় তার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হন, তারপর যে লোকটা ভূমি চাচ্ছেন তার জায়গা জমি আছে কিনা, থাকলে পরে সেই ভাবে তা করছে কিনা, এবং সে পরিবারভুক্ত কিনা, এই সমস্ত জিনিষগুলি অনুধাবন করে তারপর সেই সেটেলমেন্টের কথা চিন্তা করা হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— দরখাস্তকারী ভূমি পাবে কি পাবে না, তার উত্তর পেতে কতদিন সময় লাগে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে, সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানার পরে সেটা নির্ভর করে। যদি জ্ঞাতব্য বিষয় জটিল হয়, তাহলে সেটা জটিল হয় এবং বিলম্ব ঘটে, আর যদি জ্ঞাতব্য বিষয় সরল, সহজ হয় তাহলে সহজ ভাবে সেটা অল্প সময়ের মধ্যে দেওয়া যেতে পারে।

নিশিকান্ত সরকার — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চেয়েছিলাম, সে আদৌ জমি পাবে কিনা, এই জবাব পাইতে কতদিন সময় লাগে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ — আগেই বলা হয়েছে, The Competent Authority holds an enquiry to ascertain the position of the land, and if he is satisfied that the land

can be alloted to the applicant, he obtain the approval of the Collector or the Administrator as the case may be. On receipt of the approval of the Competent Authority, allotment is finalised.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সারা ত্রিপুরায় খাসভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য ডিভিশানওয়াইজ কত দরখাস্ত পেয়েছেন ?

শ্রীএস. এল সিংহ — আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীএসাদ আলি চৌধুরী — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন কম্পিটেন্ট অথরিটি বলতে কি সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে বুঝায়, না এস ডি ও কে বুঝায়, না ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টারকে বুঝায় ?

শ্রীএস. এল. সিংহ — সার্ভে সেটেলমেন্ট অফিসারকে যখন মেজিষ্ট্রেসী পাওয়ার দেওয়া হয়েছিল, তখন সে কম্পিটেন্ট অথরিটি ছিল। এখন যে নিয়ম আছে সেটা এস. ডি, ও.দের কাছে জানাতে হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার — এইসব এনকোয়েরী হতে কতদিন সময় লাগে ?

শ্রীএস এল. সিংহ — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কেসের জটিলতার উপর সেটা নির্ভর করছে

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুল ৪১এ লেখা আছে--
'A question shall be replied on the date on which it is listed.' আমার একটা প্রশ্ন এ্যাসেম্বলীর বিজনেসে উঠেছে, চীফ মিনিষ্টার উনার ডিপার্টমেন্ট নয় বলে রিপ্লাই দিলেন না, কিন্তু যিনি মিনিষ্টার ইন-চার্জ আছেন, তিনি সেটার রিপ্লাই দিতে বাধ্য। কিন্তু সেই দিক থেকে এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমাকে ডিপ্রাইভড করেছেন, তিনি তা করতে পারেন না।

শ্রীএস এল. সিংহ — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্যকে কোন দিক থেকে

ডিপ্রাইভ করিনি। উনি বলছেন এখন কোন রাস্তা পি, ডব্লু. ডির আওতে আছে কিনা, আমি বলেছি পি. ডব্লু. ডি'র আওতারে এমন কোন রাস্তা নাই।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী – Mr. Speaker, Sir, on point of information.

আমার একটা ষ্টার্ড কোয়েশ্চন ছিল কোয়েশ্চান 179. It has been disallowed by the Hon'ble Speaker. Now I wish to know according to rule, whether I shall be informed in brief the reason for the disallowing the question.

Mr. Speaker—You will be informed.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, whether it is under P. W. D. or under the Local Self Department, এটা আমার বক্তব্য নয়। আমি উত্তর চাইছি। যিনি মিনিষ্ট র-ইন্ চার্জ অব দি লোকাল সেলফ ডিপার্টমেন্ট, উনি রিপ্লাই দিতে পারবেন।

শ্রীএস. এল. সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যেভাবে প্রশ্ন করেছেন আমি তাকে ঠিক সেই ভাবে উত্তর দিয়েছি।

Mr. Speaker—There are three unstarred question Nos 131, 133 and 148. The Minister may lay on the table of the House the reply is the Unstarred Questions.

POINT OF PRIVILEGE

Mr. Speaker—Question of Breach of Privilege raised by Shri Aghore Dab Barma.

Mr. Speaker—The question of Breach of Privilege raised by Shri Aghore Deb Barma, M. L A.

I have examined the noticc of Shri Aghore Deb Barma raising question of breach of privilege and contempt of the House by the C. M. The question deals with C. M's failure to make statement on the Calling Attention Notice of Shri Aghore Deb Barma on 3 4. 67. The fact of the case is that Shri Deb Barma raised a Calling Attention Notice on 29. 3. 67 and the C. M. under Rule 59 (3) asked for time to make a statemeut on 3. 4, 67 But on the due date i. e. on 3. 4. 67 C. M. did not make any statement and informed the House to make the said statement on 4. 4 67 Shri Aghore Deb Barma contends that C. M's failure to make the statement in the House on 3. 4. 67 constitutes a breach of privilege and contempt of the House.

Indian Legislatures are guided by the powers and privileges of the House of Commons in absence of any defined powers and privileges in the Indian Legislatures (Articles 105 and 194 of the Indian Gonstitution) and according to that the question raised here does not constitute any breach of privilege or contempt of the House.

So far as the question of question of breach of privilege of Shri Aghore Deb Barma is concerned I find no prima facie case that C. M. in not making a statement on 3. 4. 67 in reply to the Calling attention Notice has been involved in constituting any breach of privilege or contempt of the House.

Rule 59 (3) - Provides that the Minister can ask for time to make a statement on the Calling Attention Notice and accordingly C. M. was due to make the statement on 3 4. 67. But he did not make any statement on that day and wanted to make the statement on 4. 4. 67 on the floor of the House to which nobody raised any objection. It was for me to think that the House had consent to his proposal,

From all these it appears that the question of Shri Aghore Dev Barma does not constitute breach of privilege or contempt of the House.

Government Business (Financial)

Vating on Demands for Grants for 1967—68

Mr. Speaker—Next item in the list of business is Voting on Demands for grants for 1967—68 Today 6 demands viz. Demand Nos. 17—Agriculture, 36 Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research, 18 Animal Husbandry, 30—Pensions & Other Retirement Benefits, 31—Privy Purses & Allowance of Indian Rulers and 44—Payments of Commuted Value of Pensions are to be disposed of.

Moreover, there are two demands, namely Demand No. 21 - Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works and Demand No, 45—Capital Outlan on Schemes of Govt. Trading carried over from the List of Business for 4. 4 67 will be taken up today the 5th April, 1967.

I shall now call on Shri Aghore Deb Barma to cotinue his speech on Demand No. 11—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশন ছিল—To represent disapproval of the policy under lying the Demand—Community Development. অর্থাৎ এই যে কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট বা ব্লক অফিস ইত্যাদি করা হয়েছে, এই সম্পর্কে ছিল আমার বক্তব্য। আমার মতে এটা বাজেটে টাকার মিস্-ইউজ মাত্র কারণ আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই আজকে বি, ডি, ও, কে কেন্দ্র করে যে সমস্ত বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের এমপ্লয়ীরা আছে, যেমন কো-অপারেটিভ সুপারভাইজার, আগ্রি এক্সটেনশন অফিসার সেই সমস্ত অফিসার পর্যান্ত বি, ডি, ও, এর আদেশ মানতে বাধ্য নয়। ডিরেক্টলী তারা এগ্রিকালচারের কর্মচারী। স্বভাবতঃই তারা এগ্রিকালসার ডিরেক্টারের আদেশ মানতে বাধ্য বা অন্যান্য যেসব কর্ম্মচারী বি,ডি,ও-এর সংস্পর্শে আছে তারাও তাদের হেড অব দি ডিপার্টমেন্টের আদেশ মানতে বাধ্য। এইভাবে সেখানে বিভিন্ন

হেড অব দি ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা বি, ডি, ও, এর আদেশ শুনতে বাধ্য নন্। কাজেই এমতাবস্থায় এখানে বি, ডি, ও, এর একটা পোষ্ট ক্রিয়েশন করে লোক দেখানোর কোন সার্থকতা নাই। বি, ডি, ও, নিজে কোন বাঁধ হোক বা স্কুল হোক বা অন্য যে কোন কাজ হোক সেটা সে নিজের ক্ষমতার মধ্যে পেরে উঠে না। অর্থাৎ তাঁর কাজ করার কোন ক্ষমতা নাই

এইভাবে বি, ডি. ও, রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ষ্টেটের মধ্যেও আমরা দেখেছি যে তারা এই পোষ্ট আন-নেসেসারী বলে তাকে উঠিয়ে দিয়েছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে যদিও অনেক কর্মচারী আছে, তাঁর অফিস আছে, তাঁর কোয়ার্টার আছে, গাড়ী আছে, অনেক কিছু আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরার উন্নতির অগ্রগতির দিক দিয়ে বি, ডি, ও, এর নিজস্ব কোন ফাংশন আমরা দেখতে পাই না। সে নিজে কিছুই করতে পারে না, কিছু করতে হলে তার উপর তালার অথরিটির কাছে রিকমেনডেশন পাঠাতে হয়। কাজেই এমতাবস্থার মধ্যে এইভাবে একটা ডিপার্টমেন্ট খোলার অর্থ টাকার অপচয় ঘটানো। অতএব এই কার্টমোশনটা আমি এখানে রাখছি যাতে এই ডিপার্টমেন্টটা উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং এই ডিপার্টমেন্ট উঠিয়ে দেওয়ার পরেও যেসমস্ত ডিপার্টমেন্ট-ওয়াইজ কর্মচারী আছে তারা বিভিন্ন হেড অব দি ডিপার্টমেন্টের ইনষ্ট্রাকশন মত তাদের যেসমস্ত আইটেম করার সেইগুলি তারা করতে পারেন। এর সঙ্গে বি, ডি, ও, এর কোন সম্পর্ক নেই। এমন ঘটনা আছে, যেমন কথার কথা এসটিমেট কমিটির মেম্বার হিসাবে খোয়াই বাঁধ দেখতে গিয়েছিলাম, তখন বি, ডি ও, প্রস্তাব বললেন যে বাঁধগুলি ইরিগেশন স্কীমের। বাঁধগুলি জলসেচ করবার জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কিছু টাক আছে, সেই টাকগুলি পর্যান্ত বি, ডি, ও, এর কথা শুনতে বাধ্য নয়। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে লোক দেখানোর মত গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেন করার জন্য সরকারী অর্থের অপব্যয় করার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। এইভাবে আমারা দেখছি যেসমস্ত স্কীম হয় এইগুলি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে হয়। যেমন সোস্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে, সোস্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের হেড অব দি ডিপার্টমেন্টের আদেশ অনুযায়ী কাজ করা হয়। সেখানে বি, ডি, ও এর হাত নাই। কাজেই এই অবস্থায় একটা লোক দেখানোর জন্য বিরাট একটা ব্যয়ভার জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেবার কোন যুক্তি নাই। কাজেই এই বি, ডি, ও, এর এসটাব্লিশমেন্টটা উঠিয়ে দেবার জন্য আমি এই কাটমোশন রাখছি।

Mr. Speaker —. Any member from the right ? Now Hon'ble Chief Minister will reply.

শ্রীএস. এল. সিংহ — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২১—কম্যুনিটি ডেভলাপমেণ্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য মহোদয় যে ছাঁটাই প্রস্তাব রেখেছেন, আমার মনে হয় তাদের এই চিন্তার মধ্য দিয়ে এটাই প্রকাশ হচ্ছে যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার চেষ্টা তারা করছেন। তার কারণ হল, তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে ব্লক অফিস ভেঙ্গে দেওয়া হউক, তার ষ্টাফ বরখাস্ত করা হউক, ইত্যাদি। তারা নিজেরাও জানেন যে একটা প্ল্যানের মধ্য দিয়ে বেকার সমস্যাকে সমাধান করার জন্য, জনসাধারণকে যথা সম্ভব এমপ্লয়েড করার জন্য প্ল্যান প্রোগ্রামের মাধ্যমে চেষ্টা করছি এবং এই প্ল্যান প্রোগ্রামকে জয়যুক্ত করতে গেলে পরে আমাদের কত লোক লাগবে, কি ধরণের লোক লাগবে, এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই ভারতবর্ষ পরিকল্পনাকে অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে এই ধরণের প্রস্তাব আনা, আমার মনে হয়, এই পরিকল্পনাকে বানচাল করে একটা বেকার সমস্যা দেশের সামনে তোলে ধরা, একটা বিশৃঙ্খলা অবস্থার সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা তারা করছেন। এছাড়া কোন কিছু এর পিছনে আছে বলে আমি কল্পনা করতে পারছি না।

তাদের প্রথম কথা হল এই যে একই ডিপার্টমেণ্টের ভিতরে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টকে কনসেনট্রেড করে, ডিফারেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের স্বাধীনতা দেওয়া হউক, তারা যাতে যা খুশী তাই করতে পারেন। তার মানে হল এই যে এর মধ্যে তাদের নৈরাশ্যবাদের চিন্তাধারাই আমি পাচ্ছি। তবে মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব সোশ্যালিসটিক প্যাটার্ন অব থিংকিং পৃথিবীতে এসেছে নৈরাশ্যের স্থান এই পৃথিবীতে নেই। অতএব মাননীয় সদস্যকে আমি চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব যে আজকের দিনে যত ডিপার্টমেণ্টই থাকুক না কেন, সেই সমস্ত ডিপার্টমেণ্টকে সেই জায়গায় সন্নিবিষ্ট করে কাজ করিয়ে যাওয়া। এখানে এমন কোন কর্তৃত্ব কার ও নাই যে আমার কথা যদি না শোন কাঁচি দিয়ে পোঁচ দেব, হাতুড়ি দিয়ে মাথা ভাঙ্গব। এত স্বাধীনতা কোন কর্মচারীর নাই, কোন মানুষের নাই। তাদের চিন্তা ধারায় তা থাকতে পারে। প্রত্যেক কর্মচারীর সোভারেনটি থাকবে ইন দেয়ার ওউন ফিল্ড। তাদের চিন্তা ধারা পরিস্ফুট হবার সাহায্য ত দেব করতে হবে, সুযোগ দিতে হবে। এরই নাম হল ভলাণ্টারী প্ল্যানিং। এখানে ফোর্সড প্ল্যানিং নয় যে মানুষকে জোর করে নিয়ে মাঠেতে খাটাব, না খাটলে তার গলা পোঁচ দেব, মাথা হাতুড়ি দিয়ে ভাঙ্গব। এ সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করে এই ভলাণ্টারী প্ল্যানিং'এর পরীক্ষা নিরীক্ষা ভারতবর্ষে সুরু হয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়ে আমরা তিন তিনটি পরিকল্পনা শেষ করেছি, চতুর্থ পরিকল্পনায় এসেছি এবং সেইভাবে কাজের আমরা সন্নিবিষ্ট করে কাজ করে যাচ্ছি। কাজেই তাদের এই ছাঁটাই প্রস্তাবকে আমরা নৈরাশ্যবাদের চিন্তা ধারা বলেই মনে করি। কাজেই আমি আমার মূল যে ডিম্যাণ্ড, ডিমাণ্ড নাম্বার—২১। Community Development Projects, National Extention Service and Local Development works এটাকে সমর্থন জানিয়ে হাউসের কাছে এই বরাদ্দের মঞ্জুরি চাইছি।

Mr. Speaker —The debate on Demand No. 21 is over. Now I am putting the Demand to vote. Of course, I shall first put to vote the Cut Motion relating to the aforesaid Demand.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand—Community Development.

As many as are of that opinion, will please say 'Ayes'.

AYES.

As many as are of contrary opinion, will please say 'Noes'

NOES.

Mr. Speaker—I think, "Noes" have it ; "Noes" have it ; "Noes" have it.

The Motion is lost.

Now, the question before the House is the Demand for Grant No. 21, moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 28,42,000/- [inclusive of the sums specified in colum 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1967], be granted to defray the charges which will come it course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 21—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

As many as are of that opinion, will please say "Ayes."

AYES.

As many as are of contrary opinion, will please say "Noes."

Mr. Speaker—I think, "Ayes" have it ; "Ayes" have it ; "Ayes" have it. The Demand is passed.

Next I call on Hon'ble Finance Minister of move his Demand for Grant No. 45.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,70,00,000/- [inclusive of the sums specified in Colum 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 45 Major Head—124 Capital outlay on Schemes of Government Tradings.

Mr. Speaker—Now, I call on Hon'ble Member Aghore Deb Barma to move his Cut Motions on this Damand. Hon'ble Member is requested to conclude his speech within 25 minutes.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৫-এ আমার দুইটি কাট মোশান আছে—

i) Inadequacy of provision for Grow More Food Schemes ; and

ii) Absence of provision for State Trading.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বাজেট আইটেমগুলি যদি দেখি, তাহলে দেখা যাবে যে আইটেম বি, ৬ সেখানে Purchase and sale of improved implements under Jute Development Scheme.

সেখানে ১৯৬৬—৬৬'তে ধরা হয়েছে ২,৮৬৪ টাকা, আর ১৯৬৭—৬৮'তে কোন টাকা ধরাই হয় নাই। তারপর বি,-৬-Cash crop scheme in inaccessible areas. ১৯৬৬-৬৭-এ ছিল ৭,০০,০০০ টাকা, আর ১৯৬৭-৬৮'তে কোন টাকা ধরা হয় নাই।

B. 7—Horticultureal cash crop scheme সেখানে ১৯৬৭-৬৮'এ কোন টাকা ধরা হয় নাই আর—B. 8—Green manuring scheme সেখানে ১৯৬৭-৬৮'এ সামান্য কিছু টাকা রাখা হয়েছে, অর্থাৎ ৫,৪০০ টাকা সেখানে ধরা হয়েছে সীড ষ্টোর স্কীমে ১৮৬৭-৬৮'এ ধরা হয়েছে মাত্র ৩০,০০০ টাকা। এখন একটা জিনিষ হল এই যদি বাজেট প্র'ভশানের মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে ষ্টাফ করব, বেকার সমস্যা দূর করব বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে পোষ্ট ক্রীয়েট করে বেকার সমস্যার সমাধান করব, এটাই যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, গ্রো মোর ফুড যদি মাইনর হয়ে থাকে, তাহলে আমার বলার কিছু নাই। আর যদি গ্রো মোর ফুড স্কীমকে কার্যকরী করার চিন্তা থেকে থাকে, তাহলে ষ্টাফ বা আদার এষ্টাব্লিশমেন্ট খাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখার সাথে সাথে এই সকীমকে কার্যকরী করার জন্য বেশী করে অর্থ রাখা দরকার কিন্তু এখানে যে খাতে মোটা মোটা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে এষ্টাব্লিশমেন্ট খাতে, কিন্তু যে সমস্ত খাতে বেশী টাকা ব্যায় বরাদ্দ করলে পরে উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভাবনা আছে, সেই দিকে নজর খুব কম। আমার এই কাট মোশানের ভিতর দিয়ে আমি একথাই বলতে চাই যে যদি আজকে রুলিং পার্টি একথা মনে করেন যে গ্রো মোর ফুড সকীম প্রচার মাত্র, এবং মেইন উদ্দেশ্য হল ষ্টাফ ক্রীয়েট করার ব্যবস্থা করা, চাকুরীর ব্যবস্থা করা, তাহলে আমার বলার কিছু নাই। আর যদি এই উদ্দেশ্য না হয়ে গ্রো মোর প্রডাকৃশানকে এনটিসিপেট করার যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আজকে যে খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেশী রাখলে পরে প্রডাকশান বেশী হতে পারে, সেই খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেশী রাখা দরকার কিন্তু কার্য্যতঃ যে ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বেশী রাখা উচিৎ ছিল সেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য মাত্র আছে। বর্ত্তমানে যে অবস্থা আজ ত্রিপুরায় চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আজকে শুধু কথার কথা না হয়, যদি কার্য্যতঃ উৎপাদন ব্যবস্থাকে শক্তি-শালী করতে হয়, তাহলে আজকে যে খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়লে উৎপাদন শক্তিশালী হয় সেই খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো দরকার।

আর একটা হচ্ছে absence of provision for state trading. কিছুক্ষন আগে চীফ মিনিষ্টার মহোদয় সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়িয়েছেন। তিনি সমাজতন্ত্রের মধ্যে রাতদিন বসবাস করেন। যদি আজকে সমাজতন্ত্রের পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়, উনাদের কথাগুলি যদি আমরা সত্যি বলে স্বীকার করেও নেই, তাহলে আমাদের ব্যবসা ষ্টেট ট্রেডিং না করলেও রাষ্ট্রের মালিকানায় কতগুলি জিনিষ টেক-ওভার করা দরকার, যাতে করে আজকে মজুতদাররা বিভিন্ন জিনিষ পত্র, অনেক সময় মজুত করে দাম অত্যাধিক বাড়াতে না পারে। এই অবস্থাকে প্রতিরোধ করার জন্যই রাষ্ট্রের মালিকানায় কতগুলি জিনিষ হাতে নেওয়া দরকার। যেমন পাট বা এসেনসিয়াল কমডিটিজ যা আছে এইগুলি সরকারী মালিকানায় নেওয়া দরকার। উনারা সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ান, কিন্তু কার্য্যতঃ এই জিনিষ গুলি নাই। কাজেই একটা কথা বার বার মনে হয়, কংগ্রেসের যে বর্ত্তমান সভাপতি কামরাজ· তিনি এই কথা বলেছেন যে কংগ্রেস অনেক বড় বড় বুলি আওড়ান, সমাজতন্ত্রের কথা তারা বলেন, কিন্তু

সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার মত প্ল্যান প্রোগ্রাম থাকা সত্ত্বেও কার্য্যতঃ কিছুই করা হয় নাই। অর্থাৎ যে সমস্ত কাজগুলি করলে সমাজতন্ত্রের পথে যাওয়া যেত, সেই সমস্ত কাজগুলি শুধু কংগ্রেস নেতৃত্বের বা মিনিষ্টারদের শুধু মুখের বুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। কার্য্যতঃ কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণ করা হয় নাই, কাজেই উনাদের সমাজতন্ত্রের বুলি, বুলি হিসাবেই থাকবে। সমাজতন্ত্র এই কংগ্রেসের জীবদ্দশায় হবে না বরঞ্চ দিনের পর দিন আজকে কংগ্রেস রাজত্বে জণসাধারণের দুঃখ দারিদ্র বেড়েই চলছে। একদিকে সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছেন আর একদিকে দুঃখ দারিদ্র বাড়ছে। চালের সংকট সারা ত্রিপুরাতে আমরা দেখছি, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা উনারা করছেন না। নিজেরা দোষ করবেন আর সমস্ত দোষ জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দোষ স্খালন করেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি আজকে জনসাধারণকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সাহায্য সহায়তা করতে হয়, তাহলে এই জিনিষ পত্র বা নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষগুলির দিনের পর দিন যেভাবে আকাশ ছোঁয়া দাম হয়ে উঠছে, তা যদি প্রতিরোধ করতে হয় তাহলে আজকে সরকারী মালিকানায় বা রাষ্ট্রের মালিকানায় কতগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য ব্যবসা হাতে নেওয়া দরকার। যেমন চাল, পাট ইত্যাদি আরও অনেকগুলি জিনিষ আছে, এইগুলিও নেওয়া দরকার। কিন্তু এই যে রুলিং পার্টি বা কংগ্রেস তারা বিগ ক্যাপিটা-লিষ্ট বা পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত। লক্ষ লক্ষ টাকা যারা মুনাফা লুঠছে তাদের স্বার্থ হানি হোক এই কথা উনারা কল্পনাও করতে পারেন না। শুধু বুলি হিসাবেই রাখা হয়। কার্য্যতঃ এইগুলি ইম-প্লিমেন্ট করা হয় না। আজকে যদি সত্যিকারের সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তা করতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই এই ষ্টেট ট্রেডিং হাতে নিতেন। কিন্তু ষ্টেট ট্রেডিং হাতে নিতে গেলেই আগরতলায় যে অমর চক্রবর্ত্তীর মত মানুষ আছে তাদের চাপ দিতে হয়। যারা কোটি কোটি টাকা দিয়ে কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করছে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবেন এই কথা হতে পারে না। কাজেই এই সমাজতন্ত্রের বুলি আজকে শুধু ভাওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই যদি ষ্টেট ট্রেডিং খাতে সামান্য ব্যয় বরাদ্দ রাখা হত, এই প্রসেস্টাকে যদি অব্যাহত রাখা হত, তাহলেও আমরা বলতে পারতাম যে তাদের বুলি কিছুটা কার্য্যে রূপায়িত করছেন। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে এই খাতে সামান্যতম টাকাও মঞ্জুরী করা হয় নাই। অর্থাৎ যদিও আমরা ভূতের মুখে রাম নাম শুনি কিন্তু আসলে তারা বিগ ক্যাপিটা-লিস্ট মজুতদার, জনসাধারণকে লুঠ করে বিভিন্ন উপায়ে, জনসাধারণের টাকায় যারা বড়লোক হন তাদের স্বার্থ নস্ট হোক এটা তারা চান না। সেইজন্য আজকে ষ্টেট ট্রেডিংটি হাতে নিচ্ছেন না। এই হল অবস্থা।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি সত্যিকারের ইচ্ছা থাকত রুলিং পার্টির তাহলে নিশ্চয়ই আজকে এই খাতেও টাকা ব্যয় বরাদ্দ থাকত এবং ষ্টেট ট্রেডিং এর মারফতে আমরা জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সস্তা দরে বিক্রি করতে পারতাম। তা না করে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে

ব্যবসাটা তোলে দেওয়া হয়েছে যেখানে পাটের দাম ৬০ টাকা ছিল মণপ্রতি, সেখানে হঠাৎ করে সেটা ৩০ টাকায় নেমে গেল। কৃষকেরা তাতে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হল। সুতরাং আজকে যদি সরকার এই ব্যবসাটা নিজের হাতে নিতেন তাহলে কৃষকেরা ইকমামক্যালি বেনিফিটেড হত। কিন্তু ঐ রাস্তায় তারা যাবেন না। যদি যান তাহলে মজুতদারদের স্বার্থহানি হতে পারে। কাজেই সমাজতন্ত্রের বুলি উনারা যখন আওড়ান তখন ভূতের মুখে রাম নামের মতই শুনায়। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker — Any member from the right. Now I would call on Hon'ble Finance Minister.

Sri Krishnadas Bhattacherjee — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ৪৫ এর সমর্থনে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয়ের কাটমোশনের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য পেশ করছি। তিনি ইন-এডিকোয়েসী অব প্রভিশন ফর গ্রো মোর ফুড স্কীম বলেছেন। কিন্তু সেটা ঠিক নয়, কি করলে যে এডিকোয়েট হয় সেটাও ঠিক বলছেন না। কতটুকু রাখলে যে এডিকোয়েট হত, তাও ঠিক বলছেন না। অথচ যে টাকা রাখা হয়েছে সেটা যে ইন-এডিকোয়েট সেটা আমরা মানতে পারি না। কারণ ১৯৬৬-৬৭ সালের রিভাইজড এস্টিমেটে গ্রো মোর ফুডসের ১৮ লক্ষ টাকা ছিল ব্যয় বরাদ্দ। আর ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেটে ধরা হয়েছে ২৪, ৪, ৪০০ টাকা. অর্থাৎ ৬ লক্ষ টাকার ব্যবধান। গতবার যা ছিল তার চেয়েও ৬ লক্ষ টাকা বেশী রাখা হয়েছে। অথচ এখনও সেটা ইন- এডিকোয়েট বলছেন।

তারপর যে সমস্ত খাতে রাখা হয়েছে সেটাও আমি বলছি। বিশেষ করে, যাতে করে প্রকৃতপক্ষে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যে খাতে রাখলে ঠিক সেই খাতেই রাখা হয়েছে। যেমন ধরুন স্কীম ফর ডিস্ট্রিবিউশন অব ইমপ্রুভড্ সীডস্ অ্যাট সাবসিডাইজ্ড রেট। উন্নত ধরণের যে বীজ, যে বীজ দ্বারা অধিক ফসল জন্মে সেইসমস্ত বীজ কৃষকদের সাবসিডাইজড রেটে দেওয়ার জন্য যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটার পরিমান হবে ১০,৫৭,০০০ টাকা এবং গতবার ছিল ১, ৮০, ০০০ টাকা মাত্র. গতবার ১,৮০,০০০ টাকার স্থলে এবার সেটা রাখা হয়েছে ১০,৫৭,০০০ টাকা। সুতরাং এবারের বেনিফিট কত বেশী হবে সেটা, একবার চিন্তা করে দেখতে অনুরোধ করছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য — তারপর স্কীম ফর ডিস্ট্রিবিউশান অব ক্যামিক্যাল ফার্টিলাইজার, এটি

সাবসিডি সেখানে গতবার ছিল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এবার ধরা হয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। কিন্তু একটা অসুবিধা দাঁড়াবে এটা ঠিক, কারণ ক্যামিক্যাল ফার্টিলাইজার 'এর সর্টেজ অল ইনডিয়ায় রয়েছে যার জন্য ফার্টিলাইজারের প্ল্যান তৈরী করার জন্য যে লাইসেন্স, সেটাকে এক্সটেণ্ড করতে হয়েছে। ফরেন কলাবরেশানে যে ফার্টিলাইজার স্থাপন করবে লাইসেন্স তার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দেশের অবস্থা দেখে, ফরেন কলাবরেশনে প্রাইভেট পার্টি যদি ফার্টিলাইজার ফেক্টরী ষ্টার্ট করতে চান তাদের জন্য আরও লাইসেন্সের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ফার্টিলাইজার অধিক পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে। যদি আমরা অধিক পরিমাণে পাই, তাহলে এই সাত লক্ষ টাকার ফার্টিলাইজার আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে ডিস্ট্রিবিউট করব। তারপর Purchase and distribution of plant protection chemicals and equipments at subsidy —সেখানে গতবার ছিল সাড়ে তিন লক্ষ, এবার রাখা হয়েছে ৪,৬০,০০০ টাকা, অর্থাত ১,১০,০০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এইসব দিকে চিন্তা করতে গেলে প্রত্যেকটি আইটেমেই প্রায় বাড়ানো হয়েছে এবং এদিক দিয়ে চিন্তা করলে ইনএডিকোয়েট হয়েছে বলে আমি মনে করি না। বর্ত্তমানে আমরা যে ফার্টিলাইজার কিনব ঠিক করেছি সেই পরিমাণ ফার্টিলাইজার আনতে পারি, যে পরিমাণ আমরা ইম্প্রুভড সীডস দেব বলে ঠিক করেছি, যদি সেই পরিমাণ ইম্প্রুভড সীডস আনতে পারি, টাকা খরচ করতে পারি, It is more than enough for the time being

এই টাকা খরচ করতে পারলে আমাদের যথেষ্ট কাজ হবে, আমাদের শুধু দৃষ্টি রাখতে হবে যে জিনিষগুলি কিনার জন্য অর্থ রাখা হয়েছে সেই জিনিষগুলি যদি পাই, সেগুলি যেন টাইমলি আনতে পারি, সেটাই হবে আমাদের দ্রষ্টব্য এবং সেটা হলে টাকার জন্য অভাব হবে না প্রচুর টাকা রয়েছে, তাতে এগ্রিকালচারেল ইম্প্রুভমেন্ট এবং গ্রো মোর ফুড স্কীম যেটা রয়েছে সেটাকে সাফল্যমণ্ডিত ফুল করা যাবে। তারপর আরেকটা কথা বলেছেন, in absense of provision for state Trading.—

কিন্তু স্টেট ট্রেডিং'এর প্রভিশান রয়েছে। ষ্টেট ট্রেডিং ঠিক উনারা যেটা মনে করছেন সেটা এখনও কোথায়ও চালু হয় নি। ফুড গ্রেনসের উপর ষ্টেট ট্রেডিং সেটা এখনও কোথাও হয় নি। উনারা বলছেন যে কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ বলছেন যে কংগ্রেস বড় বড় বুলি আওরান, কাজ কিছু করেন না। কংগ্রেস বড় বড় বুলি বলেন না অকংগ্রেস বড় বুলি বলেন সেটা এবার দেখা গেছে পশ্চিম বঙ্গে। ইলেকশনের পূর্ব্বে কলিকাতায় ষ্টেট ট্রেডিং হবে ফুড গ্রেন্সের উপর এটা যে বলা হয়েছিল সেটা কোথায় গেল it was the election manifesto. Where that State trading?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এ্যাসেম্বলীতে যে ফুড পলিসি রেখেছেন, তার মধ্যে কোথাও ষ্টেট ট্রেডিং'এর কথা নাই। যে সমস্ত জায়গায় অকংগ্রেসী সরকার হয়েছে, তারাও ষ্টেট ট্রেডিং নিতে সাহস পাচ্ছে না, নেননি এবং নেবেন না। কারণ ষ্টেট ট্রেডিং নেওয়া সম্ভব নয়। আমরা যেটা করি, সেটা হল বাফার ষ্টক রেখে, এবং যারা এসেনশ্যাল কমডিটিজ ডিল করেন তারা যাতে জিনিষের দর না বাড়াতে পারেন, যদি ক্রাইসিস সৃষ্টি হয়, বাফার ষ্টক থেকে যাতে মাল ছাড়া যায়, তার জন্য আমরা একটা বাফার ষ্টক'এর প্রভিশান করে, ডাল, তেল ইত্যাদি জিনিষ কিনে রাখা হয় এবং বাজার দরকে চেক করা হয়। তার জন্য একটা পারশিয়্যাল ট্রেডিং বেইসে করি; কিন্তু ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট ট্রেডিং করা সম্ভবপর। কোথাও সম্ভব হয় নি এবং অদূর ভবিষ্যতেও যে হবে সেটা বুঝা যাচ্ছে না। কারণ কমপ্লীট এলিমিনেশান অব দি প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ সম্ভব কিনা আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং ষ্টেট ট্রেডিং সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন এই বাজারে সেটা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে চিন্তা করে দেখা যেতে পারে, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—The debate on the Demand No.—45 is over. Now I am putting the Demand to vote. Of course, I shall first put to vote the Cut Motions relating to the aforesaid Demand.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on 'Inadequacy of provision for Grow More Food Schemes.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

MR. SPEAKER :—I think 'Noes' have it ; 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The Cut Motion is lost.

Now the question before the House is the Cut Motion move by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on 'Absence of provision of State Trading'.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

MR. SPEAKER :—I think 'Noes' have it ; 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The Cut Motion is lost.

Now the question before the House is the Demand for Grant No.—45 moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 3,70,00,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Acconnt) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 45—Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

MR. SPEAKER :—I think 'Ayes' have it ; 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 17—Agriculture and 38—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE (Finance Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 54,68,000/- [inclusive of the sums specificd in Column—3 of the Sehedule to the Appopriation (Vote on Account] Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 17—Major Head-31—Agriculture.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8,40,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in

respect of Demand No. 38—Major Head-95—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

MR. SPEAKER :—Now I call on Shri Aghore Deb Barma to move his Cut Motion on this Demand. Hon'ble Member is requested to conclude his speech within 15 minutes.

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৭—এ্যাগ্রিকালচার—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজেট ত্রিপুরা রাজ্য। এখানে এই খাতে ৫৪, ৬৮, ••• টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, এখানে আমার তুইটি কাট মোশান রেখেছি।

একটা হচ্ছে—i) Mismanagement of Agriculture Department.

ii) Mismanagement in the Fishery Develoment Office.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিসমেনেজমেন্ট সম্পর্কে অন্যান্য ডিপাটমেন্টে যে অবস্থা চলছে, এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টেও ঠিক একই অবস্থা, এখানে যে খুব বেশী তারতম্য আছে তা নয়। কংগ্রেস রাজত্বের এটা যেন রেগুলার ফীচার হিসাবে চলছে, কোথাও কম, কোথাও বেশী। কাজেই খুব ডিটেল্‌সে না গিয়ে মোটামুটিভাবেও বলতে আমি চেষ্টা করব। ক্যাপিটেল আউটলের মধ্যে এ্যাগ্রিকালচার বাজেটের বি (৬) এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে অর্থাৎ পি. ডব্‌ল্যু. এস. এস. এই এ্যাগ্রিকালচারেল ক্যাস ক্রপ'এর জন্য ফিফ্‌টি পার্সেন্ট সাবসিডি দেওয়া এই বাবদ লাষ্ট ফাইন্যানশ্যাল ইয়ারে এই স্কীমে আশী হাজার টাকার বীজের আলু কেনা হয়েছিল। কিন্তু আলুর বীজ যখন কিনে নিয়ে আসা হল, অর্থাৎ কৃষকদের ৫০ পার্সেন্ট সাবসিডি দরে আলুর বীজ বিলি করা হল, অধিক প্রডাকশান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু দেখা গেল যখন আলুর বীজগুলি ৮০ হাজার টাকা খরচ করে কিনে নিয়ে আশা হল, রাস্তা ঘাটে অর্দ্ধেক নষ্ট হল, এখানে এসে পৌছার পর অধিকাংশ আলুর বীজই পঁচে গেল। তখন হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ ডিরেক্টার অব এ্যাগ্রিকালচার বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন এলাকার মধ্যে দেখিয়ে ফল্‌স ভাউচার যোগাড় করে সাবসিডির নামে হিসাবপত্র দিয়ে মেক আপ করলেন, এই হচ্ছে অবস্থা। আমি একথা জোর দিয়ে বলতে চাই, রুলিং পার্টি বা মিনিষ্টাররা যদি সেটা চেলেঞ্জ করেন, তদন্ত করতে রাজী থাকেন, আমি প্রস্তুত আছি এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি দাবী রাখছি যাতে এই ঘটনা তদন্ত করা হয়। ৮০,••• টাকার আলুর বীজ আনার পরে আলুর বীজগুলি সমস্ত পঁচা পড়ে। এইগুলি হিসাব মেলানোর জন্য বিভিন্ন বিভাগ থেকে ফসল ভাউচার যোগাড় করে হিসাবগুলি মেলানো হয়েছে। অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থের অপব্যয় করা হয়েছে। শুধু আজকে আলুবীজের কথাই নয় প্রত্যেকটা জিনিষের বেলায়ই এরকম হচ্ছে। মূল কথা হচ্ছে যদি কৃষকদের

উপকারের জন্য, প্রডাকশন বাড়ানোর জন্য এটা আনা হয়ে থাকে তাহলে এইগুলি যথা। সময়ে আনা দরকার। কিন্তু আলুর বীজই হোক বা অন্যান্য জিনিষই হোক এইগুলি যথা। সময়ে আনা হয় না; আমটাইকলী আনা হয়। আর যখন আনা হয় তখন বীজ কোন কাজে আসে না। এমন বহু আলু কৃষকের ঘরে পড়ে আছে। শেষ পর্য্যন্ত কাজে লাগানো যায় নাই এবং ফেলে দেওয়া হয়েছে। সস্তাদরে খাওয়ার বাবদে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তাতেও শেষ করা গেল না যখন; তখন বিভিন্নভাবে একটা লোন, ফিফটি পারসেন্ট সাবসিডি তো নয়ই, লোন হিসাবে বিক্রি করা হয়েছে। যেগুলি লোন হিসাবে বিক্রি করা হয়েছে সেগুলির টাকা আর ফেরত পাওয়া যায় নাই। অর্থাৎ বাজেটে এইভাবে অনেক টাকা নষ্ট করা হয়েছে। এটা হল উৎপাদন বাড়ানোর একটা নমুনা।

আর একটা ঘটনা হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করব। নন্‌-ট্রেণ্ড অ্যাসিষ্ট্যান্টদের স্কেল হচ্ছে ১০০—১৪০ টাকা, আর ট্রেণ্ড অ্যাসিষ্ট্যান্টদের স্কেল হচ্ছে ১২৫—২০০ টাকা। আইনের মধ্যে আছে যদি ৬ মাস বা তার বেশী একটা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কাজ করে তাহলে তাদেরকে ট্রেণ্ড হিসাবে গণ্য করা হয় এবং ট্রেণ্ডদের মত বেতন পাওয়ার কথা। কিন্তু তাদের এখনও ট্রেণ্ড হিসাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে না। অথচ একই ডিপার্টমেন্টে অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অন্য সেকশনে, মার্কেটিং সেকশনে যারা প্রথম ১০০—১৩০ স্কেলে সুরু করেছিল তারা ৬ মাস চাকরী করার পর ট্রেণ্ড হিসাবে গণ্য হয়ে গেল এবং ১২৫—২০০ টাকা স্কেল পেয়ে গেছে। সুতরাং একই ডিপার্টমেন্টে দুই রকম স্কেল হল এটা বুঝতে পারছি না। এটা একটা অ্যানোমেলিজ অব পে-স্কেল। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হল ডিপার্টমেন্টের মিস-ম্যানেজমেন্ট। আসল কথা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষির উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হয়। আজকে আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখি মিনিষ্টাররা বড় বড় কথা বলে থাকেন এবং প্রডাকশন বেড়েছে এই সমস্ত কথা বলে থাকেন এমনকি কেন্দ্রের কাছেও এই সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেন। পরে যখন একটা সংখ্যাতত্ত্ব ছাপান, সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা বা দিল্লীতে সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠান তখন স্বভাবতঃই খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে বলে এখানে চালের দাম কমার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে ত্রিপুরার মধ্যে প্রত্যেক বছরেই চালের দাম বাড়ছে। অতিবৃষ্টির ফলে ফ্লাড তো একটা রেগুলার ফিচার। কিন্তু এই যে অনাবৃষ্টির ফলে যে সমস্ত ক্ষেতে জল তোলা সম্ভব নয় সেইসমস্ত ক্ষেত্রে লিফট ইরিগেশন এবং বিভিন্ন সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে এক ফসলের জায়গায় দুই ফসল এবং দুই ফসলের জায়গায় তিন ফসল করার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ বহু লক্ষ লক্ষ টাকা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচ করা সত্ত্বেও আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই থেকে গেলাম। কোন দিকে

অগ্রসর হই নাই। কিন্তু ফলাও করে খাদ্যোৎপাদন বেশী হয়েছে ইত্যাদি বলা হয়। তাতে একদিকে জনসাধারণকে ভাওতা দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারকেও ভাওতা দেওয়া হচ্ছে। ফলে এই মুহূর্তে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত সর্বত্র যেভাবে চলার দর বাড়ছে, এভাবে বাড়া সত্বেও এখানকার রুলিং পার্টি কেন্দ্র থেকে খাদ্য চেয়ে পাচ্ছে না। অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে যে পরিমান চাল আমাদের দরকার সেই পরিমান পাচ্ছি না। এর কারণ হল ভাওতা বাজী। অর্থাৎ প্রত্যেক বছরেই দেখানো হয় আমাদের প্রডাকশন বাড়ছে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় প্রডাকশন বাড়ে নাই বরং দিনের পর দিন প্রডাকশন কমছে। যে সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম ইত্যাদি করা হয় এইগুলি সব একের পর এক ব্যর্থ হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বাজেটের যখন আলোচনা হয় তখন আমি অনেক তথ্য পরিবেশন করেছি। বিভিন্ন ইরিগেশনের মাধ্যমে জলসেচের যে নমুনা আমরা দেখেছি, পাম্পিং মেশিন অনেক জায়গায় বসানো হয়েছে কিন্তু যেখানে জল দেওয়া উচিৎ সেখানে জল দেওয়া হয় নাই, কৃষকরা উপকৃত হয় নাই। শুধু কথার কথাই থেকে যাচ্ছে। যেমন আমি উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি, জাপানী প্রথায় শুধু প্রথাটাই বড় হয়ে গেল। অর্থাৎ জাপানী প্রথায় চাষ করলে কিছু টাকা বা সাবসিডি পাওয়া যায়, ফসল উৎপাদন বাড়ানোটা বড় হয় না। এই হল অবস্থা। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আজকে রুলিং পার্টি যদি মনে করেণ যে আমরা এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের মধ্যে বহু লোক নিয়োগ করেছি, বহু অফিসার নিয়োগ করেছি, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে বেকার সমস্যা সমাধান করেছি, এবং এটাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আলাদা জিনিষ। কিন্তু প্রডাকশান বাড়ানোই যদি মুল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে আজকে তুলনা করে দেখতে হবে এষ্টাবিলশমেন্টের খরচ কত টাকা রাখা হয়েছে এবং প্রডাকশান বাড়াবার জন্য কত টাকা রাখা হয়েছে। তা যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে প্রডাকশান খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পরিকল্পনায় অনেক কম আর ষ্টাফ এবং এষ্টাবিলশমেন্ট কষ্ট হচ্ছে বেশী। যে পার্পাসে একটা ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়, অফিসার নিয়োগ করা হয়, সেই উদ্দেশ্যটাকে বড় করে না দেখে, তার যে ষ্টাফ পোষ্ট ক্রীয়েট করা ইত্যাদিকে বড় করে দেখা হয়, এই হল অবস্থা। কাজেই আজকে একটি, দুইটি তিনটি পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেছে চতুর্থ পরিকল্পনা এসে গেছে, তার মধ্যে আমরা কি দেখি যে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারী প্ল্যান প্রোগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে রুলিং পার্টির একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে অনাবৃষ্টি নয়তো ফ্লাড, একটা লেগেই আছে এবং তাতে বহু ফসল নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু প্ল্যানে বহু টাকা ধরা হয়েছে, বহু পরিকল্পনা করা হয়েছে, এই ফসল রক্ষা করার জন্য, বহু টাকা তিন তিনটির পরিকল্পনার মাধ্যমে খরচও হয়ে গেছে, কিন্তু একথা বলার ক্ষমতা রুলিং পার্টির নেই যে ফ্লাড মেজার নিয়ে অনেকগুলি জায়গায় ফসল

রক্ষার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার ফলে ত্রিপুরায় ফসল উৎপাদন বেড়েছে। একথা বলার কোন কারণ নাই, কোন ঘটনাও নাই। প্রতি বৎসর সাধারণ ফ্লাড হলেই সমস্ত মাঠগুলি ভেসে যায়; প্রচুর পরিমান, হাজার হাজার মণ ধান বা বিভিন্ন রকমের ফসল নষ্ট হয়ে যায় এটা আগে যে ভাবে চলেছে এখনও ঠিক সেই ভাবেই চলছে। বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ হয়, খরচ হয়, অপচয় হয় আবার কোন সময় রিটার্ণ যায়। কাজেই আজকে রুলিং পার্টির মুখ থেকে বড় বড় কথা শুনানো হয় এটা শুধু কথার কথা, উনাদের মুখ আছে বলতে পারেন, কিন্তু কার্যতঃ দিনের পর দিন ফসল উৎপাদন, জমির যে ফার্টাইলিটি, জমির উৎপাদন শক্তি কমছে, কোন অবস্থাতেই বাড়ানো হচ্ছে না। বিভিন্ন বোন ডাষ্ট ইত্যাদি সেন্টার আছে, এইগুলি বহু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে করা হয়েছিল, কিন্তু যেখানে করা হয়েছিল, সেগুলি সেখানে যে অবস্থায় আছে সেটা না থাকার সামিল। সেখানে ষ্টাফ আছে, বরাবর বেতন পায়, কিন্তু যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ উৎপাদন বাড়ানোর যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে না।

রুলিং পার্টির যে উদ্দেশ্যে ষ্টাফ বাড়ানো, বেকার সমস্যার সমাধান করা সেটা অবশ্য কিছুটা হচ্ছে, কাজেই আজকে সমস্ত কিছু ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হচ্ছে এবং এই ব্যর্থতার দায় দায়িত্ব শেষ পর্য্যন্ত ফ্লাডের দোহাই দেওয়া হয়, কোন কোন সময় অনাবৃষ্টির দোহাই দেওয়া হয়, আর সব শেষে জনসাধারণের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় যে জনসাধারণ কাজ করেন না, এইভাবে নিজেদের যে দোষটা সেটা স্খালন করতে চায়, এই হল অবস্থা। কাজেই আজকে এই এ্যাগ্রিকালচার বাজেটের মধ্যে আমরা যে অবস্থা দেখছি, বরাবর যেভাবে হয়, এইবারও তাই করা হয়েছে, এর মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের যে উন্নতি, অগ্রগতি বা প্রডাকশান কিছু বাড়বে, এটা মনে করার কোন কারণ আমি দেখছি না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই এ্যাগ্রিকালচারের যদি সামগ্রিকভাবে উন্নতি করতে হয়, খাদ্য উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করার মূল উদ্দেশ্য রুলিং পার্টির থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই আজকে বাজেটের মধ্যে যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের টাকা খরচ হয়, সেটা ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগান হত, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সমস্ত ব্যর্থ হয়ে যায় এবং অর্থের অপচয় ঘটানো হয়। অর্থাৎ কংগ্রেসের জীবদ্দশায় কংগ্রেস যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন, এই রাজ্যই হউক, আর অন্য রাজ্যই হউক খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করার কোন কারণ নাই। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নামে ভাওতা বাজাই থাকবে, কার্য্যতঃ ভূমির উৎপাদন শক্তি বাড়বেনা বরং কমবে। শুধু ধান নয়, প্রত্যেকটি জিনিষ আমরা দেখি তুলনামূলক ভাবে উৎপাদন কমছে। বর্তমান অবস্থার মধ্যে কিছুতেই উৎপাদন বাড়তে পারে না, দিনের পর দিন উৎপাদন কমছে আর জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়তে থাকছে। কাজেই আজকে রুলিং পার্টির মূল উদ্দেশ্য খাদ্যোৎপাদন বাড়ানো নয়, জনসাধারণকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাওতা বাজী দেওয়াই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। কারণ আজকে আমরা দেখছি সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা

ইত্যাদি ছাপিয়ে বিভিন্ন রিপোর্ট পাঠিয়েছেন এবং সেখানে দেখিয়েছেন এই বছর এই পরিমাণ ধান হয়েছে এবং এই পরিমাণ বেশী ধান হয়েছে, এইগুলি সেখানে দেখানো হয়েছে, যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার, ধান চাল চাওয়ার পরও আজকে দিতে স্বীকৃত হচ্ছে না। এদিকে সাব্রুম থেকে আরম্ভ করে ধর্মনগর পর্য্যন্ত ত্রিপুরার সর্বত্র খাদ্য সঙ্কট চলছে, বিভিন্ন এলাকার মধ্যে রেশান সপ মারফত খাদ্য বিলি করতে পারা যাচ্ছে না, এখন সমস্ত দোষ নন্দ ঘোষ, অর্থাৎ জনসাধারণ এই অবস্থার জন্য দায়ী। কালকে আলোচনার মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা মন্তব্য করেছেন যে আজকে কম্যুনিষ্ট পার্টির উসকানীতে কোন কোন জায়গায় নাকি ধান চাল আটক করে রাখা হয়েছে, কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ করি, কার ঘরে ধান চাল মজুত আছে আমি দেখিয়ে দিতে পারি, কংগ্রেসের ঘরে আছে না পাহাড়িদের ঘরে আছে, সেটা আমি দেখিয়ে দিতে রাজী আছি যদি উনারা আমার সঙ্গে যেতে রাজী থাকেন। কৃষকদের ঘরে যখন ধান চাল থাকেনা, স্বভাবতই ধান চালের দর বৃদ্ধি পায়। ধান যখন প্রথম বাজারে উঠে তখন সরকার পক্ষ থেকে কিনে গুদামে জমানো হয় না, যাদের টাকা আছে তারা হাজার হাজার মন ধান কিনে গুদামে রেখে দেয় এবং বাজারের মধ্যে দিনের পর দিন দর উঠাতে থাকে, এই হল অবস্থা। কাজেই উনারা এ'দিকে নজর দেবেন না, কারণ কংগ্রেসের টুপি মাথায় দিলে, শত দোষ করলেও মাপ হয়ে যায়, এইভাবে তারা কৃষকের ধান লুটপাট করছেন, কৃষককে ঠকাচ্ছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি চ্যালেঞ্জ করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি রাজী থাকেন তাহলে আজকে রাত্রির মধ্যে আমি দেখিয়ে দিতে রাজী আছি কোথায় ধান আছে। কিন্তু তিনি আমার চ্যালেঞ্জ এক্সেপ্ট করবেন কিনা আমি জানি না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে রুলিং পার্টি নিজেদের এই ব্যর্থতা জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দোষ স্খালন করবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। নিজেরা অপরাধ করবেন, অন্য লোককে তার জন্য দায়ী করবেন, কাজেই এই যে অবস্থা এই অবস্থার মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হলেও, এই টাকা দিয়ে ত্রিপুরার যে খুব বেশী খাদ্যোৎপাদন বাড়ানো যাবে, এটা মনে করার কোন কারণ আমি দেখছিনা। কারণ তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ষ্টাফ মেইনটেন করা, পোষ্ট ক্রীয়েট করা, খাদ্য বাড়ানোর উদ্দেশ্য নয়। যদি উদ্দেশ্য থাকত তাহলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে কিছু না কিছু ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যোৎপাদন বাড়ত এবং আমাদের অনেকটা সমস্যার সমাধান হত। কিন্তু সেই সম্ভাবনা নাই এবং এখন পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য পাচ্ছিনা যে ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য ডেফিশিট কত, সেই সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাচ্ছি না। যেভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয়, প্রায় অনেকটা ভাঁওতা রাজী দেওয়া এবং এই ভাঁওতা দেওয়ার ফলেই আজকে...

MR. SPEAKER :— Hon'ble Member, the word 'Bhowta' uttered by you in

your speech, is unparliamentary, please withdraw it.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— If you can show me that 'Bhowta' is unparliamentary, I shall withdraw it.

MR. SPEAKER :— According to rule 94, page 130 of the Parliamentary procedure of India. the world 'bluff' is unparliamentary.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—'আমাদের রুলস্ দেখান। আমাদের এসেম্বলীর রুলসে যদি থাকে, তাহলে আমি উইথ্‌ড্র করতে প্রস্তুত আছি।

MR. SPEAKER :— Have not you withdrawn the word 'Bhaowta' ? I would request you to withdraw the word. We are following parliamentary procedure. Are you not going to withdraw this word ? I have give my ruling on this point and I would request the Hon'ble Member to withdraw the word used by him, otherwise I shall be compelled to take unpleasant step.

SHRI ERSHAD ALI CHOUDHURY :— Point of order, sir, In our Rule 256 (xiv) page 63 of Rules of procedure & Conduct of Business in Tripura Legislative Assembly it is stated that a member shall withdraw unparliamentary word or expression so ruled by the Speaker.

MR. SPEAKER :— Then are you not going to obey the rules framed by the Tripura Legislative Assembly ?

SHRI AGHORE DEB BARMA :— Yes, sir. I withdraw.

MR. SPEAKER :— Thank you. You have wasted much time.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এখানে আর একটা কাট মোশন আছে।

MR. SPEAKER :— I have already allotted 15 minuets time to you. But you could not complete your speech. Then how much time do you require ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— সামান্য কিছু টাইম লাগবে। Mismanagement in the Fishery Development Office. অর্থাৎ যেভাবে অর্থ ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ফিসারী ডেভেলাপমেন্টে ব্যয় যেভাবে করা হচ্ছে তাতে আমাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। দিনের পর দিন আজকে আরও খারাপের দিকে চলছে। ফিসারী সম্পর্কে যাদের আইডিয়া আছে, অর্থাৎ এই সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তাদিগকে ফিসারী লোন দেওয়া হয় না, যেমন মৎস্যজীবি কো-অপারেটিভ

সোসাইটি, তারা অনেকগুলি দিবী চেয়েছিল, এইগুলি দেওয়া হয় নাই, ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কাছে স্কীম করে তারা একটা প্রেয়ার করেছিলেন, কিন্তু তাদের সেই সুযোগ সুবিধা মঞ্জুর করা হয় নাই। বর্তমানে ফিসারীর যে ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে মৎস্য চাষ করা হয় এই মাছগুলি বাজারে সাধারনতঃ উঠে না। এইগুলি পেছনের দরজা দিয়ে সব বিলি হয়। সাধারণ মানুষ তা পায় না। কাজেই এই অবস্থায় যদি আমরা ফিসারী ডেভেলাপমেন্ট খাতে আমরা টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখি আর তার উদ্দেশ্যে যদি এই হয়ে থাকে যে বড় বড় কর্মচারীদের সঙ্গে যাদের খাতির আছে তারাই শুধু ফিসারীর মাছগুলো খেতে পারবেন বাকী জনসাধারণ খেতে পারবেনা, এই যদি অবস্থা হয় তাহলে এইভাবে বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ রাখার যে কি সার্থকতা আছে আমরা বুঝিনা। আমরা মাছ খেয়ে অভ্যস্থ, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে আজকে আমাদের মাছ ছেড়ে দিতেই হবে মনে হয়। কাজেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে যে সমস্ত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে তা অপচয় ছাড়া আর কিছুই হয় নি। কিন্তু এইভাবে মৎস্যচাষ চলতে থাকলে অভাব আর ২০ বছরের মধ্যেও শেষ হবে না। অভাব দিনের পর দিন বাড়তেই থাকবে। কাজেই যাদের জীবনে মাছ সম্বন্ধে কোন আইডিয়া নাই তাদের খাতির আছে বলেই সাহায্য করা হয় আর যাদের প্রকৃত জ্ঞান আছে তাদের ডিপ্রাইভ করা হয়। অর্থাৎ সব ডিপার্টমেন্টেই খাতিরের রাজত্ব চলছে। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গীর যদি পরিবর্তন না হয় তবে ফিসারী ডেভেলাপমেন্টের যে মানদণ্ড তার কোন উন্নতি হবে না। কাজেই যাদের এই দিকে জ্ঞান আছে তাদের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। কিন্তু তারা প্রেয়ার করা সত্বেও তাদের দেওয়া হয় নাই। সুতরাং মৎস্যজীবিদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমার কাটমোশন এখানে শেষ করলাম।

MR. SPEAKER :—I would now call on Shri Radhika Ranjan Gupta to participate in the debate.

SHRI RADHIKA RANJAN GUPTA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ১১ র কথা বলতে গিয়ে আমাদের মাননীয় সদস্য মিস-ম্যানেজমেন্টের কাট মোশন এনেছেন, কিছুটা আলুর বীজ নাকি পচে যায়। আলু একটা প্যারিশেবল গুড। বাইরে থেকে যেখানে আলু বীজের আমদানী করতে হয় সেখানে একটা পারসেনটেজ বা একটা অংশ পচে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। তার জন্য বলা চলে না যে এটা একটা মিস-ম্যানেজমেন্ট। কারণ যত ভালই আলুর বীজ থাকুক না কেন তার মধ্যে কিছুটা নষ্ট হতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে কৃষি সম্পর্কে, এগ্রিকালচার সম্পর্কে আমরা চিন্তা করার আগে আমাদের ভাবতে হবে এই যে, ত্রিপুরার অবস্থা কি ছিল? কারণ আমরা জানি যে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ১৯৫০ সালে

যা ছিল আজকে তার তিনগুণ লোক এখানে হয়েছে। তখনকার যে অবস্থা ছিল মোটামুটি টাক্কাল কৃষি, টাক্কালের উপর নির্ভর করেছিল সেই কৃষি ব্যবস্থা। জুম চাষ হত এবং সেই জুম চাষের ফলে ডিফরেষ্টেশন হওয়ার সাথে সাথে ত্রিপুরার যে নদী নালা গুলি আছে সে গুলিতে বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে হুড়মুড় করে জল নেমে আসে। ফলে বন্যা অপরিহার্য্য। তার ফলে একদিকে যেমন ফলন্ত ফসল নষ্ট হচ্ছে ঠিক তেমনি আবাদযোগ্য, চাষযোগ্য যে সমস্ত জমি আছে সেই জমিনে বালুর স্তর পড়ে সেখানে চাষের অসুবিধা সৃষ্টি করছে, ফলে একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কারণ আমরা স্বাধীনতার পর একটা সমাজতন্ত্র ভারতবর্ষ গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছি—

MR. SPEAKER :—The House stands ajourned till 2 P. M. The member speaking will have the floor.

MR. SPEAKER :—Now I would call on Shri Radhika Ranjan Gupta.

SHRI RADHIKA RANJAN GUPTA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই আজকের যে অবস্থা ১৫ বৎসর আগে এখানে যে পরিমান কৃষি উপযোগী জমি ছিল এবং পরে যে পরিমান লোকসংখ্যা বেড়েছে, সে সব দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করতে গেলে এবং চিন্তা করলে দেখতে পাব যে, যে পরিমান লোকসংখ্যা বেড়েছে সেই অনুপাতে কৃষি উপযোগী জমি বাড়েনি। কাজেই এখানে শস্যের সমস্যা ও খাদ্যের অভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য বাজেট রচিত হয়েছে এবং পরিকল্পিত উপায়ে সেই বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। এই খাদ্য সমস্যা শুধু ত্রিপুরার সমস্যা নয়, ইহা সমস্ত ভারতবর্ষের সমস্যা। ভারতবর্ষের কেন, পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ লোকেরই খাদ্যের সমস্যা। এমন কি রাশিয়াতে ও খাদ্যের অভাব চলছে। সুতরাং এই সমস্যাটি যদি মোকাবিলা করতে হয়, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দরকার। কৃষিকে আজকে বৈজ্ঞানিক ভাবে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করতে হবে এবং সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছেন, ত্রিপুরা সরকার তার পরিকল্পনা তৈরী করছেন। কাজেই আমরা দেখছি দেশের জল নিরোধের জন্য এবং জলসেচের জন্য এখানে Hydro Project নেওয়া হয়েছে, ডম্বুরে এবং অন্যান্য নদীগুলিতে বাঁধ দিয়ে বন্যা নিরোধ এবং জলসেচের ব্যবস্থা করা হবে কৃষির সামগ্রিক উন্নতির জন্য, সেটা আশা করি। আমরা দেখেছি গরীব মানুষের মধ্যে যখন অভাব হয়, purchasing capacity যখন কমে যায় সেখানে test relief এর ব্যবস্থা করা হয়। অতীতে আমরা দেখেছি test relief এর দ্বারা রাস্তা তৈরী হত। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি test relief এর টাকা দিয়ে বন্যা নিরোধের কাজ হচ্ছে। জলসেচের কাজ

কিন্তু এটা দুঃখের বিষয় মাননীয় সদস্য বিরোধিতা করেছেন, সরকারের এই যে কাজ কৃষি এবং কৃষককে সাহায্য করার জন্য এই যে একটা প্রচেষ্টা, এই যে একটা নূতন অবস্থা যেখানে সরকারী টাকা, test relief এর টাকা এইভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কৃষি এবং কৃষকের সাহায্যে তার জন্য তিনিও সরকারের প্রশংসা করলেন না। মাননীয় সদস্য যদি মনে করেন শুধু বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করতে হবে, তাহলে তিনি যেন জেনে রাখেন, তাঁরা যেন বুঝে রাখেন যে ত্রিপুরার জনসাধারণ, ত্রিপুরার কৃষককুল তারা অজ্ঞ নন, তারা জানেন, তারা বুঝেন, তারা দেখছেন, কোথায় কি ছিল ত্রিপুরাতে, আজকে ত্রিপুরায় কি হচ্ছে। কৃষক সাধারণ তারা নিজেরাও সজাগ। আমি জানি, ফটিকরায়ের কৃষ্ণনগরের বিস্তীর্ণ মাঠের ফসল প্রতি বছর বন্যায় নষ্ট করত। সেখানে কৃষকরা নিজেরা নিজেদের পরিশ্রমে, নিজেদের বুদ্ধিতে, নিজেদের অর্থে সেখানে সেই কৃষ্ণনগরেও বন্যা প্রতিরোধ করেছেন। এবং আজকে তারা দাবী করছেন সেখানে আর একটি ছড়াতে, খয়রাছড়াতে ঠিক সেইভাবে যদি স্লুইচ্ গেইট্ করা যায় তাহলে আরেকটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে, জলসেচের ব্যবস্থা সেখানে করা যেতে পারে যার ফলে সেই ফটিকরায় অঞ্চলের জনসাধারণকে রেশনের চালের জন্য, বিদেশের চালের জন্য অপেক্ষা করতে-হবে না, এবং আমার বিশ্বাস সরকার সেই দিকে নজর দেবেন যাতে করে, সেই খয়রাছড়াতেও স্লুইচ্ গেইটের ব্যবস্থা করা হয়। আজকে আমরা জানি ত্রিপুরায় যে ভূমি তার প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে টিলা জমি সুতরাং কৃষির উন্নতি তথা, ত্রিপুরার উন্নতি যদি করতে হয় তাহলে এই টিলা জমিকে utilize করতে হবে, টিলা ভূমির utilization ছাড়া কৃষির উন্নতি করা যেতে পারে না, ত্রিপুরায় উন্নতি হতে পারে না। আমরা দেখেছি কুমারঘাটের কাছে সেই উঁচু টিলার আদিবাসী কৃষকেরা আনারসের বাগান করেছে। তাতে লক্ষ লক্ষ ভাল জাতের আনারস সেখানে উৎপন্ন হচ্ছে, কাজেই টিলাভূমিগুলোকে যদি utilize করা হয়, এইভাবে যদি টিলা জমিতে ফসলের চাষ করা হয়, তাহলে কৃষক এবং কৃষির সমস্যা সমাধান হতে পারে, ত্রিপুরার উৎপাদন বাড়তে পারে। কাজেই এই দিকে যাতে সরকার মনোযোগ দেন তার জন্য আমি অনুরোধ করব। আজকে ভূমি সংরক্ষণের জন্য, aforestation এর জন্য, কৃষি বিভাগ এবং Forest বিভাগ যে সমস্ত কাজ করেছেন, আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, যাতে এই যে কাজ তজ্জন্য যেন Forest বিভাগ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা না নিয়ে তাদের সেই টিলাভূমিতে ফলের বাগান, medicinal herbs এবং অর্থকরী অন্যান্য যে সমস্ত valuable crop আছে. এগুলো, এবং এ ছাড়া আরো যা যা হতে পারে সেগুলো তারা যেন করে তজ্জন্য আমি অনুরোধ করব। রাস্তা আমাদের তৈরী হচ্ছে। রাস্তার দরকার, কারণ কৃষক তাদের উৎপাদিত

সামগ্রীগুলি যদি ঠিক ভাবে বিক্রি করতে না পারে, ফসলের ন্যায্য দাম যদি তারা না পান তাহলে কৃষিতে বিনিয়োগ করার মত টাকা তারা পাবেন না। কৃষিতে যদি লাভ না হয়, সারাদিন পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করে সেই ফসল বিক্রি করে যদি লাভ জনক ব্যবসা না হয় তাহলে তারা এভাবে কোন রকমে উপকৃত হতে পারবেন না। তাই কৃষিকে যদি লাভ জনক পর্যায়ে নিতে হয় তাহলে তার যে উৎপন্ন সামগ্রী তা যাতে ন্যায্য দামে বিক্রি হতে পারে তার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন। মনু থেকে ফটিকরায় পর্যন্ত যে এলাকা সেখানকার কৃষিজিবী যে জনসাধারণ তারা মনু নদীর পশ্চিম পাড়ে বসবাস করেন এবং সেখানে কোন রাস্তাঘাট নেই। ঐখানে একটা রাস্তার প্রয়োজন এবং সে রাস্তা যদি মনু থেকে ফটিকরায় পর্য্যন্ত তৈরী হয়, তাব দ্বারা কাঞ্চণবাড়ীর একটা বিস্তীর্ণ কৃষিযোগ্য জমি বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাবে। ফলে যোগাযোগের যেমন ব্যবস্থা হবে তেমনি সাথে সাথে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি আমরা আশা করতে পারব। কৈলাশহর, কুমারঘাটে electric light আনার ব্যবস্থা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে একটা বিস্তীর্ণ মাঠ আছে তাতে জল সেচের কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে overflow tube well বসিয়ে যদি জলসেচের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কাউলি পাড়ার যে মাঠ, তাতে যেখানে এক ফসল হচ্ছে সেখানে জলসেচের ফলে ২।৩ ফসলও করা যেতে পারে। কাজেই আমি এদিকে স্পীকার মহোদয় মারফত মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

তাছাড়া আজকে আমাদের এখানে যে সব ভূমিহীন কৃষক আছেন তারা যদি জমি পান, তাহলে তারা সেখানে নিজেদের প্রচেষ্টায় কিছু না কিছু ফসল ফলাইতে পারবেন। কেননা আমরা কৃষির উন্নতি করব, জমি ছাড়া কৃষির কাজ হতে পারে না। কাজেই যারা ভূমিহীন কৃষক তারা যাতে তাড়াতড়ি জমি পায় সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি বলব যে ত্রিপুরার বিভিন্ন কলোনীতে বিশেষ করে ফটিকরায় অঞ্চলে রাজনগর, গকুলনগর কলোনী, দুধপুর কলোনীতে যারা আছেন তাদের মাত্র ১ কানি ১॥ কানি করে জায়গা দেওয়া হইয়াছে। এই জমি দিয়া একটি পরিবার বাঁচতে পারে না। সেইখানে কৃষি বা কৃষকের উন্নতি আশা করা যায় না। তাদের আরো জমি দিতে হবে। তবে আমরা জানি যে সেখানে নাল জমির অভাব। নিকটস্থ যে সব টিলাভূমি আছে সেই জমি যাতে দেওয়া হয় তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আর একটা প্রশ্ন হল কৃষির সঙ্গে জড়িত গোচারণভূমি, সেই ভূমির সুবিধা যাতে প্রত্যেকটি কৃষককে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে আজকে যেভাবে লোকসংখ্যা বাড়ছে, তার সঙ্গে যদি আমাদের কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গতি রাখতে হয়, তাহলে আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে হবে, যদিও আমাদের এখানে জলসেচের জন্য pump set বসানো হয়েছে। সাধারণ কৃষকের পক্ষে

সেগুলি খরিদ করা এবং সঠিক ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। আরো কম দামে কৃষকদের pump set সরবরাহ করা যায় কিনা, সেটা দেখা উচিৎ। ছোট ছোট tractor ২।৩ হাজারের মধ্যে তার দাম সীমাবদ্ধ রেখে সরবরাহ করা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে। তদুপরি কৃষির সময় কৃষকেরা যাতে জমিতে অল্প সুদে মূলধন বিনিয়োগ করতে পারে তারজন্য কৃষি সমবায় সমিতিগুলিকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। আমরা ফসল বাড়াব, বৎসর বৎসর জমি থেকে শস্য আহরণ করব, অথচ জমিতে সার দেবনা, জমির উন্নতির জন্য কিছু করব না এবং উপযুক্ত পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করব না। এই করলে ফসল বাড়তে পারে না। কাজেই ঐসব দিকে আজ চিন্তা করতে হবে। জাপানী প্রথায় চাষের উপর মাননীয় সদস্য বড় আক্রোশ প্রকাশ করেছেন কিন্তু কথা হল আজকে যদি আমরা কোন সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা গ্রহণ না করি তাহলে এই জমির উপর ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যার যে চাপ, তাকে আয়ত্বে রাখা যাবে না। সেই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্ব্বে আমাদের মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন এবং তারজন্য প্রচার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। জাপানী প্রথায় যেখানে চাষ হচ্ছে, সেখানে গ্রামের একজন ভাল কৃষককে বেছে নেওয়া হয় এবং কিছু টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। এইভাবে জাপানী প্রথায় চাষ করা হয়। এইভাবে ঐসব অঞ্চলের কৃষকরা বুঝতে পারেন যে আমাদের চিরাচরিত প্রথা ও জাপানী প্রথায় চাষের মধ্যে পার্থক্য কি। আমাদের জানা আছে আজকে যারা ত্রিপুরার কৃষক, তারা জাপানী প্রথাটা যে কি তা বুঝতে পারছেন। গরীব কৃষকদের পক্ষেও এটা একটা উৎকৃষ্ট ধরণের উপায়। কাজেই আজকে খাদ্য সমস্যা—যা একটা জাতীয় সমস্যা, তাকে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে হবে—এটা আমরা আশা করি। মাননীয় সদস্য যেটা বলতে চেয়েছেন তা তাঁর মানসিক অভিব্যক্তি। কেননা, এবার নির্ব্বাচনে তাদের ভরাডুবি হয়েছে। আমার মনে হয় তিনি যেন অন্য ধরণের একটা চশমা দিয়ে দেখছেন এবং অনুরোধ রাখব তিনি যেন তাঁর চশমার কাঁচটা বদলে ফেলেন। ত্রিপুরাতে এখন আর ১৯৫১ সাল নেই—এটা ১৯৬৭ সাল। কাজেই আজকে তারা left-right করে চলছেন। আমার অনুরোধ হল গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে যে সমস্ত সাধারণ কৃষক আছেন তারা যেন আর left-right করবার চেষ্টা না করেন। কেননা, তারা নির্ব্বাচনে রায় দিয়ে দিয়েছেন যে, মাননীয় অঘোরবাবু, আমরা আর আপনাদের সঙ্গে left-right করছি না। সুতরাং এই শিক্ষা যেন তাঁরা মনে রাখেন। পরিশেষে আমি Demand No. 17কে সমর্থন করে এবং অঘোরবাবুর cut motion-এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— Now I call on Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma to move his cut motion . that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on "সস্তা দরে বীজ সরবরাহ করার প্রয়োজনীয়তা।" As the member is absent

the cut motion has fallen through. I would now call on hon'ble member Shri Bidya Chandra Deb Barma to move his cut motion that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on "ত্রিপুরায় মৎস্য চাষের সরকারী অর্থের স্বল্পতা।"

SHRI BIDYA CH. DEB BARMA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ৪ দিক পাকিস্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে আগে পাকিস্থান থেকে বহু মাছ আমদানী হত কিন্তু এখন আর আসে না। কাজেই এখানে মাছের অভাব পুরণের জন্য সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ পরিকল্পনা খাতে সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন সেই সম্পর্কে আমার এই cut motion. আমরা বাজেটে দেখতে পাই যে Reclamation & Development of water বাবদে ৪০,০০০, টাকা আছে আর বাকী সব হল Fishery Officer, Fishery Assistant, Inspector, ইত্যাদির বেতন ভাতা ইত্যাদি বাবদে। ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার মোট টাকার মধ্যে মাত্র ৪০ হাজার Reclamation and Development of water বাবদে রাখা হয়েছে। এই অর্থ খুবই অল্প। এই খাতে আরো বেশী অর্থ বরাদ্দ করে ঠিক ঠিক ভাবে মাছের চাষের ব্যবস্থা যাতে করা হয় এই জন্যই আমার cut motion রাখা হয়েছে। জেলেরা মৎস্য সমবায় সমিতি মারফতে টাকার জন্য যে সব দরখাস্ত সরকারের নিকট করিয়াছে তারা কেউ আজ পর্য্যন্ত কোন সাহায্য পায় নাই। এই হল অবস্থা। তার মধ্যে এখানে শুধু কতকগুলি তত্বকথা জানানো হয়। তিন তিনটি পরিকল্পনা চলে গেল তবু মৎস্য চাষের পরিকল্পনা ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত হয় নাই। অফিসে অফিসারেরাই থাকেন, মাছ আর আমরা দেখি না। প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে রোদ্রসাগরে যখন মৎস্য চাষের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় তখন আগরতলা বাজারের কথা দূরে থাকুক, সোনামুড়ার বাজারগুলিতে একটি মাছও পাওয়া যায় নি। তবে গোমতী নদীর কিছু মাছ সেখানে পাওয়া যায়। কতকগুলি দালাল যারা নিজেকে কংগ্রেসী বলে জাহির করে তারা সোনামুড়া থেকে মাছ Black করে আগরতলার দিকে চালান দেয়। এই জন্যই মাছের দাম এত বৃদ্ধি পায়। আর উদয়পুরে এত বড় বড় পুকুর থাকা স্বত্বেও মাছের চাষ নাই। যদি উদয়পুর এবং অমরপুরের পুকুরগুলিতে মাছের চাষ থাকত তাহলে মাছের এত অভাব এখানে থাকতনা। সরকার যদি এইদিকে একটু দৃষ্টি দিতেন তাহলে আমাদের অন্যের দিকে চেয়ে থাকতে হত না, আমরা নিজেরাই নির্ভরশীল হতে পারতাম। প্রশ্ন করতে পারেন যে বিরোধী বলেই তারা বিরোধীতা করছেন। কিন্তু স্বতন্ত্র ত্রিপুরা আনল কারা, বিধান সভা আনল কারা? লজ্জা যদি থাকত তা হলে বিধান সভায় নিশ্চয়ই আপনাদের তা বলতে হত। শুধু যে উদয়পুর, অমরপুর, সোনামুড়াতে তা সীমাবদ্ধ তা নয়, কমলপুরেও Agriculture মারফতে fishery করছেন। কি রকম fishery? না, সেখানে বিরাট এক দীঘি খনন করে মাছের চাষ করা হচ্ছে। এখান থেকে মাছের পোনা

বিক্রী . করা হবে। আমরা ১৫ বৎসর যাবৎ দেখে আসছি বিদেশ থেকে মাছের পোনা আসছে। সেখান থেকে একটা পোনাও আমরা পাইনি। যারা গনতন্ত্রকে প্রসার করার জন্য Block Development এর মাধ্যমে পঞ্চায়েত গঠন করেছেন, সেই পঞ্চায়েৎ প্রধান যারা সাদা টুপি পরেন, তারাই ঐ মাছের পোনার সুযোগ পান। এইভাবেই দুর্নীতি চলছে। নির্ব্বাচনের আরো দেখা গেছে যে বার্মাছড়াতে ২টি টিউবওয়েল ও ১টি রিংওয়েল করে দেওয়া হয়েছে, সেই টিউবওয়েলের একটিতেও জল পাওয়া যাচ্ছেনা। তারা আরও বলেছেন যেহেতু আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্ত্তন করতে হবে। সেই জন্য আমার এক বন্ধু এখানে suggestion রেখেছেন যে অধিক আলু ফলাও। কিন্তু তাতে কি হবে এ আলু ফলিয়ে হিমঘরে রাখার জন্য কৃষকদের কাছ থেকে দাবী উঠেছিল, কিন্তু সেই সাহায্য তারা পায় নাই, পাচ্ছে Bhutoria Company, সেখানে বাজারের সব আলু ৮ আনা ১০ আনা দরে কিনে ছমাস ঐ ঘরে রেখে ১—১॥ দরে বিক্রী করে। ঐ ভাবে দুর্নীতি সব দিকেই চলছে শুধু মাছের বাজারে নয়। কাজেই খাদ্যে যদি আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চাই তবে তার সমাধান করতে হবে। কংগ্রেসের যে কয়েকজন পেটুয়া জোতদার আছেন তাদের থেকে কত মণ ধান আপনারা সংগ্রহ করেছেন। এখানে বলা হয়েছে যে বিরোধীপক্ষের লোকেরা গ্রামের জোতদারের সঙ্গে আঁতাত করে ধান-চাউল আটক করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করেছেন। তাই যদি হয় তবে আপনারা বাজারে বাজারে ঢোল পিটিয়ে দিন যে, অমুক অমুক লোক চাউল মজুত করে রেখেছে এবং জনসাধারণের সহযোগীতায় সেই মজুত চাউল বের করে নিয়ে আসুন। কিন্তু তা আপনারা করবেন না। দুর্নীতি করবেন আপনারা আর দোষ চাপাবেন বিরোধীপক্ষের উপর। আপনারা দুর্নীতি করে পরিকল্পনার কতগুলি তত্বকথা দিয়ে তা চেপে রাখেন; অবাস্তব যা, তা আমরা বলিনা। সবসময় বাস্তব কথাই বলে থাকি।

ত্রিপুরাতে যদি ঠিক ঠিকভাবে মাছের চাষ আমরা করতে চাই তবে ত্রিপুরাতে যারা মৎস্যজীবি আছে তাদেরকে এভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তাছাড়া যত বেসরকারী জলা আছে সেগুলিকে অতিসত্বর কাজে লাগানো দরকার। তিলাইজলাতে এক দেববর্ম্মা ভদ্রলোক তিনটা বিরাট পুকুর নিয়ে মাছের চাষ করছেন। আমি দেখে এসেছি সেখানে লক্ষ লক্ষ মাছের পোনা হয়েছে। ঠিক এভাবে সাগরতলীতেও বেসরকারী উদ্যোগে সরকারী পক্ষ থেকে সাহায্য করা উচিত। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে fishery-এর জন্য যে টাকা দেওয়া হয় তা কোন কাজেই লাগে না। দু'দিন পর বাঁধ ভেঙ্গে যায়। কাজেই এই খাতে আরো বেশী টাকা রাখা উচিত, যাতে মৎস্যজীবিদের ও বেসরকারী সংস্থাকে সাহায্য করে আরো বেশী মাছ চাষ করা যায়। সেইদিক থেকে চিন্তা করেই আমার cut motion রেখেছি।

তাছাড়া সরকার থেকে সত্যাদবে বীজ যখন দেওয়া হয়, তখন বীজ বপন করার সময় থাকে না। কাজেই সময়মত বীজ রোপণ করার জন্যই কৃষকেরা বাধ্য হয়ে মহাজনদের কাছ থেকে বেশী সুদে ঋণ নিয়ে বীজ সংগ্রহ করে। কাজেই সময়মত যদি বীজ ও সার সরবরাহ করা হয় তাহলে যদিও আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে না পারি তথাপি বেশী পরিমাণে আমরা খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হব।

আর একটি কথা হচ্ছে যে, B. D. O.রা যে দুর্নীতি করে সেই ব্যাপারে একটি তদন্ত হওয়া উচিত। নির্বাচনের সময় তারা কংগ্রেসকে সাহায্য করে কিনা এবং জনসাধারণের টাকার অপচয় করে কিনা তার একটা তদন্ত হওয়া উচিত। কাজেই আমার অনুরোধ, নিজের চরিত্র আগে সংশোধন করে জনসাধারণের কাজ করার চেষ্টা করুন। মিথ্যা কথা বলবেন না, তত্ত্বকথার নামে জনসাধারণকে ভাঁওতা দেবেন না। আরেকজন বন্ধু বলেছেন টেষ্ট রিলিফের টাকায় বন্যা নিরোধের কাজ হয়। তিনি আরো বলেছেন যে, স্লুইস্ গেট করলে জলসেচ ও বন্যা নিরোধের কাজ হয়, কিন্তু আমি দেখেছি যে কল্যাণপুরে মহারাণীছড়ায় যে স্লুইস্ গেট করা হয়েছে তা ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। তার কারণ হচ্ছে এই যে, তাকে যে টাকা খরচ করার কথা ছিল তা খরচ করা হয়নি যেহেতু সেটা সাদা টুপীওয়ালা কংগ্রেসী কন্ট্রাকটার করেছিল। রাস্তা যদি ঠিক ঠিক মত করা হত তাহলে কৃষি-পণ্যদ্রব্য অতি সহজেই দূরের বাজারসমূহে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যে পুল খোয়াই নদীর উপর করা হয়েছিল সেটা একমাস যেতে না যেতেই অর্থাৎ নির্ব্বাচন শেষ হল, বিধানসভা বসল—এর মধ্যেই পুলটা ভেঙ্গে গেল। এ কি ধরণের কন্ট্রাকটার? একমাসও গেল না, খোয়াই নদীর পুল ভেঙ্গে গেল। সত্যেন চৌধুরী, তিনিও সাদা টুপীওয়ালা। কাজেই সাদা টুপী পরে যে দুর্নীতি করে তাদেরও শাস্তি হওয়া দরকার। জনসাধারণের টাকা এভাবে যারা অপব্যয় করে, সুষ্ঠু তদন্ত করে তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার। সেইজন্যই আমি আমার cut motion রাখছি—দুর্নীতিপরায়ণ B. D. O. যারা আছেন, তদন্ত করে যাতে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Now I call on Hon'ble Member Shri Suresh Ch. Choudhury.

SHRI SURESH CHANDRA CHOUDRY :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কৃষি বিষয়ে Demand No,—17 & 38-এ এবং যে ব্যয় বরাদ্দ House এ রাখা হয়েছে সর্ব্বপ্রথমে আমি সেটা সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষ যে Cut Motion এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করি। তাদের বক্তব্যে যে কোন সত্যতা নেই এটাই আমি বলিব। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ত্রিপুরাতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে নাই, কৃষির কোন উন্নয়ন হয় নাই।

আমি তার বিরোধীতা করে বলছি যে তিনি সম্পূর্ণ অসত্য কথা বলেছেন। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৫০ সালে যে লোকসংখ্যা ছিল, আজকে তার দ্বিগুনের চেয়েও বেশী লোকসংখ্যা হয়েছে। এই লোকসংখ্যা অনুযায়ী যদি ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না হত তবে যে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিত তা কোন সরকারের পক্ষে রোধ করার ক্ষমতা থাকত না। আমি সেজন্য বলব গত কয়েক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপকভাবে খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটে নাই। দেশে খাদ্যভাব আছে, তবে এমন কোন সঙ্কট আমরা দেখি নাই যাতে খাদ্যাভাবে মানুষ মারা গিয়েছে বা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছে এমন কোন কথা আমরা কখনও শুনি নাই; বিরোধী পক্ষের সদস্য এটা কোন অবস্থাতেই প্রমাণ করতে পারবেন না। আমি সেইজন্য বলব ১৯৫০ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ বা সাড়ে ছয় লক্ষের মত। এখন লোকসংখ্যা হবে প্রায় ১৪ লক্ষের কাছাকাছি। লোকসংখ্যা সেই অনুপাতে দ্বিগুনের চেয়েও বেশী হয়েছে। ১৯৫০ সালে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ১ শত ১৬ মেট্রিকটন খাদ্য উৎপাদন হয়েছে বলে জানা গেছে। ১৯৬৫-৬৬ সনে উৎপাদন বেড়ে দ্বিগুণের কাছাকাছি হয়েছে। অর্থাৎ ২ লক্ষ ৪ হাজার মেট্রিকটন উৎপাদন হয়েছে। আর একটি কথা হল যদি ফসলের উৎপাদন এ ভাবে না বাড়ত তাহলে বলব ১৯৫০ সালে যে জমি ছিল তার চেয়ে বর্ত্তমানে চাষের জমি কমে গেছে। তবে আমরা যে বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করেছি সেই কারণে উৎপাদন বেড়ে গিয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে আলুর উৎপাদন যা ছিল তার চেয়ে বর্ত্তমানে আলুর উৎপাদন ৫ গুণও বেড়ে গেছে। ১৯৫০-৫১ সালে উৎপন্ন হয়েছিল ৩ হাজার ১ শত ১১ মেট্রিক টন, আর বর্ত্তমানে দেখা যায় ১৫ হাজার ১ শত ৩৬ মেট্রিক টন। আমি বিশেষ করে বলব মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যদি আলুর চাষ দেখতে চান তবে তারা বিলোনীয়ায় গ্রামাঞ্চলে গিয়ে দেখতে পারেন এবং সরকার পক্ষ কিভাবে কৃষিঋণ দিয়ে, সার বীজ দিয়ে কৃষকের সাহায্য করছেন তা দেখতে পারবেন। কোন এক corner থেকে প্রতিবাদ উঠেছিল যে বিলোনীয়াতে এত আলুর ফসল ফলে এটা আমরা বিশ্বাস করিনা। কোন Block Committee থেকে বলা হয়েছিল আমরা সরজমিনে তদন্ত করে দেখতে চাই। সেই অনুসারে বগাফা ব্লক অফিসারকে জানানো হয়েছিল যে আমরা গিয়ে দেখব যে কি করে সেই অঞ্চলের লোকেরা আলু করে প্রথম পুরস্কার পায়, আমাদের চেয়ে কি করে বেশী আলু তারা ফলায় আমরা সেটা দেখতে চাই। তখন সেই Block থেকে গিয়ে সেই অঞ্চল তারা দেখেছেন এবং আলু উঠিয়ে তারা দেখেছেন কি করে ১ কানি জমিতে ১৫০ মণ থেকে ১৮০ মণ পর্য্যন্ত আলু ফলে। অবশ্য যারা গেছেন তারা বিরোধী পক্ষের লোক বলে আমি বলছিনা। কাজেই এখানে আমি বিরোধী পক্ষের সদস্যদিগকে অনুরোধ করছি, তারা গিয়ে দেখে আসুন কি করে অল্প জায়গাতে বেশী আলু ফলে এবং কি করে সরকারী প্রচেষ্টায় বীজ সার ইত্যাদি

দিয়ে আলুর চাষের উন্নয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেছেন আলুর বীজ দেরীতে দেওয়া হয়েছে এবং যা দেওয়া হয়েছে তা পচা দেওয়া হয়েছে। আমি বলব তা ঠিক নয়। কারণ গত বৎসর আলুর বীজ কিছুটা আগে এসেছিল। কাজেই আগে আসার ফলে হয়ত কিছুটা পচে গিয়েছে। কারণ যখন এসেছে তখন ভাদ্রমাসের শেষ এবং আশ্বিন মাসের প্রথম অবস্থা। তখন বৃষ্টি ছিল। শিলং থেকে যখন আলু গাড়ীতে করে আনা হয় তখন বৃষ্টিতে হয়ত আলুগুলি ভিজে গিয়েছিল। Contractor যখন আলুগুলি আনে সরকার সরাসরি purchase করে না Contractor এর through তে purchase করা হয় এবং সেই purchase সময় হয়ত আলুগুলি ভিজে গিয়েছিল এবং এই জন্য হয়ত কিছু নষ্ট হয়েছিল। এই কথা ঠিক নয় যে সরকারী পর্য্যায়ে আলুর বীজ কেনা হয়েছে এবং সেই আলুর বীজ পচে গিয়েছে এবং পচা আলু বিলি করা হয়েছে। যদি এই কথা কেহ বলেন তবে আমি তাকে অসত্য উক্তি বলেই মনে করব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য "অসত্য" কথাটা উচ্চারণ করতে পারেন না।

MR. SPEAKER :— "অসত্য" is unparliamentry.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— আমি এই কথা withdraw করছি। আগে বীজ দেওয়া সম্পর্কে আমি একটি কথা বলেছি, গত বৎসরের আগের বৎসর কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে জুলাইবাড়ীতে একটা কথা উঠেছিল যে, যে rateএ বীজ দেওয়া হচ্ছে, তাতে আমাদের আরও বেশী বীজের দরকার এবং এই ব্যাপারে District Magistrate ও Chief Commissioner এর নিকট টেলিগ্রাম করে আরও কিছু বেশী আলুর বীজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল এবং তার ফলে District Magistrate সদর থেকে কিছু আলুর বীজ পাঠিয়ে দিলেন Appex Marketing Co-operative Societyর মাধ্যমে। কিন্তু সেই Communist সদস্য আলুর বীজ বিলি করার কোন ব্যবস্থা করলেন না। সমস্ত আলুর বীজ শেষ পর্য্যন্ত বিনা পয়সায় বিলি করতে হয়েছে। বিনা পয়সায় দেওয়ার ফলে আজও সেই আলুর বীজের সমস্ত টাকা আদায় হয় নাই। তারা দাবী করেছিল আলুর বীজ দেরীতে দেওয়ার ফলে কৃষকেরা আলুর বীজ সময় মত লাগাতে পারেনি, কাজেই পয়সা দিতে পারবেনা, সেই পরিপ্রেক্ষিতে গত বৎসর সরকার থেকে আগেই আলুর বীজ দেওয়া হল কিন্তু এখন বলছে আলুর বীজ আগে দেওয়া হয়েছে বা পরে হয়েছে এবং কিছু পচে গিয়েছে। বিরোধীপক্ষ একবার বলবেন আলুর বীজ আগে দেওয়ার কথা, একবার বলবেন পরে দেওয়ার কথা এবং এসব কথা বলে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করবেন যাতে সরকার কোন কাজের সুরাহা করতে না পারেন, সুষ্ঠভাবে কোন কাজ পরিচালিত করতে না পারেন। আমি বলব যে কৃষির কোন উন্নতি হয়নি বলে যে কথা বিরোধী পক্ষ বলেছেন সেটা ঠিক নয়।

কৃষির যে উন্নতি হয়েছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না, আমি বলব যে আমাদের দেশে যেভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই তুলনায় খাদ্য উৎপাদন সমতা রক্ষা করে চলতে পারছেনা, প্রতি বৎসর পাকিস্থান থেকে নূতন করে হাজার হাজার উদ্বাস্তু যে ভাবে এ রাজ্যে প্রবেশ করে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করছেন, আমি বলব যে এই বৰ্দ্ধিত লোক সংখ্যার চাপে আমাদের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা বানচাল হতে চলেছে। যতদিন পর্যান্ত এই লোকসংখ্যার স্থিতিশীলতা না আনতে পারা যাবে ততদিন পর্য্যন্ত যত প্রকারেই উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা হউক না কেন এই সমস্যার সমাধান হওয়া অতি কঠিন বলেই আমি মনে করি। মাননীয় সদস্য বলেছেন কংগ্রেস সরকার, অপদার্থ সরকার এরা কিছুই করে না, উনি ভুলেযান পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের কথা। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র চীনে আজও দুর্ভিক্ষ আছে এবং এখনও সেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে, মাওসেতুং এর বিরোদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। আমি বলব এই বিদ্রোহ না খেতে পেয়ে সেখানকার অধিবাসীরা করছে। সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। বিরোধী সদস্যদের ইহা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই আমি বলব সারা পৃথিবীর পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে খাদ্য সমস্যার কথা ভাববেন। আজকে শুধু বিধান সভায় দাঁড়িয়ে বড় বড় কথা বললেই চলবেনা। কাজেই আমি অনুরোধ করব গ্রামে গিয়ে ফসল বাড়ানোর কথা বলতে হবে, ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষের কর্ত্তব্য ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামে গিয়ে কৃষকদের উৎসাহ দানকরা যাতে তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী ফসল বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। সেই গঠন মূলক চিন্তা ধারা নিয়ে সেই সংগঠনের কাজ করা প্রতিটি মানুষের কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। সেই দিক দিয়ে বিরোধী দলের সদস্যদিগকে আমি অনুরোধ করব পরিকল্পনার সম্মুখীন হওয়ার জন্য। আমি আরো অনুরোধ করব বিরোধীদলের সদস্যরা তাদের নিজেদের এলাকায় গিয়ে ফসল উৎপাদনে সরকারী প্রচেষ্টায় সহযোগীতা করার জন্য।

তবে কথা হচ্ছে ত্রিপুরা আজও একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল। ত্রিপুরায় অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষির উন্নতি না হলে সাধারণ মানুষের উন্নতি সম্ভব নয়। প্রতি বছর ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষিজাত দ্রব্য বাইরে থেকে আনতে হয়। ভাল চাউল, তেল, মসল্লা ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য আমাদিগকে আমদানী করতে হয়। এই জাতীয় জিনিষ ত্রিপুরাতে উৎপাদন করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পূৰ্ব্বে ১৯৫০-৫১ সালে যে হারে ত্রিপুরাতে সরিষার উৎপাদন হত আজ সেই তুলনায় উৎপাদন অনেক কমে গেছে। সরিষার উৎপাদন কমে যাওয়াতে তেলের উৎপাদন কমে গিয়েছে। আগে আমরা দেখেছি ত্রিপুরা থেকে সরিষা বাইরে রপ্তানী হত, আজ আর সেই সরিষা বাইরে যায় না। পূৰ্ব্বে যে হারে তিল উৎপাদন হত তার পরিমানও বর্ত্তমানে কমে গিয়েছে। সেই দিক থেকে আমি মনে করি সমস্ত প্রকারের কৃষিজাত দ্রব্যই আমাদের দেশে উৎপন্ন হতে পারে। গত বৎসর লঙ্কার দর

অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কারণ আসাম থেকে লঙ্কা আমদানী করতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর লঙ্কা উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। যদি সরকার থেকে কৃষিজাত অন্যান্য সমস্ত জিনিষের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় তাহলে সমস্ত প্রকারের কৃষিজাত দ্রব্যই আমাদের দেশে হতে পারে এবং আমাদের খাদ্য সমস্যা আস্তে আস্তে সমাধানের পথে যেতে পারে।

তুলার উৎপাদন কমে গিয়েছে। কারণ তুলার উৎপাদন নির্ভর করত জুমচাষের উপর। আজ জুমচাষের পরিধি ও কমে গেছে, জুমচাষ বন্ধ হতে চলেছে বলে তুলার উৎপাদন কমে গেছে। সেইদিক থেকে আমি অনুরোধ করব যে সরকার থেকে উন্নত ধরনের তুলার বীজ এনে কৃষকদের মধ্যে বিলি করার জন্য এবং আলাদাভাবে তুলা চাষের জন্য জমি ঠিক করে দিতে।

একমাত্র একটি কৃষিজাত দ্রব্য এরাজ্য থেকে বাইরে রপ্তানি হয় তা হচ্ছে পাট। এই রপ্তানি হওয়ার কারণ হচ্ছে পাট ব্যবহার করার মত সুযোগ সুবিধা এরাজ্যে নাই এ ব্যপারে আমি কৃষিবিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমেই আমি বলব কৃষিবিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। বিগত কয়েক বৎসর যাবত কৃষিবিভাগের কোন Director নেই। যিনি বনবিভাগের Director তিনি কৃষিবিভাগের Director হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে আমি মনে করি একজন Director এর পক্ষে এত বড় দুটি department এর কাজ চালানো সম্ভব নয়। তাই আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে যে কৃষিবিভাগের জন্য আলাদা ভাবে একজন Director কে যেন অতি সত্বর appointment দেওয়া হয়। যিনি বনবিভাগের Director তিনি হয়ত মনে করেন যে তিনি বনবিভাগের Director কাজেই প্রথমে বনবিভাগের কাজ করে পরে কৃষিবিভাগের কাজ করবো - এতে কৃষিবিভাগের কাজের কিছুটা গাফিলতি হয় বলে আমি মনে করি। অতএব কৃষিবিভাগের কাজ পৃথকভাবে পরিচালনা করার জন্য একজন আলাদা অধিকর্তার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেটার যেন ব্যবস্থা করা হয়। সর্বশেষে আমার অঞ্চলে কৃষিখাতে কিছু উন্নতির কথা বলে আমরা বক্তব্য শেষ করবো। বিলোনিয়াকে আমরা মনে করি খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং কিছুটা উদ্বৃত্ত অঞ্চল। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত সেটাও সম্পূর্ণ নির্ভর করছে প্রকৃতির উপর। আমরা যদি প্রকৃতিকে আয়ত্তের মধ্যে এনে কৃষিখাতে ব্যবহার করতে না পারি তাহলে কৃষির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। ত্রিপুরায় যে কতকগুলি সুযোগ সুবিধা রয়ে গেছে যেগুলি আমরা অল্প আয়াসে অল্প খরচায় গ্রহন করতে পারি, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরায় যে সকল নদী নালা রয়ে গেছে সেগুলিকে আমরা কৃষির উন্নতির জন্য কাজে লাগাতে পারি। সেগুলি যদি আমরা পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারি, সেগুলি বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে জমির উর্বরা শক্তিও বাড়বে এবং ফসলও অনেক বাড়বে। এবং প্রতি বৎসর

আরো অনেক চাল বিলোনিয়া থেকে বাইরে রপ্তানী করার সুযোগ হবে। এদিক থেকে আমি বলব পিলাকছড়ায় গত পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছে। তাতে বর্তমানে আট দ্রোন জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এবং সেখানকার কৃষকদের সাথে আমরা বিস্তারীত আলোচনায় আমি এটা মনে-করি যে বাঁধের দ্বারা আটশত দ্রোণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই পরিকল্পনা যদি কিছুটা নূতন ভাবে করা হয় তাহলে সেই ছড়ায় যে জল প্রবাহিত হয়, সমস্ত জল আটকিয়ে মাছের চাষের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাহলে ৮০০ শত দ্রোন জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং তাতে এক ফসল, দু' ফসল বা তিন ফসল অথবা রবিশষ্যের চাষ করা যেতে পারে এবং মাছও পাওয়া যেতে পারে। আমি সেইজন্য অনুরোধ করব, যাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নূতনভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। বিলোনীয়াতে এইজাতীয় আরও কয়েকটি ছড়া আছে,—খয়মুখে নলুয়া ছড়া, কৃষ্ণনগরে গুড়িয়া ছড়া, খয়মুখপোড়া ছড়া এবং গজারিয়া ছড়া। এই কয়েকটি ছড়াতে বাঁধ দিয়ে অতি অল্প খরচে মাঠে জলসেচের সুযোগ রয়েছে। আমি অনুরোধ করব, যদি এইগুলিতে Minor Irrigation-এর মাধ্যমে বাঁধ দিয়ে জলসেচ ব্যবস্থার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, তাহলে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হবে এবং বিভিন্ন রকমের ফসল বা আউস, পৌষ, বোরো প্রভৃতি বিভিন্ন ফসল ফলানোর সুযোগ সুবিধা হবে। যে নলুয়া ছড়ার কথা বলেছি তার দু' পাড়ে যথেষ্ট উঁচু জায়গা রয়েছে, সেগুলি এখনো আবাদ করা হয়নি। কারণ জলের অভাবে ফসল হয় না বলে আবাদী জমিও চাষ করে না এবং আবাদী ছাড়াও যথেষ্ট জমি রয়ে গেছে, তা আমার মনে হয় শতাধিক দ্রোণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে আবাদ করা যেতো পারে এবং প্রায় ৫০।৬০ দ্রোণ জমি যে এখনও অনাবাদী রয়ে গেছে, সেগুলি আবাদ করে ফসল বাড়ানো যেতে পারে। কাজেই আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা উচিত যাতে এই কয়টি ছড়ার জল কৃষির উপকারে লাগতে পারে। আর একটি কথা হচ্ছে, খয়মুখ-মুহরীপুর তহশীলে পিলাক-ছড়ার পূর্বদিকে জুলাইবাড়ী থেকে প্রায় তিন মাইল উপরে এই পিলাকছড়ায় প্রতি বৎসর flood-এ সেখানকার জমি নষ্ট করে। গত বৎসর সেখানে প্রায় ৫০ কানি জমির আলুর চাষ flood-এ নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই এই যে ক্ষতি হয়েছে, কৃষকেরা কয়েক বৎসরেও তাহা পূরণ করতে পারবে না। কারণ এক কানি জমিতে আলুর চাষ করতে প্রায় একহাজার টাকার মত খরচ হয়। এইভাবে ৫০ কানি জমির আলু সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। আমি মনে করি সেই পিলাকছড়ার দেবদারু অঞ্চলে, দক্ষিণ-উত্তর পিলাকছড়া এবং মধ্য পিলাকছড়া অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাতে সেই অঞ্চলগুলির জমির ফসল flood-এর জলে নষ্ট হতে না পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি আমার অনুরোধ রাখছি। ত্রিপুরায় বহু জুমিয়া এখন জমি বা পুনর্বসতি

পায় নাই, পুনর্বসতি পাওয়ার বাকী রয়ে গেছে। জুমচাষ বন্ধ হওয়াতে ফসলের উৎপাদন কিছুটা কমেছে, এটা আমি মনে করি। যতদিন পর্য্যন্ত না সমস্ত ভূমিহীন জুমিয়া বা বাঙ্গালী যারা রয়েছে তাদের পুনর্বসতি হবে, ততদিন পর্য্যন্ত জুম করার সুযোগ যাতে তারা পায়, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব যেন তাদের জুমচাষের কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। কারণ জুমচাষ যারা করে—আট লক্ষের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ আদিবাসী আজও জুমচাষ করে। এই জুমচাষের দ্বারাই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এই জুমচাষ বন্ধ হওয়াতে বিশেষ করে পাহাড়ীয়া অঞ্চলে বৎসরের পর বৎসর খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তারজন্য test relief, রেশনের চাউল, গম, আটা প্রভৃতি দিতে হয়। যদি রীতিমত জুমচাষ তারা চালিয়ে যেতে পারত, তাহলে তাদের অবস্থার এত অবনতি হত না। কাজেই যতদিন না তাদের পুনর্বসতি হচ্ছে, ততদিন তাদের জুমচাষের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আমার অনুরোধ রাখছি। সর্বশেষ কথা হচ্ছে এই যে আলু বীজের কথা বলা হয়েছে, এই বীজ সংরক্ষণের একমাত্র উপায় হচ্ছে—

MR. SPEAKER :—Hon'ble Member, your time is over.

SHRI SURESH CH. CHOUDHURY :—Please one minute Cold Storage. কিন্তু cold storage-এর অভাব। ত্রিপুরাতে একটিমাত্র cold storage, তাতে সমস্ত বীজ রাখার মত সুযোগ-সুবিধা কম। আমি সেইদিক থেকে আমার অনুরোধ রাখছি, ত্রিপুরার দক্ষিণ অঞ্চলে বিলোনীয়া Sub-Division-এ যে কোন জায়গাতে যদি একটি cold storage বা ঠাণ্ডাঘরের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে এই আলুর চাষের আরও যথেষ্ট উন্নতি হবে এবং খাদ্যের দিক দিয়ে অনেক সুযোগ-সুবিধা জনসাধারণ পাবে এবং বৎসরের পর বৎসর বাহির থেকে আলুর বীজ এনে subsidy দিয়ে যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা আর করতে হবে না এবং সমস্ত কৃষক যাতে নিজের প্রয়োজনমত আলুর বীজ cold storage হতে কিনবার সুযোগ-সুবিধা পায় সেইজন্য আমি আমার অনুরোধ রাখছি। বিলোনীয়ার যে কোন জায়গাতে যেন একটি cold storage খোলা হয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Jatindra Kumar Majumder.

SHRI JATINDRA KUMAR MAJUMDER :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় demand No 17 এ যে ৫৪,৬৮০০০৲ টাকা ধরা হয়েছে সমর্থন জানিয়ে এবং cut motion এর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কৃষির কোন উন্নতি হয়নি, তা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে বলে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য অঘোরবাবু যে কথা বলেছেন তা উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে বলেছেন বলে আমি বলব। তিমিরে কথাটা তাদের ক্ষেত্রেই

প্রযোজ্য, কারণ তারা তিমিরেই রয়ে গেছেন। কৃষিক্ষেত্রে ত্রিপুরার বহু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সেদিকে উনাদের নজর নেই। উনারা সবসময় অন্ধকারেই থাকেন, অবশ্য নির্বাচনের সময় বের হন। গরীব জনসাধারণ, কৃষক জনসাধারণ, ত্রিপুরার সরল আদিবাসীরা যারা তাদের কাছে বিভিন্ন রকম সরকারী প্রচেষ্টার অপপ্রচার করে বিভ্রান্ত করেই তারা তখন নির্ব্বাচনে জয় লাভের আশায় অন্ধকার থেকে বের হন। এর পূর্ব্বে ত্রিপুরার জনসাধারণের কি করে উন্নতি করা যায়, খাদ্য উৎপাদন কি করে বৃদ্ধি করা যায় তার চিন্তাই করেন না। যদি করতেন তাহলে উনার মত responsible person জনপ্রতিনিধি একথা বলতে পারতেন না যে আমরা খাদ্যের ব্যাপারে সেই তিমিরেই আছি। প্রথম পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে এখন পর্য্যন্ত সরকার কৃষি উৎপাদনেই বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছেন যেজন্য ত্রিপুরার জনসংখ্যা পূর্ব্বের চেয়ে দ্বিগুণ হয়েও বিশেষ কোন খাদ্যাভাব অনুভব করছেন না। যদি খাদ্যের উৎপাদন পূর্ব্বের চেয়ে বেশী না হত তবে এই জনসংখ্যা কি খেয়ে বেঁচে আছেন? তা কি কোন বিরোধী দলের বা কমিউনিষ্ট পার্টির বক্তৃতা শুনেই বেঁচে আছেন, না কিছু খাচ্ছেন? সরকারী প্রচেষ্টার ফলেই ত্রিপুরাতে যেখানে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার একর চাষের জমি ছিল সেখানে ৩টি পরিকল্পনার পর তা বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষ ৮১ হাজার একর। কৃষিপণ্যের উৎপাদনের বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষকদের মধ্যে খুব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কাজেই শুধু সমালোচনা করলেই চলবে না। ত্রিপুরাতে যদি খাদ্যের উন্নতি বা খাদ্যের ঘাটতি মিটাতে হয় তাহলে বিরোধী দল, সরকারী দল এক হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতির জন্য কাজ করে যেতে হবে।

আমি একজন কৃষক, আগে হালচাষ করতাম, এখনও সময় পেলে হাল চাষ করি। এটা আমার সখ নয়। বৃদ্ধ বয়সে আমার বাপ এখনও হাল চাষ করেন, এতে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম, জিরানীয়া ব্লকে ৫৪ হাজার লোক রয়েছে তার মধ্যে ২০ হাজার আছে কৃষক। সেই ২০ হাজার কৃষকের ঘরে ঘরে, প্রতিটি corner এ corner এ গিয়েছি, যারা progressive cultivator তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি, যারা আদিবাসী কৃষক তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু যখনই আমরা grow more food campaign করতে যাই, কৃষির উন্নতিকল্পে যখনই আমরা জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে যাই তখনই বাধা আসে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি যে সেই বাধা আসে বিরোধীপক্ষ থেকে, যারা আজ বিধান সভায় দাঁড়িয়ে খাদ্য উৎপাদনের সমালোচনা করছেন, আর খাদ্যের ঘাটতি বলে চিৎকার করছেন এবং সরকারী ব্যর্থতার কথা বলছেন। এখানে মাননীয় সদস্য উল্লেখ করছেন জাপানী প্রথার কথা, জাপানী প্রথায় বা উন্নত প্রথায় চাষ আবাদ করার জন্য সরকার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন

জনসাধারণ তাতে উৎসাহিত হচ্ছেন। এই উন্নত প্রথায় চাষ আবাদ করে কৃষকরা কি ফল পাচ্ছেন, মাননীয় সদস্য তাদের সঙ্গে আলাপ করলেই তা জানতে পারবেন। আজকে উন্নত ধরণের চাষ আবাদের জন্য সরকার থেকে সাহায্য করা হচ্ছে, সার দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার এই ১৪ বৎসরের মধ্যে আমি দেখতে পাইনি যে একদিনও বিরোধীপক্ষের কোন সদস্য অথবা যারা অন্য পার্টির লোক, সাদা টুপি নয় লালটুপির লোক আমাদের সঙ্গে মিলে জনসাধারনের কাছে, কৃষকের কাছে এসে বলতেন, "ভাই সব তোমরা উন্নত ধরণের চাষ আবাদ কর, সার ব্যবহার কর, জমিতে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা কর।" আর দেখতে পাচ্ছি, অন্যদিকে উনারা বলছেন, "জমিতে সার দিওনা, সার দিলে জমির উর্ব্বরা শক্তি কমে যাবে, বেশী ফসল ফলিয়ো না, তোমাদের কষ্ট হবে, খাজনা বৃদ্ধি পাবে।" যারা সত্যিকারের কৃষক, যারা মাঠে কাজ করছে তাদেরই জন্য আজ আমরা বলছি।

অন্যদিকে উনারাও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা-করছেনই না বরঞ্চ যে কৃষকরা মাঠে কাজ করে ফসল উৎপাদন করছে তাদেরকে অনুৎসাহিত করছে। আদিবাসীদের কাছে গিয়ে যদি উনারা সরকারের plan গুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলতেন তাহলে আমাদের খাদ্যের ব্যাপারে এ অবস্থা হত না। আমরা আরো ফসল পেতে পারতাম এবং সরকারী প্রচেষ্টাও সম্পূর্ণরূপে সার্থক হতে পারত।

বিশেষ করে, আমি বলছি আরেকটি কথা যে আমাদের মাননীয় সদস্য বক্তৃতা আরম্ভ করেছেন, "কংগ্রেস রাজত্বে কোনদিনই খাদ্যাভাব ঘুচবে না, আমি বলব যে কংগ্রেস রাজত্বে খাদ্যাভাব ঘুচবেনা বলে যদি উনারা বসে থাকেন আর বিদ্বেষ প্রচার করতে থাকেন এবং জনসাধারণ যাতে খাদ্যের দিক দিয়ে অগ্রসর হতে না পারে তার প্রচেষ্টা করেন তাহলে কি করে খাদ্যে এগিয়ে যাবে কংগ্রেস? আর রাজত্বের স্বপ্ন উনারাই দেখেন, আমলাতন্ত্রের রাজত্ব আমাদের এখানে নেই। আজকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ভারতবর্ষে। আজকে যদি উনারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই চান তাহলে কৃষি উন্নতি করতেই হবে। মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা এখানে একটি cut motion রেখেছেন যে "ত্রিপুরায় মৎস্যচাষে সরকারী অর্থের স্বল্পতা।" তিনি বলেছেন যে শুধু সরকারী কর্মচারীদের বেতন খাতেই টাকা-ধরা হয়েছে অন্য কোন খাতে ধরা হয়নি। কিন্তু দেখতে পাননি যে Demand No. 17 এর ১৫১ পৃষ্ঠাতে reclamation and development of water খাতে ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য ধরা হয়েছে ৪০,০০০ টাকা, construction & bund etc. এখাতে ২ লক্ষ টাকার মত ধরা হয়েছে, তাকি উনার নজরে পড়েনি? উনাদের আমি অনুরোধ করব বাজেট আলোচনা করার পূর্ব্বে অনুগ্রহ করে জেনে শুনে, শুধু রিমারসেল দিয়ে আসলেই চলবেনা, তারপর যেন বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তা না করে বিধান সভায় এসে গরম-

গরম বক্তৃতা দিয়ে পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণকে জানালেই চলবেনা। বিরোধীতা করতে হবে তাই উনারা বিরোধীতা করেন। আজ পর্যান্তও উনারা কোন constructive suggestion দিতে পারেননি, যার দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হবে। Constructive suggestion সাদরে গ্রহণ করা হবে। Demand এর সমর্থনে এবং cut motion এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করলাম।

MR. SPEAKER :—Now I call on the Finance Minister to give reply.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE, (Finance Minister) :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 17 এবং Demand No. 38 আমার এই দুটি Demand এর সমর্থনে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা, শ্রীবিদ্যা দেববর্মা এবং শ্রীঅভিরাম দেববর্মার Cut Motion এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমতঃ মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা যে কতগুলো অভিযোগ এনেছেন আমি সে সম্বন্ধে বলছি। আলুর বীজ সম্পর্কে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন যে ৮০ হাজার টাকার বীজ পঁচা পড়েছে এবং যেমন তেমন করে voucher নিয়ে খরচ দেখান হয়েছে এটি সম্পূর্ণ অসত্য। বীজ ৮০ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয়নি। কয়েক লক্ষ টাকার আলুর বীজ কেনা হয়েছিল গতবার এবং সেগুলো বিক্রি করা হয়েছে। আর কিছু সংখ্যক বীজ বিতরণ করা হয় Tribal Welfare Schemeএ, তার জন্য কোন মূল্য নেওয়া হয়নি। সেগুলোও বিতরণ করা হয়েছে Tribal Welfare Scheme এর মাধ্যমে। বিতরণের সময় আলুর বীজ পঁচা পড়েছে এমন কোন report নেই। Normal wastage, যেটা পঁচে যায় সেগুলো ordinary course এই write off করা হয়। সেটা write off করা হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু এই ৮০ হাজার টাকার বীজ পঁচা পড়েছে যা বলেছেন that is absolutely untrue.

Agricultural loan সম্বন্ধে বলেছেন তিনি। Agricultural loan বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হয়। একপ্রকার লোন দেওয়া হয় Revenue Deptt. এর মাধ্যমে। একপ্রকার দেওয়া হয় Land Mortgage Bank এর মাধ্যমে এবং co-operative এর মাধ্যমে। আবার Agriculture এর মাধ্যমেও লোন দেওয়া হয়। তার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে এখানে ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা এবং ৬৯,৫০০ টাকা—এই দুটি বরাদ্দ হয়েছে। তাই Agriculture loan এর যে পরিমাণ সেটা যথেষ্ট রাখা হয়েছে। দেখা গেছে গতবার বিশেষ বিশেষ কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তখন Revenue Department এর মাধ্যমে, Govt. of India থেকে special sanction এনে loan distribute করা হয়েছে কৃষকদের। সেটা বিশেষ কোন কারণে, বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ থাকে, তার অতিরিক্ত টাকাটা Govt. of India থেকে sanction করে এনে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

Agri. Asstt. দের Pay Scale সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে untrained দের বেতন ১০০—১৪০, আর trained দের ১২৫—২০০ টাকা। ঠিক কথা। Agriculture Deptt. এর নিয়ম হল যে, যারা V. L. W. তাদের সব সময় Trained Assistant দিতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে কয়েকজন untrained Assistant ছিল, যারা ১০০-১৪০ Scale এ ছিল। তাদের ১২৫—২০০ Scaleটা দেওয়া যায়নি। কিন্তু আমাদের কৃষি দপ্তর তাদের জন্য একটা special course sanction করিয়ে এনেছেন Govt. of India থেকে এবং সেই course এখন ঐসব Agri. Asstt.রা নিচ্ছেন লেখ্‌ছড়াতে। একটা short course training ওরা নিচ্ছেন, তাদের courseটি শেষ হয়ে যাবে July মাসে। Course শেষ হওয়ার পরেই ১২৫—২০০ Scaleএ তারা চলে যাবে। ১২৫—২০০ টাকা Scaleটি Fishery Depttএ দেওয়া হয় তাদেরই যারা বহুদিনের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। সেখানে Fishery training এর কোন ব্যবস্থা নেই।

Production সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে Production বাড়ছেনা। এ সম্বন্ধে আমার বন্ধু মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার উত্তর দিয়েছেন যে Production যদি নাই বেড়ে থাকে তাহলে এই যে লক্ষ লক্ষ লোক বাড়ছে তারা কি শুধু বিরোধী পক্ষের লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনেই পেট ভরছেন? তিনি যথার্থই বলছেন। বিগত তিন বছর ধরে একই পরিমাণ খাদ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা আনছি। এতেই প্রমাণিত হয় যে বর্দ্ধিত লোক সংখ্যানুপাতে বর্দ্ধিত চাহিদাটুকু দেশেই উৎপন্ন হচ্ছে, মানে Production সেই তুলনায় বেড়েছে। কারণ তা না হলে তিন বছর আগের সমপরিমাণ খাদ্য দিয়ে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতনা।

উদ্বাস্তুরা এখানে আসার পর চাষাবাদ ও চাষের জমিও বেড়েছে এবং ফসলও বেড়েছে। লোকসংখ্যা বাড়ার অনুপাতে যদিও ফসল বাড়েনি কিন্তু ফসল বাড়েনি একথা বলা যায় না। ফসল নিশ্চয়ই বেড়েছে এবং বাড়ছেও। যাতে অধিকাংশ জমিতে জলসেচ করা যায় তার জন্য Minor Irrigation Scheme থেকে যেসব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে অনেক-গুলো Complete হয়েছে। কিছু হয়ত হয়নি। সব ক্ষেত্রেই ভুলত্রুটি হয়। আবার ঠিকমত কাজও হয়। যে সব জায়গায় ঠিকমত কাজ হয়েছে সেগুলোর benefit কৃষকরা সব জায়গায় নেয়না। এবং কৃষকরা মনে করে, যে বাঁধ দেওয়া হয় সেই বাঁধ সরকার খাল কেটে তাদের জমিতে জল দিয়ে দেবে। তাই তারা খাল কাটেন না। এটা তাদের ভুল ধারণা। সেই বাঁধ থেকে খাল কেটে জল জমিতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তাদের। যারা জনপ্রতিনিধি তাদের দেখা কর্ত্তব্য যাতে কৃষকরা সেই কাজটি করেন। তাহলে জলসেচের আওতার মধ্যে অনেক জমিই এসে পড়বে এবং Minor Irrigation Schemeটি কার্য্যকরী করে ফসল বাড়াতে পারবে।

Fertiliger এর জন্য যথেষ্ট টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের কৃষকদের কাছে এটি নতুন আসছে। Food crop এর জন্য যে জমি সে জমিতে এ গুলো ব্যবহার করতে তারা দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করেন। আলু, জুট এ গুলোর জন্য যে পরিমান ferteliger ব্যবহার করেন food crop এর জন্য অনেকেই সেই পরিমান fertiliger ব্যবহার করেন না। Food crop এর জন্য তারা যাতে fstetess ব্যবহার করেন সেই জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে আমাদিগকে, তারা মনে করেন যে, fertiliger ব্যবহার করলেই জমি খারাপ হয়ে যাবে। অনেকদিন আগে Calcium Ammoninm Sulphate দেওয়াতে কিছুটা খারাপ ফল হয়েছিল। কিন্তু পরে এটাকে বদলিয়ে Calcium emmonium nitral আনা হয়। তখন যে একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটাকেই তারা আখড়ে ধরে আছে এবং সেই ভয়েই তারা fertiliger ব্যবহার করতে চায় না। তাদের ভয় ভাঙ্গিয়ে তারা যাহাতে chemical fertiliger ব্যবহার করে সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এবং বেশী পরিমাণ fertiliger যাহাতে food crop এ ব্যবহার করে সেজন্য তাহাদিগকে encourage করতে হবে। Food protection এত সোজা কথা নয়। ত্রিপুরার নদীগুলির যে অবস্থা তাতে দেখা যায় বৎসরের পর বৎসর বাঁধ দেওয়া সত্ত্বেও নদীগুলির জলস্ফীতি বেড়ে যাচ্ছে। এবং নূতনভাবে এক একটি সমস্যা দেখা যায়। তাই Large scale basis এ flood Protection Schemeটি গ্রহন করার জন্য central govt. কে, বিশেষ করে আমাদের সেচমন্ত্রী ডাঃ কে, এল রাও যখন এখানে এসেছিলেন তখন তাহাকে এই বিষয়ে convince করা হয়েছে। তিনি ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শণ করে Gumti Project ছাড়াও আরও কয়েকটি নদীতে Survey করার জন্য instruction দিয়ে গেছেন। Survey র কাজ চলছে যাহাতে Flood Protection scheme, town Hydel Scheme করে flood কে দমন করা যায়। ইহাতে একদিকে যেমন power পাওয়া যাবে আবার তেমনি flood protection এরও সহায়তা হবে। তার জন্য survey র কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু কাজটা খুব শক্ত। অনেক চিন্তাভাবনা করে এটি করতে হবে। তাড়াহুড়া করে একটা কাজ করে দেখা গেল যে দুই বৎসর পরে আর একটা কুফল দেখা যাচ্ছে। একদিকে flood protection এর ব্যবস্থা করলাম, আবার অন্যদিকে flood বেড়ে গেল, এমন একটা অবস্থা হয়। একদিকের জমি বাচল আবার অন্যদিকের জমি নষ্ট হয়ে গেল। কাজেই খুব Scientific basis ছাড়া এটা করা ঠিক নয়। Serveyর কাজ ত্রিপুরার পুর্ত দপ্তর আরম্ভ করেছে এবং আমাদের এই পরিকল্পনার মাধ্যমেই Surveyর কাজ শেষ করে মোটামুটি কিভাবে কাজ আরম্ভ করা যায় তার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয় বলেছেন যে কংগ্রেসী জোতদারেরাই নাকি ধান মজুত করে রেখেছে এবং তাদের ঘর থেকে ধান বের করা উচিত। মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি challange করে বলেছেন যে

এই সমস্ত এলাকায় গিয়ে তিনি ধান বের করে দেবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা হল চাচুবাজার এবং টাকারজলায় সমস্ত ধান আটক করে রাখা হয়েছে এবং সেখান থেকে বাজারে যেন ধান আনা না হয় সেইজন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তার ফলে বাজারে তারা আসছে না। যারা বাজার থেকে ধান চাউল কিনত তারা সেখানে ধান চাউল পাচ্ছে না। এটা সাঙ্গাতিক কথা। চাচুবাজার, টাকারজলা প্রভৃতি কয়েটি পকেট সেগুলিকে Communist পকেট বলা হয়, সেখানে চাউল আটক করে রাখা হয়েছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় তিনি challange করুন, আর যাই করুন, সেই পকেট থেকে চাউল বের করার জন্য সরকার ব্যবস্থা করছেন এবং করবেন এবং সেই পকেট থেকে চাউল বের করা হবে।

এটাও তারা জেনে রাখবেন। Fishery সম্বন্ধে আরেকটি cut motion রাখা হয়েছে "সস্তা দরে বীজ সরবরাহ করার প্রয়োজনীয়তা।" আমি একটু পূর্ব্বেও বলেছি যে Subsidised rateএ বীজ সরবরাহ করার জন্য বাজেটে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার পরিবর্ত্তে ১০ লক্ষের উপর টাকা ধরা হয়েছে। প্রত্যেকটি জায়গায় grow more food campaign-এ প্রচুর টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সস্তা দরে কৃষকরা যাতে বীজ পায় তারজন্য যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কি কি দরে বীজ দেওয়া হয় তাও আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি। paddy seeds দেওয়া হয় ৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল, jute seeds দেওয়া হয় 50% but not exceeding Rs. 70/- per quintal, ground nut দেওয়া হয় 50·/. but not exce ding Rs. 40/- per quintal. Potato Seeds 50%, তারপর হচ্ছে Sugarcane etc. subsidy to the extent of transport cost, Cotton দেওয়া হয় 50%, Vegitable Seeds 50%, Green manure Rs. 10/- per quintal. Coconut Seedling Rs. 1·50 p., Vegetable Seedling 50·/.—এইভাবে তারা Subsidy দিয়ে যাচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা 50·/. Subsidy দিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই কৃষকেরা সস্তা দরেই বীজ পাচ্ছেন এবং তারা যাতে বেশী পরিমাণ বীজ পেতে পারেন তারজন্য এই বৎসর বাজেটে অনেক বেশী টাকা ধরা হয়েছে। মৎস্যচাষ সম্বন্ধে বলেছেন যে, কমলপুর না কোথায় জানি মাছের চাষ করা হচ্ছে অর্থাৎ Seedling করা হয়েছে। সেখানে নাকি কিছুই নাই। লোকে মাছের পোনা কিনতে পায় না। বাইরে থেকে পোনা কিনে নিজেদের পুকুরে ফেলতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাননীয় সদস্য হয়ত খোঁজ রাখেন না যে, মৎস্য বিভাগ যে পরিমাণ মাছের পোনা উৎপাদন করছেন সেই পরিমাণ পোনা নেওয়ার মত ক্রেতা পাচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, ৫ লক্ষের উপর প্রায় ৬ লক্ষ মাছের পোনা তাদের হাতে মজুত রয়েছে যা বিক্রি করার জন্য তারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, এমনকি All India Radio-এর ত্রিপুরী programme-এ সেটা ঘোষণা

করেছেন যাতে এই পোনাগুলি বিক্রি হয়। কিন্তু দুঃখের কথা, পোনাগুলি বিক্রি করার জন্য তারা এখনও কোন লোক পাচ্ছেন না। তাই মাননীয় সদস্য কি করে যে বললেন যে, আমাদের মৎস্য বিভাগ থেকে মাছের পোনা উৎপাদনের ব্যাপারে কিছুই করা হচ্ছে না। এখনও যে কেউ পোনা কিনতে পারেন। অবশ্য কিছুটা দাম দিতে হয়। কিন্তু সেটা খুবই সস্তাদরে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন যে, তিনি নাকি মাছের পোনা পাননি। শুধু নাকি কংগ্রেসের লোকদেরই পোনা দেওয়া হয়। আমি এটার challange করছি। কারণ কমলপুরে গাঁও প্রধানদের মধ্যে বিরোধীদলের লোকই বেশী। সেই গাঁও প্রধানরাই বলেছেন যে, তারা মাছের পোনা পেয়েছেন এবং রীতিমতই পাচ্ছেন। তবু যদি কোন কোন গাঁও প্রধান মাছের পোনা না পেয়ে থাকেন, আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি তাদের নাম দিয়ে যান এবং এক্ষুণি মাছের পোনা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তারা ইচ্ছা করলে লালটুপীর ভিতরে করেও মাছের পোনা নিয়ে যেতে পারেন। প্রচুর মাছের পোনা হয়েছে, কোন চিন্তার কারণ নেই। জীবন্ত অবস্থায়ই আপনার পুকুরে ফেলে দিয়ে আসবে। Transport costটা দিয়ে যাবেন, আপনার পুকুরে ফেলে দিয়ে আসবে।

Fishery excavation-এর জন্য তিনি ৪০ হাজার টাকা দেখেছেন। সেটা তিনি non-plan-এ দেখেছেন। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। Plan-এ আরও ২১ হাজার ২ শত টাকা আছে। Fishery Department-এর বরাদ্দ সম্বন্ধে আমি বলছি যে, ১৯৬৬-৬৭ সালে ছিল ৬ লক্ষ ২ হাজার ২ শত টাকা আর ১৯৬৭-৬৮ সালে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৯ শত টাকা। এ ছাড়াও যারা fishery loan নিয়ে কাজ করতে চান তাদের জন্য ১৯৬৬-৬৭ সালে রাখা হয়েছিল ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আর ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেটে রাখা হয়েছে ২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। সুতরাং fishery খাতে সরকারী ও বেসরকারী দুইটি প্রচেষ্টাতেই যথেষ্ট অর্থের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। এটা মাননীয় সদস্য ভাল করে দেখে নেবেন। মাননীয় সদস্যরা জনসাধারণকে যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা হল সবসময় সরকারের উপর নির্ভর করে থাক, সরকার যদি কিছু দেয় তবে খাও, যদি না দেয় তবে উপোষ থাক, হাত গুটিয়ে বসে থাক। কিন্তু এই যে একটা শিক্ষা, সেটা ভীষণ মারাত্মক। তারা জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল হতে দিচ্ছেন না। সেইভাবে জনসাধারণকে demoralised করার চেষ্টা করছেন political একটা motive নিয়ে। সুতরাং তাদের অনুরোধ করব, তাঁরা যেন জনসাধারণকে demoralised না করেন। তারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই শিক্ষা যেন দেন। আমরা ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে self help ideaতে বিশ্বাস করতাম আজকে তা করি না, স্বাবলম্বী হওয়ার যে চিন্তা সেটা আমরা ভুলে গিয়েছি এবং সেটা হয়েছে এই ধরণের political thinking-এর দরুণ। এ সমস্ত কারণেই জনসাধারণের মনে আসে একটা কর্ম্মবিমুখতা এবং

তাতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিরোধীদলের সদস্যরা যদি এইভাবে জনসাধারণকে কর্মবিমুখ করে তোলেন তবে আমাদের সদস্যদের কাজ হবে তা প্রতিরোধ করা। আমাদের সদস্যদের এই ব্যাপারে বসে থাকলে চলবে না। তাদের বুঝাতে হবে যে তারা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। তারা যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন তবে সরকারও তাদের সাহায্যে সবসময় এগিয়ে আসবে।

MR. SPEAKER :—Discussion on Demand No. 17 & 38 is over. Now I am putting the Demand to vote separately. Of course, I shall first put to vote the cut motion relating to the aforesaid Demand. Now question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement of Agriculture Department.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cut motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in the Fishery Development Office.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cut motion is lost.

As the proposer Shri Abhiram Deb Barma is absent. The cut motion No. 3 "সত্তাদরে বীজ সরবরাহ করার প্রয়োজনীয়তা" falls through.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidyachandra Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "ত্রিপুরায় মৎস্যচাষে সরকারী অর্থের স্বল্পতা।"

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opiuion will please say—'Noes'.

Volces—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cut motion is lost.

Now I am putting the main demand to vote. Now the question before the House is the Demand for Grant No.—17 moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 54,68,000/- [inclusivc of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

Demand No. 38 there is no cut motion. Now the question before the House is that the Demand for Grant No.—38 moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 8,40,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1998 in respect of Demand No. 38—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 18—Animal Husbandry.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 25, 71, 000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 18—Major head-35—Animal Husbandry.

MR. SPEAKER :—Now I call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move his cut motion that the demand be reduced by Rs. 100/- absence of provisions for starting new hospitals and dispensaries etc.

SHRI ACHORE DEB BARMA (M. L. A.) :— माननীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 18 Animal Husbandry এই খাতে ২৫,৯১,০০০/- ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এখানে আমার একটি cut motion আছে, সেটা হচ্ছে Absence of Provision for Starting new Hospital & Dispensaries etc. এখন প্রশ্ন হচ্ছে Animal Husbeandry Deptt. এ গরু, মহিষ, পাখী ইত্যাদি পশুর চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যান্ত সামগ্রীক অবস্থা যদি আমরা দেখি, তাহলে, আমরা দেখতে পাই যে অনেকগুলি জায়গায় এখন পর্য্যন্ত stockman centre and veterinary dispensary হয় নি। আমি কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি, টাকারজলায় যখন গো মড়ক সুরু হয়, সেটা বোধহয় গত বৎসরই হবে। সেখানে অবশ্য পরে এই Deptt. কে খবর দেওয়ার পর তারা mobile unit পাঠিয়ে তা checked করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। আজকে টাকারজলায় যদি Dispensary থাকত, তাহলে তাদের একবার বিশালগড়, একবার আগরতলা প্রভৃতি জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে খুব বেশী গরু মহিষাদি ও মরতো না। কাজেই আজকে কৃষকেরা যে দুর্দ্দিনের মধ্যে চলছে, তাদের এক একটি হালের বলদ কিনতে যা কষ্ট হচ্ছে, এক একটির দাম কমপক্ষে ২০০৲ টাকার উপরে। যথাযথ

চিকিৎসা না থাকার দরুন কৃষকদের এই দুর্দ্দিনের মধ্যে ও খুব ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, কাজেই এই দিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন অঞ্চলের inaccisable area গুলিতে নূতন নূতন Dispensary খোলা দরকার। অতএব এই cut motion এর মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে ধর্মনগর হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত শহর থেকে দূরে interior area গুলিতে বা Sub-Divisional Head quarter গুলিতে Veterinary Dispensary খোলা দরকার। নতুবা আমরা এই গো-মড়ক প্রভৃতি প্রতিরোধ করতে পারব না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে গ্রামাঞ্চলে যে অবস্থা দেখা যায় বর্ত্তমানে ও বিশ্রামগঞ্জ, টাকারজলা, গোলাঘাটি এলাকার মধ্যে, এমন কি শ্রীনগর এলাকার মধ্যে পর্য্যন্ত বহু শূকর ইত্যাদি নানাহ রোগে মারা যাচ্ছে। কিন্তু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। যদি এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকত তাহলে কৃষকেরা এই দুর্দ্দিনে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেত। এই ব্যবস্থা না থাকার দরূণ কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে আঘাত হানছে। তদুপরি মুরগ ইত্যাদিও অনেকে সখ করে পালেন। এগুলি ও মরক লেগে শেষ হয়ে যায় এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় এগুলিকেও মড়কের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে মোরগ ইত্যাদি পালন করে যেসব কৃষক তাদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের চেষ্টা করছে তা ভালই হয়। সেজন্য গ্রামাঞ্চলে এই ধরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

গোলাঘাটি থেকে বিশালগড়ের দুরত্ব অনেক, সেখাঁনে jeepable রাস্তার ও কোন সুবিধা নেই। কাজেই বিশালগড় Dispensaryতে যে ডাক্তার বা Staff আছেন তাদের এমন কোন বাধাবাধকতা নেই যে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে দেখাশুনা করতে হবে। তাছাড়া একজন দুজন মানুষের পক্ষে একসময় টাকারজলা আর একসময় গোলাঘাটি লালসিংমুড়া ইত্যাদি অঞ্চলে ঘুরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই সামগ্রিকভাবে বিচার বিবেচনা করে ঐ সব গ্রামঞ্চলে যাতে নূতন নূতন Dispensary খোলা হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতে হয়, আগরতলা সহরে যে Dispensary আছে তাতে প্রতিদিন বহু গরু-মহিষ বাছুর ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে বোঝাবয়ে আনতে বাধ্য হয়। এই dispensaryতে দামী ঔষধের কথা বাদই দিলাম, ঘা হলে তা শুকানোর জন্য sulphanilamide powder পর্য্যন্ত থাকে না। অর্থাৎ সাধারণ রোগের যে সব ঔষধ দরকার তাও রীতিমত থাকে না। এই ধরণের অনেক ঘটনা আছে। ডাক্তারেরা বাধ্য হয়ে prescription করে দেন এবং বাহিরের বাজার থেকে তা কিনে চিকিৎসা করাতে হয়। এখন প্রশ্ন হল এটা সবার পক্ষে সম্ভব কিনা ? তবে যারা সখ করে গরু ইত্যাদি পালেন, তাদের পয়সার অভাব নেই এবং তা তাদের পক্ষে সম্ভব।

কিন্তু যারা গরীব কৃষক তাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে? আমাদের দেশে গরীবের সংখ্যা বেশী। ডাক্তার বাবুরা যেসব prescription করে দেন, সেই সমস্ত ঔষধের দাম কম পক্ষে ১৫।১০ টাকার দরকার। কাজেই এটা গরীব সাধারণের পক্ষে মোটেই সম্ভব হয়ে উঠে না।

আর যদি রুলিং পার্টি মনে করেণ, যে ওনারা ডাক্তারই রাখবেন, ঔষধ রাখবেন না, জনসাধারণ ঔষধ কিনে চিকিৎসা করাবে, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। তবে এটা ঠিক যে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে যদি গরু-মহিষাদি Vety Hospital এ আনা, আর সরকার বা department যদি ঐসব রোগ চিকিৎসার দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, তবে সেখানে প্রয়োজনী ঔষধাদি রাখা দরকার। কিন্তু আজকে যা চলছে তা ঘটনার উল্লেখ করে আমি বলেছি যে সাধারণ ঔষধ sulpha powder পর্য্যন্ত সেখানে পাওয়া যায় না। দেখা যায় ডাক্তর বাবুরা শুধু prescription দিয়ে তাদের দায় সেরে যান। আজকে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। রুলিং পার্টি হয়তো বলবেন যে ডাক্তার আছে, কমপাউণ্ডার আছে, হাসপাতাল আছে, কাজেই সব ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু ঔষধ যদি না থাকে, তবে চিকিৎসার যে উদ্দেশ্য তা প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত এই আবেদন রাখব যে এর একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা যাতে রাখা হয়। তাছাড়া ত্রিপুরা সরকারের অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে যে অবস্থা চলছে, কথায় আছে মুখ চিনে মুগের ডাল, খাতিরে অনেক কিছু হয়। আর এই খাতির থাকলেই এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আর এক ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব দিতে পারে। তাই এখানে কোন রকম ব্যতিক্রম হচ্ছে না। যেমন চাকুরীর উন্নতি, অবনতি ও ট্রেন্সফার ইত্যাদির ক্ষেত্রে ও একই অবস্থা চলছে। তার ২।১টি উদাহরণ আমি এখানে দেব।

তার একটি হল রাম নারায়ণ গুপ্ত City Inspector most senior physician, তাকে ডিঙ্গিয়ে অখিল ভূষণ দে ও ভূপেন্দ্র চৌধুরীকে ট্রেনিংএ পাঠিয়ে দেওয়া হল। কারণ এই দুইজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ডিপার্টমেন্টের যারা head authority আছেন বিভিন্ন সূত্রে তাদের খাতির জমেছিল, তাই তারা এই সুযোগ পেলেন। এখানে কোন রকম seniority observe করা হয়নি। অনেক সময় রুলিং পার্টি প্রশ্ন তোলেন, আমরা যে dispensary বা hospital খুলব, উপযুক্ত ডাক্তার পাব কোথায়? এই ডাক্তারের অভাব দূর করার জন্য ত্রিপুরা সরকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে ত্রিপুরার বাহিরে যেখানে Vety Science College আছে, লোক পাটিয়ে থাকেন, তাতে এভাবে সরকার যে Corruption এর সাহায্য করেছেন তার প্রমাণ আমরা পাই। এখানে আর একটা কথা আছে যে যাকে এই কাজে যেতে হয় অবশ্য বণ্ড দিতে হবে। কিন্তু যদি কারো খাতির থাকে তবে এই যে বণ্ড দেওয়ার নিয়ম তাও দিতে হয় না। এখানে ঘটনার উল্লেখ করে বলব যে যারা এই রকম শিক্ষার জন্য বাহিরে যান তাদের অনেকে ইচ্ছা করলে ফিরে আসেন, না হয় বাহিরে চাকুরী নিয়ে থাকেন অর্থাৎ ৫ বছরের জন্য এখানে

চাকুরী করতে হবে এই যে বণ্ড দেন, তার কোন মূল্য থাকে না। যেমন দিলীপ রায়, পৃথ্বীশ চৌধুরী ও সুতীর্থ রায় এই তিনজনকে আমাদের state এর খরচে পড়াশুনা করার জন্য বাহিরে পাঠানো হল, কিন্তু তাদের course শেষ করার পর তারা আর ফিরে এলেন না, বাহিরে চাকুরী নিয়ে রয়ে গেলেন। ত্রিপুরা সরকারের চাহিদা অনুযায়ী ডাক্তারের shortage থাকার দরুণ সরকার এভাবে খরচাদি বহন করে, সাহাযা-সহায়তা দিয়ে বাহিরে পড়াশুনার জন্য লোক পাঠিয়ে থাকেন। অথচ তারা তাদের course শেষ করার পর বাহিরে থেকে যান, এটার কি মূল্য, বা কি প্রয়োজন আছে তা আমি বুঝি না। আমার কথা হল বণ্ড যদি সে সহি করে থাকে, তবে তাকে তা মানতেই হবে এবং সেটা মানার ব্যবস্থা করতে হবে। তারজন্য তদন্ত করে একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত বলে আমি মনে করি। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে খাতিরের রাজত্ব, তার অবসান হওয়া দরকার। নতুবা সরকারের বা জনসাধারণের যে অর্থ তা ক্রমশঃ নষ্ট হতে থাকবে। রুলিং পার্টির মন্ত্রীরা বলছেন যে, তারা ঠিক ঠিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং তাদের broad outlook-এর কথা ফলাউ করে প্রচার করছেন। কিন্তু আমার উল্লিখিত ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, খাতির থাকলে সাতখুন মাপ, অন্যায় করলেও তার কোন কৈফিয়ত দিতে হয় না, এমনকি বণ্ড মানারও কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অবস্থা আর চলতে দেওয়া উচিত নয়, এগুলি বন্ধ করা উচিত বলে আমি মনে করি—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Ghanashyam Dewan.

SHRI GHANASHYAM DEWAN :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখানে Animal Husbandry খাতে যে ২৫,৯১,০০০ টাকার ব্যয়বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার সমর্থন করছি এবং অঘোরবাবু যে cut motion এনেছেন তার বিপক্ষে এই হাউসে আমার বক্তব্য রাখছি। তিনি অবশ্য বলেছেন যে এমন কতগুলো interior area আছে, যেখানে গো-প্রজনন বা গো-চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, তা হতে পারে। কিন্তু তিনি বলেছেন যে হাসপাতাল ও ডাক্তার আছে অথচ ঔষধ নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। আমি বলব, এসব কথা সত্য নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে যে grow more food campaign চলছে এবং কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির যেসব পন্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তার সাথে সঙ্গতি রাখতে হলে আমাদের গরু-মহিষাদির মত পশুর চিকিৎসাকে বাদ দিতে পারি না। কারণ অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানকে যদি আমরা সার্থকভাবে রূপায়িত করতে চাই তবে আমাদের কর্মক্ষম বলদ ও গভীর প্রয়োজন আছে এটা তো আপনি নিজেও স্বীকার করবেন। এই প্রসঙ্গে আমার একটা গল্প মনে পড়ে—বহুদিন আগে বিলাতে একজন কৃষক তার ক্ষেতে ভাল ফসল ফলাতেন,—যেমন আলু, গম

ইত্যাদি। তাতে গ্রামবাসীরা মনে করলেন যে সে হয়তো যাদু জানে, তাই তার ক্ষেতে অনেক ফসল হয়। সেজন্য অন্যান্যরা তার বিচার দাবী করলেন। কৃষককে বিচারালয়ে ডাকা হলে সে যথাসময়ে হাজির হল। তখন তাকে বলা হল, তুমি নাকি বেশী ফসল ফলাতে পার? তুমি নিশ্চয় যাদু জান। কাজেই তোমার শাস্তি হবে। সে বলল, আমি যাদুমন্ত্র কিছু জানি না, তবে আমি যাদুমন্ত্র যা জানি কোর্টে এনে আমি তা দেখাব। তখন আপনি আমার যাদু দেখে বিচার করে যা শাস্তি দেবেন আমি তাই গ্রহণ করব। পরদিন সে একখানা উৎকৃষ্ট লাঙ্গল, ১ জোড়া হৃষ্টপুষ্ট বলদ এবং তার নিজের স্বাস্থ্যবান ছেলেকে নিয়ে কোর্টে হাজির হল। সে কোর্টে বলল, আমি যে ২।৩ গুণ উৎকৃষ্ট ফসল ফলাই তার কারণ হল আমার এই উৎকৃষ্ট লাঙ্গল, ১ জোড়া বলদ এবং আমার এই হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি। এরাই হল আমার মন্ত্রবল, যাদু। আমার গ্রামের মধ্যে এই রকম হৃষ্টপুষ্ট বলদ আর কাহারো নেই এবং আমার ছেলের মত এমন স্বাস্থ্যবান ছেলেও গ্রামের মধ্যে নেই। এরাই হল আমার যন্ত্র বা মন্ত্র, এরা আমাকে সাহায্য করে। আমার গ্রামের কোন কৃষক যদি জমিতে তিনবার লাঙ্গল দেয় তাহলে আমি সেখানে ৬।৭ বার কি ১০ বার লাঙ্গল দেই এবং মইও দেই ভাল করে, যার দরুণ আমার জমিতে ২।৩ গুণ ফসল উৎপন্ন হয়।

সুতরাং এই গল্পটা বললাম এইজন্য—prevention is better than cure. গো-সেবাই আমাদের পরম সেবা। গো-জাতির প্রতি আমাদের যত্ন নেওয়া উচিত। তার খাদ্যের, স্নানের সব যত্ন যদি আমরা ভালভাবে করি তাহলে আজ ত্রিপুরার মধ্যে যে জীর্ণ কঙ্কালসার গরুগুলো দেখি, তা দেখতে পেতাম না। অতএব গো-জাতির প্রতি আমাদের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। কোন গরু যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করানো উচিত। আমাদের সরকার, আমাদের মন্ত্রী পরিষদ গরু রক্ষণাবেক্ষণের সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন। কোথাও কোথাও পশু হাসপাতাল, গো-উন্নয়ন কেন্দ্র দিয়েছেন এবং গ্রামের লোক যদি ইচ্ছে করে তাহলে প্রত্যেক গ্রামে গোচারণ ভূমিও রাখতে পারে—সেই ব্যবস্থাও আমাদের সরকার করে দিয়েছেন। সুতরাং grow more food campaign কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে আমরা আলোচনা করলাম বা কৃষি বিষয়ে আলোচনা করলাম সেই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল—আমাদের যে গো-ধন আছে তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এখানে যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে পশু বিভাগে ২৫,৯১,০০০ টাকা, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যে গো-চিকিৎসার বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল না। দেশের বহু গো-সম্পদ নানাপ্রকার রোগ হয়ে মারা যেত। কিন্তু আজ গো-জাতির উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার যে সকল ব্যবস্থা রেখেছেন তাতে আমাদের সরকার প্রশংসার যোগ্য। সুতরাং পশু বিভাগ দেশের উন্নতির পক্ষে খুবই যথোপযুক্ত। অতএব দেশের কৃষকদের কৃষি সম্বন্ধে উপযুক্ত training দেওয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব।

এই বলে আমি Demand No. 18—Animal Husbandry খাতে ব্যয়বরাদ্দ সমর্থন করে এবং cut motion-এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— I now call on Sri Bidya Chandra Deb Barma to move his Cut Motion that "গো মড়কে যথাসময়ে হস্তক্ষেপে সরকারী ব্যর্থতা"।

SRI BIDYA CH: DEB BARMA মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি Cut Motion রাখছি "গো-মড়কে যথাসময়ে হস্তক্ষেপে সরকারী ব্যর্থতা"। আমি কেন এই motion টা রেখেছি তার কারন হল গো-মড়ক এমন ভাবে সময় সময় প্রাদুর্ভাব হয়, যদিও তথায় হাসপাতাল আছে, ডাক্তাররা থাকেন তবুও ঠিক সময় মত খবর গিয়া তা পৌঁছুতে এবং তাদের গাফিলতির দরুণ এই সমস্ত মড়ক দেখা দেয়। গ্রামের কথা বাদ দিয়ে শহরের কথাই যদি প্রথমে বলি তাহলে আমরা দেখি বিশেষ করে আগরতলা সহরের ভিতরে আজকের মধ্যে জানতে পারলাম কৃষ্ণনগরে গরুর রোগ আরম্ভ হয়েছে। সেই জায়গাটা হল ঠাকুর পল্লী রোড। সেখানে ২টি গরু মারা গিযাছে এবং আর একটি চিকিৎসা করা সত্বেও মারা যায়।

বিশালগড় ব্লকের underএ অরুন্ধতী নগর, তথায়ও গরুর অসুখ দেখা দিয়াছে। কিন্তু বিশালগড হাসপাতালে উপযুক্ত পরিমাণ ঔষধ নাই, আপনারা যদি এখন গিয়ে দেখেন তবে তথায় গিয়ে ঔষধ পাবেন না। আজকের মধ্যে জম্পুইতে গো-মড়কের খবর বিশালগড়ে পৌছায় এবং ডাক্তার বলে হাসপাতালে ঔষধ নাই। অরুন্ধতী নগরে ২৫টি গরু রোগে মারা গিযাছে, বাচ্চা ৩টি, বড ষাঢ় ৪টি, বলদ ৬টি আর বড় বাচ্চা ৫টি। অন্যান্য Sub-divisionএর কথাও যদি বলতে চাই তাহলে আমরা দেখি প্রত্যেকটা Sub-divisionএ হাসপাতাল এবং ডাক্তার আছেন। কিন্তু শহর থেকে যারা ১২।১৩ মাইল দূরে থাকেন, এবং তারা গরুর রোগের খবর নিয়ে আসেন তখন ডাক্তাররা সহজে যেতে রাজী হন না। তারা সাইকেল ভাড়া বা গাড়ী ভাড়া বাবদ টাকা দাবী করেন, তাছাড়া তাদের ভিজিটও দিতে হয়। গরু সাধারণতঃ কৃষকদের ঘরেই বেশী থাকে মধ্য বিত্ত পরিবার যাদের তাদের হয়ত ২।১টি গাভী থাকে, কাজেই সেই দিক থেকে গরীবেরই ক্ষতি হয় বেশী। কাজেই আমার বক্তব্য হল ডাক্তাররা যে গাড়ীভাড়া দাবী করেন, ভিজিট দাবী করেন এই সমস্ত দুর্নীতি যাতে দূর হয় সরকারের সেই দিকে লক্ষ্য করা উচিত এবং বিভিন্ন গ্রামে ডিস্পেন্সারী স্থাপন করা উচিত। ত্রিপুরা রাজ্যে ১০টি ডিভিসন আছে, কিন্তু Sub-division শহর ছাড়া গ্রামাঞ্চলে কোন Dispensary নাই। অতএব আমার বক্তব্য হল প্রতিটি ডিভিসনে অন্ততঃ ১০।১২টি ডিস্পেন্সারী খোলা উচিত, এইজন্য এই দাবীটা House এর সামনে রাখছি। এবং যাতে হাসপাতালগুলিতে রীতিমত ঔষধ থাকে, ডাক্তার থাকেন এবং গ্রামের জনসাধারণ তার থেকে উপকৃতহন, সেইদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেশের কৃষির উন্নতি করতে হলে গো-সম্পদের উন্নতি সাধন

করতে হবে, এবং গরুর রোগ যাতে দূর হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। Border এলাকা গুলিতে শুধু গো-মড়ক লাগেনা, গো-চুরিও হয়। কাজেই একদিকে গো-চুরি আর একদিকে গো-মড়ক এই রকম অবস্থা যদি হয় তাহলে সেখানকার কৃষক কি করে কৃষির উন্নতি করবে সেটা ভাবার ব্যাপার। কাজেই সেই দিক দিয়ে Border এলাকাগুলিতে এবং ভিতর এলাকাগুলিতে যাতে চুরি এবং গো-মড়কের হাত থেকে কৃষকরা রক্ষা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— I would call on Hon'ble Minister Sri Prafulla Kr. Das to given his reply.

SRI PRAFULLA KR. DAS :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে Houseএ মাননীয় অর্থমন্ত্রী Demand No. 18 Animal Husbandry এর যে ব্যয় বরাদ্দ দাবী করেছেন আমি তা সমর্থন করছি। কাজেই এখানে কৃষির উন্নতির সঙ্গে যে গো জাতির সম্পর্ক আছে তা আমরা সকলেই স্বীকার করছি। কাজেই যেখানে আমরা কৃষির সমস্যা নিয়ে এত পরিকল্পনা এত চিন্তা ভাবনা করছি সেটা considerably নির্ভর করে গো জাতিব ভাল মন্দের উপর। সেই দিক থেকে যথাযত যত্ন রেখেই আমাদের Budget এ provision রাখা হযেছে। গো জাতির চিকিৎসার জন্য, তার quality ভাল করার জন্যে, তার রোগ নিবারণের জন্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন তার সব ব্যবস্থাই রাখা হযেছে, এই Demand এ। এখানে veterinary dispensary, hospital ইত্যাদির রক্ষনাবেক্ষন ছাড়াও আরো কয়েকটি বাড়ানোর provision রযেছে। যাতে গরু, মহিষ ইত্যাদি পশুর রোগ নির্ণয় করা, বিভিন্ন রোগ সম্বন্ধে reasearch করা, clinical laboratory ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। এই ব্যাপারে উচ্চ শিক্ষার জন্য training এর ব্যবস্থাও provisionএ আছে। তারপর Breeding injection দ্বারা যাতে করে উৎকৃষ্ট জাতের গরু বৃদ্ধি করা যায় তার ব্যবস্থাও বিভিন্ন স্থানে breeding centre এর মাধ্যমে করা হয়েছে। গরুর দুধ একটি পুষ্টিকর খাদ্য এবং সেজন্য দুধ সরবরাহ বৃদ্ধি করার এবং বিভিন্ন subdivision এ যাতে করে dairy centre খোলা যায় তার provision এই বাজেটে রযেছে সেইহেতু আমি এটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি।

এই বাজেট বক্তৃতার cut motion এর সমর্থনে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যা বলেছেন সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হয়। মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু বলেছেন যে টাকারজলা এবং গণ্ডছড়া ইত্যাদি স্থানে গরুর মরক লেগেছিল, সেখানে ৬।৭ মাইল দূরে veterinary dispensaryতে এসে ডাক্তারকে খবর দেওয়া, ঔষধ নেওয়া সময় সাপেক্ষ হওয়ায় সেখানে ঠিক ঠিক মত veterirnary service যথাসময়ে দেওয়া যায় না। তার এই কথার মধ্যে বুঝাযায যে আগে সেখানে সারা ত্রিপুরার একমাত্র আগরতলায় একমাত্র পশু চিকিৎসার

ব্যবস্থা ছিল যেখানে ৭০।৮০ মাইল দূর থেকে এসে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। আর এখন যে ৭।৮ মাইলের মধ্যে চিকিৎসার কেন্দ্র খোলা হয়েছে সে দিক থেকে তিনি প্রচেষ্টাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, এবং তিনি তার বক্তৃতায় একথাও বলেছেন যে শেষে গো মরক নিবারণের জন্য Mobile unit সেখানে গিয়ে গো চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। কাজেই ত্রুটিটা যে কোথায় তা আমি ঠিক বুঝতে পারছিলা। তা ছাড়া hospital dispensary থাকলে গরু যে বাছুর মরবে না একথা ঠিক নয়। আর বলা এরকম বা দাবী করা যায় না। রাশিয়া বা চীন দেশেও নিশ্চয়ই ভেটেনারী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেখানে পশু পক্ষী মরেনা এমন কোন নিশ্চয়তা আছে তারা বলতে পারেন না। সুতরাং সেদিক থেকে আমরা দেখি Hospital Despensary ইত্যাদি করা হয়েছে এবং গ্রাম অঞ্চলেও extend করা হয়েছে। আর in excessable areaতে তিনিই বলেছেন যে আমাদের Mobile unit দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ তিনি আর একটি কথা বলছেন যে R. N. Gupta নামে কোন এক employeeর seniorityকে ডিঙ্গিয়ে M. V. S course এর training এর chance পেয়েছে some অসীম বর্ম্মণ রায় and G. B. Chowdhury এটার মধ্যে কি অসঙ্গতি কোথায় আছে তা তিনি বুঝিয়ে বলতে পারছেন না। তিনি শুধু বলছেন seniority ডিঙ্গিয়ে পাঠানো হয়েছে। এ কথায় এটা ঠিক পরিস্কার হল না। M. V. S. course এর training এ chance পেতে হলে যে যোগ্যতার দরকার থাকে। সেটা হল এই যে যারা নাকি ভেটেরিনারী এসিষ্টেন্ট সার্জ্জণ তাদের মধ্যে হ'তেই training এর chance দেওয়া হবে এটাই নিয়ম। কিন্তু যেহেতু R. N. Gupta মহাশয় ছিলেন ভেটেরিনারী ইন্সপেক্টর, এবং তিনি একটা higher rank occupy করে ছিলেন, higher postএ তিনি ছিলেন। কাজেই সেই higher post থেকে M. V. S Training Courseএ পাঠাবার নিয়ম নেই। Rule অনুযায়ী Vetty. Asstt. Surgeon থেকেই M. V. S Training Courseএ পাঠানো হয় এবং সেজন্য অসীম বাবু এবং জি. বি. চৌধুরী মহাশয় chance পেয়েছেন। কাজেই seniority supersede যে করেছে একথা যথার্থ নয়। তাছাড়া R. N. Gupta মহাশয় যে senior সে কথা কেউ অস্বীকার করছে না but he is not fitfor that particular training, seniority এবং efficiency বিচার করেই তাকে promotion দেওয়া হবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই কোন injustice তার উপর করা হয়েছে একথা যদি তিনি মনে করে থাকেন তাহলে ভুল করা হবে।

মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা বলেছেন যে ঠাকুরপল্লী রোডে গরু মারা গিয়েছে। ঠাকুরপল্লী রোডে গরু মারা গেলেই যে veterinery departmeut অকেজু হয়ে গেল একথা

মনে করার কোন কারণ নেই, শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা মহাশয় এখানে বিস্তারিত করে বলেছেন যে boarder দিয়ে নাকি গরু পাকিস্থানে পাচার হয়। Boarderএ একটা veterinary dispensary যদি খোলা হয় তাহলে এই গরু পাচার-বন্ধ হয়ে যাবে, উনার বিশ্বার বহর থেকে উনি এটা বুঝতে পাছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না যে Animal Husbandryর দায়ীত্বের মধ্যে গরু পাচারের কি সম্পর্ক আছে। আশা করি মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু এ বিষয়ে উনাকে একটু ওয়াকিবহাল করবেন যে কথাটা অপ্রাসঙ্গিক। ভারত ডোমিনিয়নে যোগদানের আগে ত্রিপুরাতে পশু পালন ও পশুচিকিৎসার যে কি সুযোগ সুবিধা ছিল তা আমাদের সকলের জানা আছে। পশুপালন ও পশুচিকিৎসার যে অব্যবস্থা ছিল তা দূর করে গত কয়েক বৎসরে সুপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু একথা স্বীকার করেছেন। পশুর মড়ক বন্ধ করতে আমরা অনেকটা successfull হয়েছি। আর একটা কথা হচ্ছে যে গরুর মরক আরম্ভ হলেই মাননীয় সদস্যরা দৌড়ে হাসপাতালে আনবেন, কিন্তু যথণ preventivre measure নেওয়া দরকার তখন উনাদের দেখা পাওয়া যায় না, আমার মনে হয় উনারা election এর সময় যে উৎসাহ নিয়ে প্রচার করেন সে রকমভাবে যদি উনারা সেকালের মনোবৃত্তি সম্পন্ন কৃষককুলকে preventive measure হিসাবে গরু মড়ক লাগার আগে vaccination ইত্যাদি নেওয়ার ব্যাপারে তাহাদিগকে যদি উৎসাহিত করতেন, তাহলে আমার মনে হয় গরু মরক অনেকটা কমে যেত এবং তাতে কৃষকদের সত্যোকারের কল্যাণ হত। যথাসময়ে তাহারা সে কাজ না করে, Assembly Proceedingsএ সুন্দর সুন্দর কথা তোলার জন্যই যদি বলেন তাহলে কৃষকদের সত্যিকারের কল্যাণ হবে না।

আমি বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখব যে পরিকল্পনার দ্বারা সত্যিকারের উপকার সাধিত হয়, দলমত নির্বিশেষে যেন তা রূপায়নের জন্য উনারা সাহায্য করেণ। এই বলেই—

Noise

ঔষধ নেই একথা সত্য নয়। বাজেটের ২২১ পৃষ্টাতে আপনারা দেখতে পাবেন যে ঔষধের জন্য ৮৫,৪০০ টাকা রাখা হয়েছে। দয়া করে একটু দেখবেন। তবে কথা হচ্ছে, যে কোন political ঔষধের জন্য vetty. dispensaryতে গেলে অবশ্য তা পাওয়া যাবে না। গরুর ঔষধের দরকার হলে নিশ্চয়ই vetty dispensaryতে পাওয়া যাবে। উনি বলছেন ঔষধ পাওয়া যায়নি, আমার মনে হয় উনি জি. বি. হাসপাতালের পরিবর্তে Vetty dispensaryতে নিয়েছেন তাই পাননি। কাজেই আমি এই cut motion এর বিরোধীতা করে এবং মূল প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR: SPEAKER :—The Debate on Demand No. 18 is over. Now I am putting the Demand to vote. I shall first put to vote the cut motion relating to the aforesaid Demand.

Now the question before the House is the cut motton moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "Absence of provision for starting new hospitals and dispensaries etc.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cut motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "গো-মড়কে যথাসময়ে হস্তক্ষেপে সরকারী ব্যর্থতা।"

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cut motion is lost.

Now the question before the House is the Demand for Grant No.—18 moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 25,91,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as arc of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move Demand No.—30, 31 & 44 together and I shall have one general debate on these demands as they are same nature. Of course, I shall dispose of these demands separately.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE (Finance Minister) :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,92,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 30—Pensions and other Retirement Benefits.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,35,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 31—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 30,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respeet of Demand No. 44—Payments of Commuted Value of Pensions.

MR. SPEAKER :—Now, I would call on Hon'ble Member Aghore Deb Barma.

SRI AGHORE DEB BARMA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No. 30

pensions and other Retirement Benefits এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আজকে এই দুর্দ্দিনের মধ্যে যারা pension পান তাদের pension benefitটি যাতে আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা মান্ধাতার আমলের। বর্ত্তমানে সরকারী কর্মচারীরা revision of pay scales ইত্যাদির ফলে যে বর্ধিত হারে বেতনাদি পান, তাদেরকে বর্ধিত হারে pension দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত বলে আমি মনে করি। এই প্রসঙ্গে আমি একটি বিষয় উল্লেখ করব যে রাজার আমলে জিতেন্দ্র দেববর্মা নামে, অমরপুরে একজন S. D. O ছিলেন। ১৫।১৬ বছর হয় সে চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু তার কোন pension পাওয়ার মত ব্যবস্থা সরকার হতে করা হয়নি। মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি মারা গিয়েছেন, দীর্ঘদিন হল তিনি অবসর নিয়েছেন অথচ pension না পেয়ে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হল। এখানে আমাদের একটা কথা চিন্তা করার আছে যে যারা pension ভূগী তাদেরকে এই pension এর টাকা দিয়েই সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়, আবার অনেকের পরিবারে এমন কেহ না থাকতে পারে যে তার পরিবারের ভরন পোষণ করতে পারে। এই অবস্থায় যদি pensioner রীতিমত তার pension benefit না পান তবে তার ও পরিবারের অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াতে পারে, আমি আপনাদিগকে চিন্তা করতে বলব। এই ধরণের ঘটনা সরকারের প্রতিটি বিভাগে ২।১টি করে ঘটছে। এখন আমার বক্তব্য হল যারা pension পাওয়ার যোগ্য, তারা যাতে তাড়াতাড়ি ও রীতিমত তাদের pension পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তবে আশার বিষয় ইদানিং এখানে একটা A. G, office খোলা হয়েছে ফলে আগে যেভাবে pension পেতে দেরী হত তার কিছুটা সুরাহা হবে। কাজেই মানুষকে যাতে এই রকম দুরবস্থার মধ্যে পড়তে না হয় সরকার সেদিকে নজর দেবেন। তারপর আর একটা demand হল privy purses and allowances of Indian Rulers. এই খাতে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টাকা কি আবহমানকাল ধরে দিয়ে যেতে হবে, তার কিছু বুঝি না। বর্ত্তমানে Indian Ruler, যেমন আমাদের এখানকার রাজপরিবার যেভাবে ভাতা পেযে চলছেন, আমার মতে তা ক্রমশ কমিয়ে দেওয়া উচিৎ। কারণ আমরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়াব, আর চিরদিন ধরে রাজা মহারাজাদের ভাতা দিয়ে যাব, এটা যে কোন গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের কথা, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না ? আর এটা কি সমাজতন্ত্রের ধাপে ধাপে যাওয়ার একটা নিদর্শন কিনা তাও বুঝতে পারছি না। একদিকে সমাজতন্ত্রের বুলি, আর একদিকে রাজা মহারাজাদের ভাতার ব্যবস্থা করা, এটা কি রকম সমাজতন্ত্র তা রুলিং পার্টিই জানেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি সত্যিকারের সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হয়, তবে এই Indian Rulersদের ভাতা বাবত যে ব্যয়বরাদ্দ রাখা হয়েছে, এটাকে একেবারে বাদ না দিলেও অন্ততঃ ক্রমে ক্রমে কমিয়ে দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করছি।

আর একটি কথা হচ্ছে payments of commuted value of pensions. এ সম্পর্কেও বিচার বিবেচনা করে টাকার ব্যয় বরাদ্দ যাতে আর একটু বাড়ানো হয় এই দাবী রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—I would call on Hon'ble Finance Minister to give his reply.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE (Finance Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যে তিনটি Demand আছে তার সমর্থনে আমার বক্তব্য এই House-এর সামনে পেশ করছি। Pension benefit পেতে pension holderদের দেরী হয় বলে মাননীয় সদস্য বলেছেন। অনেক ক্ষেত্রে service record প্রভৃতি ঠিকমত upto-date না থাকার ফলে এবং রাজার আমলে অনেক গোলমাল ছিল। এখন সেগুলিকে upto-date entry করতে অনেক সময় লেগেছে। তাছাড়া এমন কতগুলি খুঁটিনাটি আছে যেগুলি ঠিক করতে অনেক সময় লাগে, ফলে pension holderদের pension পেতে একটু দেরী হয়েছে এবং A. G. Office-এর সঙ্গে correspondence করে sanction আনতেও অনেক সময় লেগে যায়। এই সমস্ত অসুবিধার দরুণ আমাদের একটা দাবী ছিল যে আগরতলাতে A. G Office-এর একটা branch খোলা হউক। বর্ত্তমানে ঘোড়ার আস্তাবলের কাছে একটা Office খোলা হয়েছে। যদিও pension case dispose করার ক্ষমতা এখনো দেওয়া হয়নি, তবে অদূর ভবিষ্যতে দেওয়া হবে। যখন একজন D. A. G. rank-এর Officer এখানে আসবেন তখন এই pension case dispose করার ক্ষমতা থাকবে। আপাততঃ কতগুলি কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর সেজন্যই তারা যাতে officeটিকে extension করে সমস্ত কাজকর্ম্ম করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি আশা করি A. G. Office এখানে হওয়াতে ভবিষ্যতে এসব কাজের জটিলতা অনেক কমবে এবং pension-এর ব্যাপারে যে delay হয়, আর তারজন্য যে retired officialsরা suffer করেন তা কমবে।

তারপর তিনি বলেছেন যে, Rulersদের privy purses কমানো হউক। এখানে Central Govt.-এর যে principle অর্থাৎ ভারত সরকারের সঙ্গে তাদের যে চুক্তি হয়েছিল সে অনুসারেই তাদের ভাতা দেওয়া হয়। ভারতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজা ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এগুলি আপোষে বিনা রক্তপাতে তাদের রাজ্য ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিল। এরজন্য একটি প্রাণীকেও প্রাণ হারাতে হয়নি। আমাদের সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় সর্দ্দার প্যাটেলের যে দক্ষতা তা প্রশংসনীয় এবং এই রাজা-মহারাজাও কোন ঝামেলা না করে তাদের রাজ্য ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের সঙ্গে তাদের যে চুক্তি হয় তা ভঙ্গ করা উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। অন্ততঃ তাদের জীবিত অবস্থায় এই রকম একটা চুক্তি ভঙ্গ করা উচিত হবে বলে ভারত সরকার মনে করছেন

না। আর আমরাও সেই principle অনুযায়ী এখানে দিয়ে যাচ্ছি—এই বলে আমার যে ৩টি demand এখানে রেখেছি, তা মঞ্জুর করার জন্য এই হাউসকে অনুরোধ জানাব।

MR. SPEAKER :—The debate on Demand Nos.—30, 31 aud 44 is over. Now I am putting the demands to vote separately. Now the question before the House is the Demand for Grant No.—30 moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 6,92,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 30—Pensions & other Retirement Benefits.

MR. SPEAKER :—Now the question before the House that the motion moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 6,92,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 30—Pension and other Retirement Benefits.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

Voices is not clear.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

Now the question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister that a sum not exceeding

Rs. 2,35,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) BIll, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 31—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

MR. SPEAKER :—Now the question before the House is the Demand for Grant No.—44 moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 30,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 44—Payments of Commuted Value of Pensions.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice,

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday, the 6th April, 1967.

UNSTARRED QUESTION NO.—131 BY SHRI DFBENDRA KISHORE CHOUDHURY

Question	Answer
1) The date of acquisition of lands for the construction of the Sonamura-Nidaya road & Sonamura-Kalamcherra road ;	1) On 9-5-61, 27-7-61, 19-8-61, 24-8-61, 31-8-61, 28-12-61, 18-1-65, 21-7-65 (Sonamura to Nidya road). On 5-4-63, 22-4-63, 18-5-63, 27-9-63, 5-12-63, 21-5-65, (Sonamura to Kalamcherra Road).
2) whether all the jotedars whose lands have been acquisitioned, have been paid for ;	2) No.
3) if not, when these unfortunate jotedars will get their compensation money ;	3) Payment of remaining jotedars will be made in due course.
4) whether the jotedars are to come to Agartala to take their compensation money ;	4) No. The payment is made from Sub-Divisional Head Quarters through the Addl. Sub-Divisional Officer.
5) if it is so, then who bears that travelling cost of the poor land owners ?	5) Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 133 BY SHRI DEBENDRA KISHORE CHOWDHURY, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
I) The date when the embankment near Melagarh (around Padmerdhepa) was cut to let out the water to save about 22 drones of lands which had been sub-merged under water for more than one year;	1) In the last week of November/66 (Exact date not available)

QUESTION	ANSWER
2) When the survey of that land has been completed;	2) Febrary, 1967.
3) What steps have been taken to complete the hand-sluice-gate in that breach;	3) An estimate for the purpose has been prepared and is under the consideration of the Govt.
4) Whe ther that sluice gate will be completed before monsoon as our Hon'ble Chief Minister desired when he visited Melagarh;	4) The scheme has been processed for obtaining sanction and the work will be taken up as soon as sanction is received.
5) If not, how the cultivator will save their existing Boro crops and how they will proceed with the Aus crops ?	5) This will be considered depending on the progress of the work before monsoon.

UNSTARRED QUESTINO NO. 148 BY SRI AGHORE DEB BARMA

QUESTION	ANSWER
1) a sub-division-wise break-up of the number of landless agriculturists in Tripura;	
2) a sub-division-wise break-up of the number of Bargadars who cultivate land on lease basis;	The materials are under collection.
3) whe ther the number of both the avove categories are in the increase;	
4) if so, the reasons there of ?	